কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

কবীরা গুনাহ্

বাঁচার উপায় তাওবা ও ইস্তেগফার

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

কবিরা গুনাহ

বাঁচার উপায় তাওবা ও ইস্তেগফার

মূল

ঈমাম যাহাবী (রহ)

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব মাদানী

মোস্তাফিজুর রহ্‌মান বিন্ আব্দুল আজিজ মাদানী

সংকলনে

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনায়

পিস সম্পাদনা পর্ষদ

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

কবীরা গুনাহ্

বাচার উপায় তাওবা ও ইস্তেগফার

প্রকাশক

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

০১৭১৫৭৬৮২০৯; ফোন : ৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর - ২০১২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রেস, সূত্রাপুর

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ২৭৫.০০ টাকা।

ISBN-978-984-8885-16-1

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে **'কবীরা গুনাহ'** বাঁচার উপায় তাওবা ও ইস্তেগফার নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন এ জন্য শুকরিয়া আদায় করি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। সালাত ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী জনাবে রাসূলে কারীম ﷺ এর প্রতি। রুহের মাগফেরাত কামনা করছি যারা রাসূলের রেখে যাওয়া বিধানকে মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

পাঠক সমাজ কবীরা গুনাহ, তার কুফল ও ভয়াবহ পরিণতি এবং তা থেকে বাঁচার জন্য তওবা ও ইস্তেগফার এ সম্পর্কে অবহিত হবেন এ আশায় এ গ্রন্থের সম্পাদনা করলাম।

কবিরা গুনাহ বা বড় গুনাহ যে সকল গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার খাস তাওবা ছাড়া মাফ করেন না। বিভিন্ন হাদীসে কবিরা গুনাহ সত্তর বা তারও অধিক এ ব্যাপারে ইশারা পাওয়া যায়। তবে এ ধারণা করা যায় না যে কবিরা গুনাহ কেবল সত্তরই বা ১৪০ বা ১৬১। কারণ বর্তমান প্রেক্ষপটে দুনিয়ার মানুষ তথাকথিত আধুনিক থেকে আধুনিকতার হচ্ছে। আর গুনাহের ধরণ ও পদ্ধতিও পাল্টে যাচ্ছে। যেমন মানবজাতি এর অসভ্য ও বর্বর হচ্ছে যে নিজ ঔরসজাত কন্যার সাথে পারিবারিক বা যৌন জীবন অতিবাহিত করছে নাউজুবিল্লাহ। এ জাতীয় কবিরা গুনাহের কথা আমরা জাহেলী যুগে হত কিনা জানি না। কিন্তু বর্তমানে আমরা পত্র

www.pathagar.com

পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারছি। এভাবে কিয়ামত অবধি গুনাহের মাত্রা ও ধরণ পাল্টে যাবে, যার কারণে সংখ্যারও পার্থক্য দেখা দিবে।

বইটি পরিমার্জনা করতে ইসলামের আলো, সৌদী আরব; ইসলামী প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ ও ইসলাম হাউসের সহযোগিতা নিয়েছি বলে তাদের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা।

বইটি ভাল লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যাবতীয় কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে ঈমানী জিন্দেগী অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুন।

www.pathagar.com

কবীরা গুনাহ্ কী

আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়, সেগুলোই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ্ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

"কবীরা" শব্দের আভিধানিক অর্থ : বড়। শরীয়তের পরিভাষায় কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ'র ব্যাপারে কুরআন বা সহীহ্ হাদীসে নির্দিষ্ট ঐহিক বা পারলৌকিক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে অথবা সে সকল গুনাহকে কুরআন হাদীস কিংবা সকল আলিমের ঐকমত্যে কবীরা বা মারাত্মক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্র ব্যাপারে শাস্তি, ক্রোধ, ঈমানশূন্যতা বা অভিশাপের মারাত্মক হুমকি বা জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্গারকে আল্লাহ্ তায়ালা বা তদীয় রাসূল (সা) অভিসম্পাত করেছেন, অথবা যে সকল গুনাহ্গারকে কুরআন কিংবা সহীহ্ হাদীসে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ, বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল শরীয়ত একমত।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন–

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا .

...নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ্ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো। (সূরা ৪– আন্ নিসা : আয়াত-৩১)

আল্লাহ্ তায়ালা এ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَامَا غَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ -

"আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।" (সূরা ৪২– আশ্ শূরা : আয়াত-৩৭)

এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ্ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ -

আর যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহের কথা আলাদা।

(সূরা ৫৩– আন নাজম : আয়াত-৩২)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "প্রতিদিন পাঁচবার সালাত, জুময়ার সালাত পরবর্তী জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়– যদি 'কবীরা গুনাহ্'সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।"

কবিরা গুনাহের সংখ্যা

এ কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই।

www.pathagar.com

কবীরা গুনাহ্ কী

আল্লাহর কিতাব, রাসূল-এর সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়, সেগুলোই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ্ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

"কবীরা" শব্দের আভিধানিক অর্থ : বড়। শরীয়তের পরিভাষায় কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ'র ব্যাপারে কুরআন বা সহীহ্ হাদীসে নির্দিষ্ট ঐহিক বা পারলৌলিক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে অথবা সে সকল গুনাহকে কুরআন হাদীস কিংবা সকল আলিমের ঐকমত্যে কবীরা বা মারাত্মক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহর ব্যাপারে শাস্তি, ক্রোধ, ঈমানশূন্যতা বা অভিশাপের মারাত্মক হুমকি বা জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহকে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্গারকে আল্লাহ্ তায়ালা বা তদীয় রাসূল (সা) অভিসম্পাত করেছেন, অথবা যে সকল গুনাহ্গারকে কুরআন কিংবা সহীহ্ হাদীসে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ, বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল শরীয়ত একমত।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ্ বলেন–

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۔

তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ্ মা.ফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো। (সূরা ৪– আন্ নিসা : আয়াত-৩১)

আল্লাহ্ তায়ালা এ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্লাহ্ বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَـٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَامَا غَضِبُوْاهُمْ يَغْفِرُوْنَ .

"আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।" (সূরা ৪২– আশ্ শূরা : আয়াত-৩৭)

এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ্ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَـٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .

আর যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহ্র ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহের কথা আলাদা।

(সূরা ৫৩– আন নাজম : আয়াত-৩২)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "প্রতিদিন পাঁচবার সালাত, জুময়ার সালাত পরবর্তী জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহ্সমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়– যদি 'কবীরা গুনাহ্'সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।"

কবিরা গুনাহের সংখ্যা

এ কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই।

www.pathagar.com

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– "তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকো।

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা,

২. যাদু করা,

৩. শরীয়াতের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো,

৪. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা,

৫. সুদ খাওয়া,

৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, এবং

৭. সরলমতি সতীসাধ্বী মুমিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ।

(সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এর সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি।

হাদীসে কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়না। তবে এতটুকু বুঝা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, কিংবা আখিরাতে ভীষণ আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূল ﷺ-এর ভাষায় সে অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই, বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয়– এরূপ বলা হয়েছে সেগুলো কবীরা গুনাহ।

।।ঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল : কবীরা গুনাহ্ তো সাতটি। ইবনে আব্বাস বললেন : বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে ও তওবা করলে কোন কবীরা গুনাহ্ই কবীরা থাকে না। অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা গুনাহ্ও সগীরা থাকে না, বরং কবীরা হয়ে যায়। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন : কবীরা গুনাহ্ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশী পেয়েছেন।

এ কথাও সত্য যে, কবীরা গুনাহ্র ভেতরেও তারতম্য আছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার গুনাহ্ অমার্জনীয়। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ج
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ۔

আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ্ মাফ করেন না। এর নিচে যে কোন গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন। অবশ্য শিরক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা।

(সূরা ৪– আন নিসা : আয়াত-৪৮)

www.pathagar.com

৩২.	পুরুষ মহিলার পরস্পরের মধ্যে বেশ-ভূষা ধারণ করা	১৬৫
৩৩.	অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হয়ে নীরব থাকা	১৬৬
৩৪.	প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন না করা	১৬৮
৩৫.	চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা	১৬৯
৩৬.	কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর কারণ ছাড়া অবাধ্য হওয়া	১৭১
৩৭.	প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করা	১৭৫
৩৮.	বিপদের সময় ধৈর্যহারা হয়ে গর্হিত কাজ করা	১৭৮
৩৯.	কোন মুসলিমকে গাল-মন্দ করে কষ্ট দেয়া	১৮০
৪০.	নবী ﷺ-এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া	১৮১
৪১.	নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া	১৮৪
৪২.	আল্লাহ্র নেক বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করা	১৮৬
৪৩.	গর্ব অহঙ্কার করে লুঙ্গি, পাজামা প্যান্ট টাখনুর নিচে পরা	১৮৯
৪৪.	সোনা, রূপার প্লেট ও গ্লাসে পানাহার করা	১৯২
৪৫.	পুরুষেরা স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা	১৯৩
৪৬.	হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়া	১৯৫
৪৭.	জেনেশুনে অন্যের পিতাকে নিজের পিতা বলে গ্রহণ করা	১৯৬
৪৮.	কারো সাথে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা	১৯৭
৪৯.	অতিরিক্ত পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করা	২০০
৫০.	ওজনে বা পরিমাণে কম দেয়া	২০১
৫১.	আল্লার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ ভাবা	২০১
৫২.	আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হওয়া	২০৪
৫৩.	জুম'আ ও জামায়াতে সালাত আদায় না করা	২০৬
৫৪.	কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা	২০৮
৫৫.	কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা	২০৯
৫৬.	কারো জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা	২০৯
৫৭.	বিদ'আত বা কুসংস্কার চালু করা	২১০
৫৮.	কারোর দিকে ছুরি বা অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করা	২১১
৫৯.	কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা	২১২
৬০.	মক্কা শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা	২১২
৬১.	অহেতুক কোন মুসলিমকে কাফির বলা	২১৩
৬২.	শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা	২১৪
৬৩.	মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা	২১৫
৬৪.	কোন জীবিত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা বিকৃত করা	২১৫

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	আল্লাহর সাথে শিরক করা	১৫
২.	অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা	১৬
৩.	যাদু করা	২৪
৪.	ফরয সালাত আদায় না করা	২৬
৫.	ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা	৩০
৬.	কোন ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখা	৩৫
৭.	সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা	৩৬
৮.	মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া	৩৭
৯.	আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা	৩৮
১০.	ব্যভিচার করা	৪৬
১১.	সমকাম বা পায়ুগমন (লাওয়াতাত)	৮১
১২.	সুদ খাওয়া ও দেয়া	৯৪
১৩.	মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া	৯৯
১৪.	মিথ্যা কসম খাওয়া	১০৪
১৫.	ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা	১০৬
১৬.	আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ করা	১০৬
১৭.	কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন	১০৯
১৮.	অধীনস্থদের উপর যুলুম করা ও ধোঁকা দেয়া	১০৯
১৯.	গর্ব, দাম্ভিকতা ও আত্মঅহঙ্কার করা	১১৮
২০.	মদ্যপান কিংবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা	১২৩
২১.	জুয়া খেলা	১৩৯
২২.	সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া	১৪১
২৩.	চুরি করা	১৪১
২৪.	যুলুম, অত্যাচার ও অন্যায়মূলক আক্রমণ করা	১৪৭
২৫.	হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন করা	১৫১
২৬.	আত্মহত্যা করা	১৫৩
২৭.	বিচারকের নিকট অভিযোগ পৌছাত বাধা দেয়া	১৫৫
২৮.	কারো বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা	১৫৮
২৯.	আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা না করা	১৫৮
৩০.	ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করা	১৬৪
৩১.	তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ করা	১৬৪

www.pathagar.com

৬৫. অহঙ্কারকারী, কৃপণ ও কঠিন হৃদয়ের হওয়া ২১৬
৬৬. শরীয়তের বিধান অমান্য করার কূটকৌশল অবলম্বন করা ২১৬
৬৭. মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা ২১৮
৬৮. কোন বিপদ আসলে আল্লাহ্‌র উপর অসন্তুষ্ট হওয়া ২১৯
৬৯. বেগানা পুরুষের সামনে খাটো, স্বচ্ছ ও সংকীর্ণ পোশাক পড়া ২২৪
৭০. ঝগড়া-ফাসাদে অত্যাচারীর সহযোগিতা করা ২২৫

অতিরিক্ত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কবিরা গুনাহ্

৭১. আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা ২২৬
৭২. অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা ২২৬
৭৩. কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করা ২২৭
৭৪. আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা ২২৮
৭৫. বেগানা পুরুষ ও মহিলা নির্জনে অবস্থান করা ২২৯
৭৬. বেগানা মহিলার সাথে পুরুষের মুসাফাহা করা ২৩০
৭৭. মাহ্‌রিম ছাড়া যে কোন মহিলা দূর-দূরান্ত সফর করা ২৩১
৭৮. গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শ্রবণ করা ২৩২
৭৯. বিদ্‘আতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসা ২৩৩
৮০. কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হওয়া ২৩৫
৮১. সুপারিশ করে তাঁর থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা ২৩৬
৮২. শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক না দেয়া ২৩৮
৮৩. ঋণ পরিশোধ না করা ও টালবাহানা করা ২৪০
৮৪. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমন্বয় বজায় না রাখা ২৪১
৮৫. বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে সালাত আদায় করা ২৪২
৮৬. সালাতের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা ২৪৩
৮৭. তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা ২৪৫
৮৮. মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত করা ২৪৭
৮৯. কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকা ২৪৮
৯০. কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা ও অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা ২৪৮
৯১. সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে চলা ২৪৯
৯২. কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো ২৫০
৯৩. গুনাহ্ করে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো ২৫২
৯৪. শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা...... ইমামতি পদে বহাল থাকা ২৫৩

www.pathagar.com

৯৫.	অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে উঁকি মারা	২৫৪
৯৬.	পণ্যের দোষ-ক্রটি ক্রেতাদের কাছে গোপন রাখা	২৫৫
৯৭.	আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া	২৫৬
৯৮.	পথে-ঘাটে, গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা	২৫৭
৯৯.	মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা	২৫৭
১০০.	স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের ব্যাপারটি অন্যকে জানানো	২৫৮
১০১.	কোন মহিলা তাঁর স্বামী থেকে তালাক চাওয়া	২৫৯
১০২.	স্ত্রীকে মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা	২৬০
১০৩.	সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ব্যতীত প্রবেশ করা	২৬০
১০৪.	কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ (মুতা) করা	২৬১
১০৫.	রমযান বা কুরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা	২৬৫
১০৬.	বংশ নিয়ে অন্যের সাথে গর্ব করা	২৬৫
১০৭.	কবর বা মাজারের দিকে ফিরে সালাত পড়া	২৬৬
১০৮.	পরিপক্ক হওয়ার আগে কোন ফল বা শস্য বিক্রি করা	২৬৭
১০৯.	বিশেষ কয়েকটি হারাম উপার্জন	২৬৮
১১০.	কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফেরত নেয়া	২৬৯
১১১.	স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা ও ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া	২৭১
১১২.	কাফিরদের সাথে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা	২৭১
১১৩.	কারোর বিক্রি ও বিবাহ প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেয়া	২৭৫
১১৪.	হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা	২৭৬
১১৫.	কোন গুনাহের কাজে মানত করে তা পূর্ণ করা	২৭৭
১১৬.	পুরুষ ও মহিলা একে অপরের সতর দেখা	২৭৮
১১৭.	মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের কাছে বিবাহ্ বসতে বাধ্য করা	২৭৯
১১৮.	টেলিভিশন দেখার কুফল	২৮৯
১১৯.	মুহরিমের জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা	২৯৭
১২০.	ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা	২৯৭
১২১.	সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে কথা বলা	২৯৮
১২২.	ইদ্দত চলাকালীন সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ করা	২৯৯
১২৩.	স্ত্রীর আপন খালা ও ফুফীকে বিবাহ্ করা	৩০০
১২৪.	মোবাইলে প্রেমালাপ করা	৩০০
১২৫.	যোগ্য পুরুষ থাকতে নারীর হাতে নেতৃত্ব অর্পন করা	৩০১
১২৬.	কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচার উপায় ও তাওবা	৩০২
১২৭.	তাওবা কবুলের একটি চমৎকার ঘটনা	৩১৬

www.pathagar.com

১
আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা

মুশরিকরা আল্লাহ্ তা'আলার নাম, গুণাবলি ও প্রভুত্ব স্বীকার করে। তবে তারা তাঁরই পাশাপাশি অন্য ইলাহ্‌তেও বিশ্বাস স্থাপন করে। যেমন : খ্রিস্টানদের শিরক। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি ঈসা (আ) ও তাঁর মাতাকে ইলাহ্ বলে স্বীকার করে।

অগ্নিপূজকদের শিরক : অগ্নিপূজকদের শিরকও উক্ত শিরকের অন্তর্গত। কারণ, তারা সকল কল্যাণকর কর্মকাণ্ডকে আলো এবং সকল অকল্যাণকর কর্মকাণ্ডকে আঁধারের সৃষ্টি বলে ধারণা করে।

তাক্বদীর অবিশ্বাসীদের শিরক : তাক্বদীর বা ভাগ্যে অবিশ্বাসীদের শিরকও উক্ত শিরকের অন্তর্গত। কারণ, তারা মনে করে, মানুষ বা যে কোন প্রাণী আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত একান্তই নিজ ইচ্ছায় যে কোন কাজ করতে পারে। এরা বাস্তবে অগ্নিপূজকদেরই অনুরূপ।

নমরূদ বিন কিনআন-এর শিরক : ইব্রাহীম (আ)-এর সঙ্গে তর্ককারী 'নমরূদ বিন কিন'আন'-এর শিরকও উক্ত শিরকের অন্তর্গত। কারণ, তার অন্যতম দাবি এটিও ছিল যে, সে ইচ্ছে করলেই কাউকে মারতে বা জীবিত করতে পারে।

কবর পূজারীদের শিরক : কবর পূজারীদের শিরকও উক্ত শিরকের অন্তর্গত। কারণ, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি নিজ পীর-বুযুর্গদেরকেও রব ও ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে।

রাশি-নক্ষত্রে বিশ্বাসীদের শিরক : রাশি-নক্ষত্রে বিশ্বাসী এবং সূর্যপূজারীদের শিরকও উক্ত শিরকের অধীন।

উক্ত মুশরিকদের কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে বাস্তব মা'বূদ বলেও বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে বড় মা'বূদ বা মা'বূদদের অন্যতম বলেও মনে করে। আবার কেউ কেউ এমনো মনে করে যে, তাদের ছোট মা'বূদগুলো অতি তাড়াতাড়ি তাদেরকে তাদের বড় মা'বূদের নিকটবর্তী করে দিবে।

আর মুসলমানরাও বিভিন্নভাবে এক আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে থাকে। যেমন–

১. আল্লাহ্‌র আইন মেনে না নেওয়া।
২. বিভিন্ন পীরকে নৈকট্যের মাধ্যম মনে করা।
৩. ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করা।
৪. ইসলামে রাজনীতি নেই এ ধারণা রাখা।

www.pathagar.com

২.

অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা

কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করাও কবীরা গুনাহ্। তবে উক্ত হত্যা আরো ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত হয় যখন তা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যাকে বাঁচানো সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং যাকে হত্যা করা একেবারেই অমানবিক। যেমন- নিষ্পাপ শিশু, নিজ মাতা-পিতা, নবী-রাসূল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি অথবা উপদেশদাতা আলেমকে হত্যা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ، وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ. أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা সঠিক কাজের নির্দেশ দান করে তাদেরকেও হত্যা করে। (হে নবী!) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। এদেরই কার্যাবলি দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং এদের জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না।"

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত- ২১-২২)

আল্লাহ তা'আলা উক্ত হত্যাকারীকে চির জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তাঁর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তেমনিভাবে তার উপর তাঁর অভিশাপ ও আখিরাতে তার জন্য দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَأَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا -

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তথায় সে সদা-সর্বদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রুষ্ট হবেন ও তাকে লা'নত করবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহাশাস্তি। (সূরা নিসা : আয়াত-৯৩)

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন–

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا، يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا، اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়তসম্মত) কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, (নতুনভাবে) ঈমান আনে এবং সৎকর্মসম্পাদন করে; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপ পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৮-৭০)

উক্ত হত্যার ভয়াবহতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র এক ব্যক্তির হত্যাকারীকে সকল মানুষের হত্যাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا، وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ, এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময় অথবা দুনিয়ায় হেতু ব্যতীত অন্যায়ভাবে কেউ কাউকেও হত্যা করল সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কাউকে অবৈধ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করল সে যেন সকল মানুষকেই রক্ষা করল।

(সূরা মা'য়িদা- আয়াত-৩২)

উক্ত হত্যাকাণ্ডকে হাদীসের পরিভাষায় সর্ববৃহৎ গুনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ، أَوْ قَالَ : وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ .

অর্থাৎ, সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ হচ্ছে চারটি : আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন : হয়তো বা রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। (বুখারী, হাঃ নং ৬৮৭১; মুসলিম, হাদীস নং ৮৮)

নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা ও ভয়ঙ্করতা আরো গভীরভাবে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُوْلُ : يَا رَبِّ هٰذَا قَتَلَنِيْ، حَتّٰى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ، قَالَ : فَذَكَرُوْا لِابْنِ عَبَّاسٍ اَلتَّوْبَةَ، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا .

قَالَ : مَا نُسِخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ، وَلَا بُدِّلَتْ، وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ -

অর্থাৎ, হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীকে সাথে নিয়ে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে। হত্যাকৃত ব্যক্তির মাথা তার হাতেই থাকবে। শিরাগুলো থেকে তখন রক্ত প্রবাহিত হবে। সে আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে বলবে : হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে হত্যাকারীকে আরশের অতি নিকটেই নিয়ে যাবে। শ্রোতারা ইবনে আব্বাস

www.pathagar.com

(রা)-কে উক্ত হত্যাকারীর তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত সূরা নিসার আয়াতটি পাঠ করে বললেন, উক্ত আয়াত রহিত হয়নি এবং পরিবর্তনও হয়নি। সুতরাং তার তাওবা কোন উপকারেই আসবে না। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩০২৯; ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৬৭০; নাসায়ী, হাদীস নং ৪৮৬৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِى فُسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

অর্থাৎ, মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে যতক্ষণ না সে কোন অবৈধ রক্তপাত করে। (বুখারী, হাদীস নং ৬৮৬২)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ لَا مَخْرَجَ لِمَنْ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ .

অর্থাৎ, এমন ঝামেলা যা থেকে বাঁচার কোন পন্থা নেই তা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর রক্তপাত করা। (বুখারী, হাদীস নং ৬৮৬৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ.

অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বপ্রথম হিসাব হবে রক্তপাতের। (বুখারী ৬৫৩৩, ৬৮৬৪; মুসলিম ১৬৭৮; ইবনে মাজাহ ২৬৬৪, ২৬৬৬)

আবূ সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَاَهْلَ الْاَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ النَّارَ -

অর্থাৎ, যদি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সকলে মিলেও কোন মু'মিন হত্যায় অংশগ্রহণ করে তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিরমিযী ১৩৯৮)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

অর্থাৎ, কোন মুসলিমকে গালি দেয়া আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাকে হত্যা করা কুফরি। (বুখারী ৪৮; মুসলিম ৬৪)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও আবু বাক্রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ قَابَ بَعْضٍ .

অর্থাৎ আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করো না। (বুখারী, হাদীস নং ১২১, ১৭৩৯, ৪৪০৫, ৬১৬৬, ৬৭৮৫, ৬৮৬৮, ৬৮৬৯, ৭০৮০; মুসলিম ৬৫, ৬৬, ১৬৭৯)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পুরো বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিকতর সহজ একজন মুসলিম হত্যা অপেক্ষা।

(তিরমিযী ১৩৯৫; নাসায়ী ৩৯৮৭; ইবনে মাজাহ ২৬৬৮)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ
مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন কাফিরকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না; অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। (বুখারী, ৩১৬৬, ৬৯১৪; ইবনে মাজাহ ২৬৮৬)

www.pathagar.com

জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কতক তাবি'য়ীকে অসিয়ত করতে গিয়ে বলেন–

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ.

অর্থাৎ, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম পেটই পঁচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। অতএব যার পক্ষে এটা সম্ভবপর হয় যে, সে সর্বদা হালাল ও পবিত্র বস্তুই ভক্ষণ করবে তা হলে সে যেন তাই করে। তেমনিভাবে যার পক্ষে এটাও সম্ভবপর হয় যে, সেও তাঁর জান্নাতে যাওয়ার মাঝে এক করতলভর্তি অবৈধভাবে প্রবাহিত রক্ত ও বাধার সৃষ্টি করবে না তা হলে সে যেন তাই করে। (বুখারী, হাদীস-৭১৫২)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) একদা কা'বা শরীফকে সম্বোধন করে বলেন–

مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكِ.

অর্থাৎ তুমি কতই না সম্মানী! তুমি কতই না মর্যাদাশীল! তবে একজন মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তোমার চেয়ে বেশি। (তিরমিযী ২০৩২; ইবনে হিব্বান ৫৭৬৩) হত্যাকারী এবং হত্যাকৃত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী।

আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ -

অর্থাৎ, যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন হত্যাকারী এবং হত্যাকৃত ব্যক্তি দুজনই জাহান্নামী। রাসূলে করীম ﷺ-কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূলে করীম ﷺ ! হত্যাকারীর ব্যাপারটি তো বুঝলাম। তবে হত্যাকৃত ব্যক্তির অপরাধ কি যার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে? রাসূলে করীম ﷺ বললেন : কারণ, সেও তো নিজ সঙ্গীকে মারার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। (বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩; মুসলিম ২৮৮৮)

আল্লাহ তা'আলার কাছে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ক্ষমার আশা খুবই ক্ষীণ।

www.pathagar.com

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّغْفِرَهُ اِلَّا الرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا، اَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

অর্থাৎ, আশা করা যায় প্রতিটি গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। তবে দু'টি গুনাহ্ যা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। আর তা হচ্ছে, কোন মানুষ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কিংবা ইচ্ছাকৃত কেউ কোন মু'মিনকে হত্যা করলে। (নাসায়ী ৩৯৮৪: আহমদ, ১৬৯০৭; হা'কিম ৪/৩৫১)

উল্লেখ্য যে, কোন মহিলার গর্ভ ধারণের চারমাস পর দরিদ্রতার ভয়ে তাঁর গর্ভপাত করা ও কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করার শামিল।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ : اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ : ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ : اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ : اَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ .

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ! কোন পাপটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মহাপাপ বলে বিবেচিত? রাসূলে করীম ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা : অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল : অতঃপর কি? তিনি বললেন : নিজ সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে বলে। সে বলল : অতঃপর কি? তিনি বললেন : নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।

(বুখারী, ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ৮৬)

তবে শরীয়তসম্মত তিনটি কারণের কোন একটি কারণে শাসক গোষ্ঠীর অন্য কাউকে হত্যা করা জায়েয।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ: اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِىْ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهٖ، اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

অর্থাৎ, এমন কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়; যে এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহা নেই এবং আমি (নবী করীম ﷺ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। তবে তিনটি কারণের কোন একটি কারণে কাউকে হত্যা করা যেতে পারে অথবা হত্যা করা শরীয়তসম্মত। কোন বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে। কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে এবং জামা'আত থেকে বিরত হলে। (বুখারী ৬৮৭৮; মুসলিম ১৬৭৬; আবু দাউদ ৪৩৫২; তিরমিযী ১৪০২; ইবনে মাজাহ্ ২৫৮২)

কেউ কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করলে গুনাহর কিয়দংশ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তান কাবিলের উপর বর্তাবে। কারণ, সে সর্বপ্রথম মানব সমাজে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

অর্থাৎ, কোন মানুষ অত্যাচারবশত; হত্যা হলে তার রক্তের কিয়দংশ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে। কারণ, সে সর্বপ্রথম মানব সমাজে হত্যা কাণ্ড চালু করে। (বুখারী ৩৩৩৫, ৭৩২১; মুসলিম ১৬৭৭)

www.pathagar.com

৩

যাদু করা

যাদু শিক্ষা দেয়া বা শিক্ষা নেয়া শুধু কবীরা গুনাহই নয়। বরং তা শিরক এবং কুফুরও বটে। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ করেন–

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ-

অর্থাৎ, সুলাইমান (আ) কুফরি করেননি, কিন্তু শয়তানরাই কুফরি করেছিল, তারা মানুষদেরকে যাদু শিক্ষা দিত বাবেল শহরে। বিশেষ করে হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে। (জিব্রাঈল ও মীকাঈল) ফেরেশ্তাদ্বয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি (যা ইহুদিরা ধারণা করত) তবে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিত না যতক্ষণ না তারা বলত, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ মাত্র, সুতরাং তোমরা (যাদু শিখে) কুফরী করিও না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১০২)

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা। এ সম্পর্কে সাহাবাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.

অর্থাৎ যাদুকরের শাস্তি হলো তলোয়ারের আঘাত তথা শিরচ্ছেদ।

(তিরমিযী ১৪৬০)

জুনদুব (রা) শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েও দেখিয়েছেন।

আবু উসমান নাহদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَانَ عِنْدَ الْوَلِيْدِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ اِنْسَانًا وَاَبَانَ رَأْسَهُ، فَعَجِبْنَا فَاَعَادَ رَأْسَهُ فَجَاءَ جُنْدُبٌ الْاَزْدِيْ فَقَتَلَهُ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, ইরাকে ওয়ালীদ্ ইবনে উক্ববার সামনে কোন এক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিল। সে কোন এক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এতে আমি খুব আশ্চর্য হলে লোকটি কর্তিত মাথাটি যথাস্থানে স্থাপন করে দেয়। ইতোমধ্যে জুনদুব (রা) এসে তাকে হত্যা করেন।

(বুখারী/আত্তা'রীখুল্ কাবীর : ২/২২২ বায়হাকী : ৮/১৩৬)

তেমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)ও নিজ ক্রীতদাসীকে জাদুকরী হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে হত্যা করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

سَحَرَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ (رضـ) جَارِيَةٌ لَهَا، فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ (رضـ) فَغَضِبَ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) فَقَالَ : جَارِيَتُهَا سَحَرَتْهَا، أَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ. قَالَ : فَكَفَّ عُثْمَانُ (رضـ) قَالَ الرَّاوِيْ : وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لِقَتْلِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ.

অর্থাৎ, 'হাফসা বিনতে উমর (রা)-কে তাঁর এক ক্রীতদাসী যাদু করে। এমনকি সে ব্যাপারটির স্বীকারোক্তিও করে এবং যাদুর বস্তুটি তুলে ফেলে দেয়। এ কারণে 'হাফসা (রা) ক্রীতদাসটিকে হত্যা করে ফেলেন। সংবাদটি উসমান (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি খুব রাগান্বিত হন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ প্রসঙ্গে চুপ হয়ে যান তথা তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন : উসমান (রা)-এর অনুমতি না নিয়ে ক্রীতদাসটিকে হত্যা করার কারণেই তিনি এতে রাগান্বিত হন।

(আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১৮৭৪৭ বায়হাকী : ৮/১৩৬)

এমনিভাবে উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেন।

বাজালা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضـ) أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ الرَّاوِيْ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, উমর (রা) নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে পত্র প্রেরণ করেন যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা কর। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর আমরা তিনজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করে ফেলি।

(আবু দাউদ ৩০৪০ বায়হাকী; ৮/১৩৬ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২)

উমর (রা)-এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখাননি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণিত হলো।

৪

ফরয সালাত আদায় না করা

ফরয সালাত আদায় না করাও একটি মারাত্মক অপরাধ। যা শিরক তথা কুফরও বটে এবং যার পরিণতিই হচ্ছে জাহান্নাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا .

অর্থাৎ, নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির পূজারী হলো। অতএব তারা 'গাই' নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবশে করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৯-৬০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

অর্থাৎ, সুতরাং ওয়াইল্ নামক জাহান্নাম সেই মুসল্লীদের জন্য যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে গাফিল। যারা লোক দেখানোর জন্যই তা আদায় করে থাকে এবং যারা গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাট বস্তু অন্যকে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

(সূরা মা'উন : আয়াত-৪-৭)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ، اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ، فِىْ جَنَّاتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে সে দিন আবদ্ধ থাকবে। তবে তারা নয় যারা নিজ আমলনামা ডান হাতে পেয়েছে। তারা জান্নাতেই অবস্থান করবে। তারা অপরাধীদের ব্যাপারে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এমনকি তারা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে : কেন তোমরা সাক্বার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ হলে তারা বলবে : আমরা তো মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং আমরা মিসকিনদেরকেও আহার্য দান করতাম না। এবং আমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। আর এমনিভাবেই হঠাৎ আমাদের মৃত্যু এসে গেল।

(সূরা মুদ্দাস্সির : আয়াত-৩৮-৪৭)

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا افَقَدْ كَفَرَ.

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু সালাত আদায় না করা। যে সালাত ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।

(মুসলিম ৮২; তিরমিযী ২৬১৯; ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৭)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

اَلْعَهْدُ الَّذِيْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

অর্থাৎ, আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ব্যবধানও শুধু সালাতেই। যে সালাত ত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল। (তিরমিযী ২৬২১; ইবনে মাজাহ, হাদীস ১০৮৮ মুস্তাদ্রাক, হাদীস ১১, আহমদ, হাদীস ২২৯৮৭ বায়হাকী হাদীস ৬২৯১ ইবনে বিহ্বান/ইহ্সান, হাদীস ১৪৫৪ ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস ৩০৩৯৬ দারাকুত্বনী ২/৫২)

www.pathagar.com

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আসরের সালাত পরিত্যাগ করল তার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে গেল। (বুখারী ৫৫৩, ৫৯৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে গেল তার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। (বুখারী ৫৫২; মুসলিম ৬২৬)

মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে দশটি নসীহত করলেন, তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে–

وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, তুমি ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত ত্যাগ কর না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত ত্যাগ করল তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার কোন জিম্মাদারি থাকল না। (আহমদ ৫/২৩৮)

সালাত পড়া মুসলিমদের একটি বাহ্যিক নিদর্শন। অতএব যে সালাত পড়ে না সে মুসলিম নয়।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা কিছু মালামাল বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কোন এক ব্যক্তি উচুঁ গাল, ঠেলা কপাল এবং গর্তে ঢোকা চোখ ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত মাথা নেড়া জঙ্ঘার উপর কাপড় পরা বিশিষ্ট ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলল–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ، قَالَ : وَيْلَكَ، اَوَلَسْتُ اَحَقَّ اَهْلِ الْاَرْضِ اَنْ يَتَّقِيَ اللّٰهَ؟ قَالَ : ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا اَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ : لَا لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّيْ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। তখন রাসূল (রা) বললেন : তুমি ধ্বংস হয়ে যাও! আমি কি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি নই; যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। বর্ণনাকারী বলেন : যখন লোকটি রওয়ানা করল তখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার গর্দান কেটে ফেলব না? রাসূল করীম ﷺ বললেন : না, হয়তো বা সে সালাত পড়ে। (বুখারী ৪৩৫১)

উমর (রা) বলেন–

لَاحَظَّ فِى الْاِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

অর্থাৎ, সালাত ত্যাগকারীর জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই।

(বায়হাকী, হাদীস ১৫৫৯, ৬২৯১)

আলী (রা) বলেন–

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ

অর্থাৎ, যে সালাত পড়ে না সে কাফির। (বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِيْنَ لَهُ

অর্থাৎ, যে সালাত আদায় করে না সে মুসলমান নয়। (বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১)

আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্কীক তাবেয়ী (রা) বলেন–

كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ.

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন না। (তিরমিযী ২৬২২)

www.pathagar.com

৫

ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা

কারোর উপর যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔

অর্থাৎ, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে কিছু সম্পদ দিয়েছেন : অথচ তারা এর কিয়দংশও আল্লাহ্ তা'আলার পথে সদকা করতে কার্পণ্য করে তারা যেন এ কথা মনে না করে যে, তাদের এ কৃপণতা তাদের কোন কল্যাণে আসবে। বরং এ কৃপণতা তাদের জন্য সমূহ অকল্যাণ বয়ে আনবে। তারা যে সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করতে কৃপণতা করেছে তা শেষ বিচারের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আসমান ও জমীনের স্বত্বাধিকারী এবং তোমরা যা করছ তা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে অবহিত।

(সূরা আলে-ইমরান আয়াত-১৮০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ۔

অর্থাৎ, আর যারা স্বর্ণ-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে একটুও ব্যয় করে না তথা যাকাত দেয় না, আপনি (রাসূল ﷺ) তাদেরকে মর্মান্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। যে দিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত

www.pathagar.com

করা হবে এবং তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠাদেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে: এ হচ্ছে ঐ সম্পদ যা তোমরা নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। অতএব তোমরা এখন নিজ পুঞ্জীভূত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

(সূরা তাওবা : আয়াত ৩৪-৩৫)

যাকাত আদায় না করা মুশরিকদের একটি বিশেষ চরিত্রও বটে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ، وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ -

অর্থাৎ, ওয়াইল নামক জাহান্নাম এমন মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত আদায় করে না এবং যারা পরকালের অবিশ্বাসী। (সূরা হা-মীম আস্‌সাজদাহ্/ফুসসিলাত : ৬-৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا، اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَاُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ اُعِيْدَتْ لَهُ، فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ، حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرٰى سَبِيْلَهُ، اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ .

অর্থাৎ, কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে তাহলে শেষ বিচারের দিন তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে এবং তা জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে উত্তপ্ত করে তার পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তা পুনরায় গরম করে দাগ দেয়া হবে। এমন এক দিনে যে দিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যখন সকল মানুষের ফয়সালা শেষ হবে তখন সে জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম ৯৮৭)

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ
بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ،
ثُمَّ تَلَا آيَةَ آلِ عِمْرَانَ.

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ অগাধ দিয়েছেন। অথচ সে এর যাকাত আদায় করেনি তখন তার সমূহ ধন-সম্পদকে শেষ বিচারের দিন মাথায় চুল বিহীন একটি সাপেররূপে রূপান্তরিত করা হবে। যার উভয় চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। যা তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে; আমি তোমার সেই সম্পদ। আমি তোমার সেই ধনভাণ্ডার। অতঃপর নবী করীম ﷺ সূরা আলে-ইমরানের আয়াতটি পাঠ করেন। (বুখারী ১৪০৩)

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ
عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا
حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ
قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا
يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ،
وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا،
لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا
يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ،

www.pathagar.com

يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيْهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِيْ خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِيْ فِيْهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ .

অর্থাৎ, কোন উটের মালিক উটের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা শেষ বিচারের দিন আরো বেশি হয়ে তার কাছে হাজির হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনবে। উটগুলো তাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। কোন গরুর মালিক গরুর অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা রোজ কিয়ামতের দিন আরো বৃদ্ধি পেয়ে তার কাছে আসবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। গরুগুলো তাকে শিং দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। কোন ছাগলের মালিক ছাগলের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন আরো বেশি হয়ে তার কাছে হাজির হবে এবং সে এক প্রশস্ত ভূমিতে তাদের অপেক্ষায় থাকবে। ছাগলগুলো তাকে শিং দিয়ে গুঁতো মারবে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। সেগুলোর মধ্যে কোন একটি এমন হবে না যে তার কোন শিং নেই অথবা থাকলেও তার শিং ভাঙ্গা। কোন পুঞ্জীভূত সম্পদের মালিক উক্ত সম্পদের অধিকার তথা যাকাত আদায় না করলে তা কিয়ামতের দিন মাথায় চুলবিহীন একটি সাপের আকৃতি ধারণ করবে। সাপটি মুখ খোলা অবস্থায় তার পিছু ধাওয়া করবে এবং তার কাছে পৌঁছতেই লোকটি তা থেকে পলায়ন করতে শুরু করবে। তখন সাপটি তাকে ডেকে বলবে : নাও তোমার সম্পদ যা তুমি কুক্ষিগত করে রেখেছিলে। তাতে আমার কোন দরকার নেই। লোকটি যখন দেখবে আর কোন গত্যন্তর নেই তখন সে তার হাতখানা সাপের মুখে প্রবেশ করে দিবে। তখন সাপটি তার হাতখানা চিবাতে থাকবে এক মহাশক্তিধরের মতো। (মুসলিম ৯৮৮)

কোন সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করলে প্রশাসন বল প্রয়োগ করে হলেও তার থেকে অবশ্যই যাকাত আদায় করে নিবে। যেমনটি আবু বকর (রা) তাঁর যুগে যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের সাথে করেছিলেন। এমনকি প্রয়োজনে শাস্তিস্বরূপ তাদের থেকে যাকাতের চেয়েও অধিক সম্পদ নিতে পারে ; আর তা একমাত্র প্রশাসকের বিবেচনার উপরই নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

আবু বকর (রা) ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব তাদের সঙ্গে যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারা সালাত পড়ে ঠিকই তবে যাকাত দিতে অস্বীকার করে। অথচ যাকাত হচ্ছে সম্পদের অধিকার। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা আমাকে ছাগলের একটি ছোট বাচ্চা (অন্য বর্ণনায় রশি) দিতেও অস্বীকার করে যা তারা দিয়েছিল আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-কে তা হলেও আমি তাদের সাথে তা না দেয়ার দরুণ যুদ্ধ করব। (বুখারী, হাদীস নং ৬৯২৪, ৬৯২৫)

মু'আবিয়া ইবনে হাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ উটের যাকাত সম্পর্কে বলেন–

وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যাকাতের উটটি দিতে অস্বীকার করবে আমি তো তা আদায় করবই বরং তার সম্পদের অর্ধেকও নিয়ে নিবে, আমার মহান প্রভুর অধিকার হিসেবে। (আবু দাউদ ১৫৭৫)

www.pathagar.com

৬

কোন ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখা

শরীয়তসম্মত কোন অসুবিধে না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা না রাখা একটি মারাত্মক অপরাধ।

আবূ উমামাহ্ বা'হিলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ–কে বলতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেছেন–

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِيْ فَأَتَيَابِيْ جَبَلًا وَعِرًا، فَقَالَا: اِصْعَدْ، فَقُلْتُ اِنِّيْ لَا أُطِيْقُهُ، فَقَالَا : سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعَدْتُ، حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِيْ سَوَادِ الْجَبَلِ اِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا : هٰذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِيْ فَاِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قُلْتُ : مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ.

অর্থাৎ, আমি একদা নিদ্রায় রত ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে এক দূরতিক্রম্য পাহাড়ে নিয়ে গেল। তারা আমাকে বলল : পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম আমি উঠতে পারব না। তারা বলল : আমরা পাহাড়টিকে আপনার আরোহণযোগ্য করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি পাহাড়টিতে উঠলাম। যখন আমি পাহাড়টির চূড়ায় উঠলাম; তখন খুব চিৎকার শুনতে পেলাম। তখন আমি তাদেরকে বললাম : এটা কিসের চিৎকার? তারা বলল : এ চিৎকার জাহান্নামী লোকদের। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে সামনে এগুলে আমি দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোককে পায়ের গোড়ালির মোটা রগে রশি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হলো। তাদের মুখ চিরে দেয়া হয়েছে। তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি বললাম এরা কারা? তারা বলল : এরা হলো ঐসব লোক যারা ইফতারের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে। (নাসায়ী/কুবরা, হাদীস ৩২৮৬)

www.pathagar.com

৭

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা একটি গুরুতর অপরাধ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই উক্ত ঘরের হজ্জ করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক যারা এ ঘরে পৌঁছতে সক্ষম। যে ব্যক্তি (হজ্জ না করে) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরি করল তার জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالًا اِلٰى هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ لِيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ, আমার ইচ্ছে যে আমি কতিপয় ব্যক্তিকে শহরগুলোতে প্রেরণ করব। অতঃপর তারা যাদের সম্পদ রয়েছে অথচ হজ্জ করেনি তাদের উপর কর বসিয়ে দিব। (যারা হজ্জ করে না) তারা মুসলিম নয়। তারা মুসলিম নয়।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَتَرَكَهُ فَلاَ عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জ করতে সক্ষম অথচ হজ্জ করেনি। সে ইহুদী হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে তাতে কিছু আসে যায় না।

www.pathagar.com

৮

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ।

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْكَبَائِرُ : اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوْسُ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ.

অর্থাৎ, কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদারী সাব্যস্ত করা, ইচ্ছাকৃত কারণে মিথ্যে কসম খাওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা। (বুখারী, ৬৮৭০)

মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاِضَاعَةَ الْمَالِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন মায়ের অবাধ্যতা, জীবিত কন্যা সন্তানকে সমাহিত করা, কারোর প্রাপ্য না দেয়া ও নিজের পাওনা নয় এমন বস্তু কারোর নিকট প্রার্থনা করা। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন যে কোন শোনা কথা বলা, বেশি বেশি চাওয়া ও সম্পদ বিনষ্ট করা। (বুখারী ২৪০৮, ৫৯৭৫)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না : যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়, মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি।

(জা'মিউস্ সাগীর : ৬/২২৮)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন–

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্যকারী। (জা'মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

তিনি আরো বলেন–

لَا يَدْخُلُ حَائِطَ الْقُدْسِ سِكِّيْرٌ وَّلَا عَاقٌّ وَّلَا مَنَّانٌ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে পারবে না; মদপানে অভ্যস্ত, মাতা-পিতার অবাধ্যকারী এবং যে ব্যক্তি কাউকে অনুগ্রহ করে পুনরায় খোঁটা দেয়। (সিলসিলাতুল আহা'দীসিস্ সহীহাহ্ : ২/২৮৯)

৯

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং তাদেরকে অভিসম্পাতও দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ، اُولٰٓـئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ.

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকেই অভিশপ্ত, বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করে থাকেন। (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২২-২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ، وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ، اُولٰٓـئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর লা'নত ও অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান। (সূরা রা'দ : আয়াত-২৫)

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না

জুবায়ের ইবনে মুত্ব'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

অর্থাৎ, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী ৫৯৮৪; মুসলিম ২৫৫৬; তিরমিযী ১৯০৯ ; আবূ দাউদ ১৬৯৬ আব্দুর, রায্যাক হাদীস ২০২৩৮; বায়হাক্বী ১২৯৯৭)

আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না : মদপানে অভ্যস্ত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ও যাদুতে বিশ্বাসী।

(আহমদ ১৯৫৮৭ ; হাকিম ৭২৩৪ ; ইবনে হিব্বান ৫৩৪৬)

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর নেক আমল আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَعْمَالَ بَنِيْ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيْسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ.

অর্থাৎ, আদম সন্তানের আমলসমূহ প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে (আল্লাহ তা'আলার কাছে) পেশ করা হয়। তখন আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীর আমল গ্রহণ করা হয় না। (আহমদ ১৯২৭৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর শাস্তি পৃথিবীতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু পরকালের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত রয়েছেই।

www.pathagar.com

আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ .

অর্থাৎ, দু'টি গুনাহ ছাড়া এমন কোন গুনাহ নেই যে গুনাহ্গারের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতেই দিবেন এবং তা দেয়াই উচিত; উপরন্ত তার জন্য পরকালের শাস্তি তো রয়েছে। গুনাহ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী। (আবূ দাউদ ৪৯০২; তিরমিযী ২৫১১; ইব্নে মাজাহ ৪২৮৬ ইব্নে হিব্বান ৪৫৫, ৪৫৬ বাযযার, হাদীস ৩৬৯৩, আহমদ ২০৩৯০, ২০৩৯৬, ২০৪১৪)

কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتّٰى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ : هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ، قَالَ : نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ : فَهُوَ لَكِ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুল সৃষ্টির শেষে আত্মীয়তার বন্ধন (দাঁড়িয়ে) বলল: এটিই হচ্ছে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। আল্লাহ তা'আলা বললেন : হ্যাঁ ঠিকই। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, আমি ওর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করব যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং আমি ওর সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করব যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে। তখন সে বলল : আমি এ কথায় অবশ্যই সন্তুষ্ট আছি যে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : তা হলে তোমার জন্য তাই হোক। (বুখারী ৪৮৩০,৫৯৮৭; মুসলিম ২৫৫৪)

কেউ কেউ মনে করেন, আত্মীয়-স্বজনেরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা বৈধ। মূলত ব্যাপারটি তেমনটি নয়; বরং

www.pathagar.com

আত্মীয়েরা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরও আপনি যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার দেখান তখনই আপনি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ـ

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবে না যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলেই সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। বরং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যে কেউ তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলেও সে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

(বুখারী ৫৯৯১; আবূ দাউদ ১৬৯৭ ;তিরমিযী ১৯০৮; বায়হাক্বী ১২৯৯৮)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা কোন এক ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-কে উদ্দেশ্যে করে বলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করি অথচ তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দেই অথচ তারা আমার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করে। সুতরাং তাদের সাথে এখন আমার করণীয় কি? তখন রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ, তুমি যদি সত্যি কথাই বলে থাক তা হলে তুমি যেন তাদেরকে উত্তপ্ত ছাই ভক্ষণ করাচ্ছ। আর তুমি যতদিন পর্যন্ত তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের উপর তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত থাকবে। (মুসলিম ২৫৫৮)

www.pathagar.com

উম্মে কুলসুম বিনতে উক্ববা, হাকীম ইবনে হিযাম ও আবূ আইয়ুব (র) থেকে বর্নিত তাঁরা বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ .

অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট সদকা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে আপনার শত্রুতার উপর সদকা করা। (ইব্নে খুযাইমাহ্ হাদীস ২৩৮৬; বায়হাক্বী ১৩০০২ ; দা'রামী ১৬৭৯ ; ত্বাবারানী/ কাবীর ৩১২৬, ৩১২৬, ৩৯২৩, ৪০৫১ আওসাত্ব, হাদীস ৩২৭৯ ; আহ্মদ ১৫৩৫৫, ২৩৫৭৭)

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। উক্ববাহ ইবনে আমির ও আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেন–

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ .

অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ তার সাথে যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাকে দাও যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে এবং জালিমের পাশ কেটে যাও তথা তাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, ১৭৩৭২, ১৭৪৮৮ হাকিম, হাদীস ৭২৮৫; বায়হাক্বী ২০৮৮০; ত্বাবারানী/ কাবীর ৭৩৯, ৭৪০ আওসাতু, হাদীস ৫৫৬৭)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে রিযিক ও বয়সে বরকত আসে। আনাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ اَحَبَّ اَنَّ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَاَلَهٗ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক ও বয়স বৃদ্ধি পাক সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। (বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৫, ৫৯৮৬;মুসলিম ২৫৫৭)

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

تَعَلَّمُوْا مِنْ اَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ؛ فَاِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِى الْاَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ، مَنْسَاَةٌ فِى الْاَثَرِ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, তোমরা নিজ নিজ বংশ সম্পর্কে ততটুকুই জ্ঞাত হবে যাতে তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে সক্ষম হও। কারণ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসা পাওয়া যায় এবং ধন-সম্পদ ও বয়স বৃদ্ধি পায়। (তিরমিযী ১৯৭৯)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানের একটি বাহ্যিক পরিচয়। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে। (বুখারী ৬১৩৮)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে জান্নাত অতি নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম অতি দূরবর্তী হয়ে যায়।

আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْنِيْنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ، قَالَ : تَعْبُدُ اللّٰهَ، لَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنْ تَمَسَّكَ بِمَ اُمِرَ بِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

অর্থাৎ, কোন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : (হে আল্লাহর নবী!) আপনি আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবী করীম ﷺ বললেন : একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে; তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্থ করবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে ও নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে। লোকটি রওয়ানা করলে রাসূলে করীম ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : সে যদি আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরে রাখে তা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮২, ৫৯৮৩; মুসলিম ১৩)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে গুনাহ মার্জনা হয়। যদিও তা বড় হোক না কেন।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا، فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَبِرَّهَا.

অর্থাৎ, কোন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বড় গুনাহ্ করে ফেলছি। অতএব আমার জন্য কি তাওবার পথ আছে? রাসূলে করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কি মা আছে? সে বলল : নেই। রাসূলে করীম ﷺ তাকে আবারো জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি খালা আছে? সে বলল : জি হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন : সুতরাং তোমার উচিত হলো তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

(তিরমিযী ১৯০৪)

আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাদকা করলে দু'টি সাওয়াব লাভ করা যায় : একটি সাদকার সাওয়াব এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব।

একদা রাসূলে করীম ﷺ মহিলাদেরকে সাদকা করার উপদেশ দিলে নিজ স্বামীদেরকেও সাদকা করা যাবে কি না সে ব্যাপারে দু'জন মহিলা সাহাবী বিলাল (রা)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

لَهُمَا اَجْرَانِ : اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ.

অর্থাৎ, (স্বামীদেরকে দিলেও চলবে) বরং তাতে দু'টি সাওয়াব রয়েছে; একটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব এবং আরেকটি সাদকার সাওয়াব।

(বুখারী ১৪৬৬; মুসলিম ১০০০)

একদা মাইমূনা (রা)-কে না জানিয়ে একটি দাসী স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ -কে সে সম্পর্কে জানালে তিনি বলেন–

اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ.

অর্থাৎ, জেনে রাখ, তুমি যদি দাসীটিকে তোমার মামাদেরকে দিয়ে দিতে তা হলে তুমি আরো বেশি সাওয়াব অর্জন করতে।

(বুখারী ২৫৯২, ২৫৯৪; মুসলিম ৯৯৯; আবূ দাউদ ১৬৯০)

www.pathagar.com

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিশেষ গুরুত্বের কারণেই রাসূল ﷺ নিজ সাহাবাদেরকে মিসরে অবস্থানরত তাঁরই আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালো ব্যবহারের ওয়াসিয়ত করেন।

আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ : ذِمَّةً وَصِهْرًا.

অর্থাৎ, তোমরা অতি শীঘ্রই মিশর বিজয় করবে। যেখানে ক্বীরাতের (দিরহাম ও দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন আছে। যখন তোমরা তা বিজয় লাভ করবে তখন সে এলাকার অধিবাসীদের প্রতি রহম করবে। কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (ইসমা'ঈল এর মা হাজেরা সেখানকার) অথবা হয়তো বা রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : কারণ, তাদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি ও আমার শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। (রাসূলের স্ত্রী মা'রিয়া সেখানকার)। (মুসলিম ২৫৪৩)

অন্ততঃপক্ষে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে হলেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ.

অর্থাৎ, অন্ততঃপক্ষে হলেও সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে চেষ্টা করো। (বায্যার, হাদীস ১৮৭৭)

www.pathagar.com

১০

ব্যভিচার করা

ব্যভিচার একটি গুরুতর অপরাধ। হত্যার পরই যার স্থান। কারণ, তাতে বংশ পরিচয় সঠিক থাকে না। লজ্জাস্থানের হিফাযত হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। মানুষে মানুষে কঠিন শত্রুতার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। একে অন্যের মা, বোন, স্ত্রী কন্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। এ কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল ﷺ হত্যার পরই এর উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَزْنُوْنَ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا، يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا، اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থাৎ, (তারাই মুমিন) আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়তসম্মত) কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে হীন অবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৮-৭০)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَنْ تَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ : ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ : اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ : ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কোন এক ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপটি আল্লাহ তা'আলার কাছে মহাপাপ বলে বিবেচিত? রাসূলে করীম ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বলল : অতঃপর কি? তিনি বললেন : নিজ সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সাথে খাবে বলে। সে বলল : অতঃপর কি? তিনি বললেন : নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (বুখারী ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ৮৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের কঠিন নিন্দা করেন। তিনি বলেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا .

অর্থাৎ, তোমরা যেনা তথা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। কারণ, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা ইস্‌রা/বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২)

কাজেই এ ব্যভিচার মুহরিমা (যে মহিলাকে বিবাহ্ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম) এর সাথে হলে তা আরো জঘন্য পাপ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ্ করা সম্পর্কে বলেন–

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلًا .

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করো না। তবে যা বিগত দিনে হয়ে গেছে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অরুচিকর ও নিকৃষ্টতম পথ। (সূরা নিসা : আয়াত-২২)

বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমার চাচার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তার হাতে ছিল একখানা ঝাণ্ডা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন–

بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاَةَ اَبِيْهِ ، فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَاٰخُذَ مَالَهُ .

অর্থাৎ,–আমাকে রাসূলে করীম ﷺ এমন এক ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করেছেন যে নিজ পিতার স্ত্রী তথা তার সৎ মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রাসূলে

www.pathagar.com

করীম ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান কর্তন করতে এবং তার সম্পদ হরণ করতে। (আবূ দাউদ ৪৪৫৭; ইবনু মাজাহ ২৬৫)

মুহরিমাকে বিবাহ করা যদি এতো বড় অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে তাদের সাথে ব্যভিচার করা যে কতো বড় অপরাধ হবে তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা লজ্জাস্থান হিফাযতকারীকে সফলকাম বলেছেন। এর বিপরীতে অবৈধ যৌন সংযোগকারীকে ব্যর্থ, নিন্দিত ও সীমালংঘকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِيْنَ
هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ.

অর্থাৎ, মু'মিনরা অবশ্যই সফলকাম। যারা সালাতে অত্যন্ত মনোযোগী। যারা অযথা ক্রিয়া-কলাপ থেকে নিবৃত। যারা যাকাত দানে অত্যন্ত সক্রিয়। যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদানকারী অবশ্যই সীমালংঘনকারী। (মু'মিনূন : আয়াত-১-৭)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ব্যাপকভাবে মানব জাতির নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। তবে যারা নিন্দিত নয় তাদের মধ্যে যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী অন্যতম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ
هُمُ الْعَادُوْنَ.

অর্থাৎ, আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদান করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ব্যতীত অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।
(সূরা মা'আরিজ : আয়াত-২৯-৩১)

www.pathagar.com

রাসূলে করীম ﷺ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ احْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، لَا تَزْنُوْا أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ـ

অর্থাৎ, হে কুরাইশ যুবকরা! তোমরা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযত কর। কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযত করতে সক্ষম হয়েছে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।

(সা'হীহুত, তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৪১০)

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহ্বা এবং উভয় পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তাঁর জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। (বুখারী ৬৪৭৪)

আল্লাহ্ তা'আলা শুধু যৌনকর্মকেই হারাম করেননি; বরং তিনি এরই পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, (হে মুহাম্মদ!) আপনি ঘোষণা করে দিন : নিশ্চয়ই আমার প্রভু হারাম ঘোষণা করেছেন প্রকাশ্য– অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা; যে ব্যাপারে

www.pathagar.com

তিনি কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা । (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

আল্লাহ্ তা'আলা যখন ব্যভিচারকর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে স্বভাবত: ব্যভিচারকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফাযতের পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ، وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ، ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ.

অর্থাৎ, (হে মুহাম্মদ!) আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন : যেন তাঁরা নিজ নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম পন্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবহিত। তেমনিভাবে আপনি মু'মিন মহিলাদেরকেও বলে দিন : যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।

(সূরা নূর : আয়াত-৩০-৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

অর্থাৎ, তিনিই চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের লুকায়িত বস্তু সম্পর্কে অবহিত।

(সূরা গাফির/মু'মিন : ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে অন্য কারোর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে চক্ষুর অপব্যবহার না হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

www.pathagar.com

تَذَكَّرُوْنَ، فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম প্রদান না করে প্রবেশ করো না। এটাই তো তোমাদের জন্য অনেক উত্তম। আশা করা যায় তোমরা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাউকে না পাও তা হলে তোমরা তাতে একেবারেই প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় : ফিরে যাও, তা হলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তো তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

(সূরা নূর : আয়াত-২৭-২৮)

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মহিলাদেরকে অপর পুরুষ থেকে পর্দা করতে আদেশ করেছেন। যাতে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি তার অপূর্ব সৌন্দর্যের উগ্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ، وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ، اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ، وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ, নারীরা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এঁটে থাকা অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোন অসুবিধে নেই। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ (চেহারাসহ) যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, আপন নারীগণ, মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা রহিত অধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে গোপন আচরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ না করে। বরং হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তখনই তোমরা কামিয়াব হতে পারবে।

(সূরা নূর : আয়াত-৩১)

চারটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

কোন ব্যক্তি চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরীয়ত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সত্যিকারার্থে সে অনেকগুলো গুনাহ্ বিশেষভাবে ব্যভিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। তেমনিভাবে তার ধার্মিকতাও অনেকাংশে রক্ষা পাবে। আর তা হচ্ছে :

১. চোখ ও দৃষ্টিশক্তি। তা রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ :

অর্থাৎ, তোমাদের চোখ নিম্নগামী কর এবং লজ্জাস্থান হিফাযত কর।

(আহ্মদ : ৫/৩২৩ ; হা'কিম : ৪/৩৫৮, ৩৫৯ ; ইবনু হিব্বান ২৭১ বায়হাক্বী : ৬/২৮৮)

হঠাৎ কোন হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেল তা তড়িঘড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না।

রাসূল করীম ﷺ আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُوْلَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الأٰخِرَةُ -

অর্থাৎ, হে আলী! বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোন অপরাধ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই অপরাধের।

(আবু দাউদ ২১৪৯ , তিরমিযী ২৭৭৭; আহমদ : ৫/৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭)

www.pathagar.com

রাসূলে করীম ﷺ হারাম দৃষ্টিকে চোখের যেনা বলে অভিহিত করেছেন। যেমনিভাবে কোন ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যভিচার। যাকে বাস্তবার্থেই ব্যভিচার বলা হয়।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالْفَمُ يَزْنِيْ فَزِنَاهُ الْقُبَلُ ، وَالْاُذُنُ زِنَاهَا الْاِسْتِمَاعُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ .

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যেনার কিছু অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যেনা হচ্ছে অবৈধভাবে কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ, মুখের যেনা হচ্ছে অশ্লীল কথোপকথন, হাতও ব্যভিচার করে; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত দিয়ে ধরা, পাও ব্যভিচার করে; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে কোন ব্যভিচার সংগঠনের জন্য রওয়ানা করা, মুখও ব্যভিচার করে; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে চুমু দেয়া, কানের ব্যভিচার হচ্ছে অশ্লীল কথা শ্রবণ; মনও ব্যভিচারের কামনা-বাসনা করে। আর তখনই লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে অথবা করে না।

(আবু দাউদ ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪)

দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ, কোন কিছু দেখার পরই তো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা-ভাবনা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার প্রবল কামনা-বাসনা জন্ম লাভ করে। কামনা-বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুব ইচ্ছে জাগে। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোন কর্ম সংঘটিত হয়। যদি পথিমধ্যে কোন ধরনের বাধা বিপত্তি না থাকে।

দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, উর্ধ্বশ্বাস ও অন্তরজ্বালা। কারণ, মানুষ যা চায় তার সবটুকু সে কখনোই পরিপূর্ণ পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের মতো। অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছায়। একেবারে শান্তভাবে নয়।

www.pathagar.com

আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর এ ক্ষতের উপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ। যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভবপর নয়।

২. মন ও মনোভাব : এ পর্যায়ে খুবই কঠিন কারণ, মানুষের মনই হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র উৎস। অতএব যে ব্যক্তি নিজ নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম সে নিজ কুপ্রবৃত্তির উপর বিজয় অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। নিশ্চিতভাবে সে কুপ্রবৃত্তির শিকার হবে। পরিশেষে তার ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য।

পরিশেষে মানুষের মনোভাবই দুরাশার জন্ম দেয়। মনের দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে- যে দুরাশায় সন্তুষ্ট লাভ করে। কারণ, দুরাশাই হচ্ছে সকল ধরনের আলস্য ও বেকারত্বের হাতিয়ার। এটিই পরিশেষে লজ্জা ও আফসোসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুরাশাগ্রস্ত ব্যক্তি আলস্যের কারণে যখন বাস্তবতায় পৌঁছতে অক্ষম তখনই তাকে শুধু আশার উপরই নির্ভর করতে হয়। মূলত: বাস্তববাদী হওয়াই একমাত্র সাহসীর পরিচয়।

মানুষের ভালো মনোভাব আবার চার প্রকার যথা-

১. ইহকালের লাভার্জনের মনোভাব।

২. ইহকালের ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

৩. আখিরাতের লাভার্জনের মনোভাব।

৪. আখিরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

নিজ মনোভাবকে উক্ত চারের মধ্যে সীমিত রাখাই যে কোন মানুষের একান্ত কর্তব্য। এগুলোর যে কোনটিই মনে জাগ্রত হলে তা অতিদ্রুত কাজে লাগানো উচিত। আর যখন এগুলোর সবগুলো মনের মাঝে একত্রে জাগ্রত হয় তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যা এখনই না করলে পরে করা আর সম্ভবপর হবে না।

কখনো এমন হয় যে, অন্তরে একটি প্রয়োজনীয় কাজের মনোভাব জাগ্রত হলো যা পরে করলেও চলে; অথচ এরই পাশাপাশি আরেকটি এমন কাজের মনোভাবও অন্তরে জন্ম লাভ করে যা এখনই করতে হবে না। তবে কাজটি এতো প্রয়োজনীয় নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ অপরটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন যা শরীয়তের মৌলিক নীতি পরিপন্থী।

www.pathagar.com

তবে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা ও মনোভাব সেটিই যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অথবা পরকালের জন্যই হবে। এ ছাড়া যত চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা অথবা ভ্রান্ত আশা।

যে চিন্তা-ফিকির একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তা আবার কয়েক প্রকার

১. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাতে অর্ন্তনিহিত আল্লাহ্ তা'আলার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করা।

২. পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি, কৌশল ও প্রজ্ঞা, দান ও অনুগ্রহ বুঝতে চেষ্টা করবে। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে মানুষকে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহ্ প্রদান করেছেন।

৩. মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে অপর অনুগ্রহরাজী রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তাঁর দয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

   উক্ত ভাবনাসমূহ মানুষের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত পরিচয়, ভয়, আশা ও ভালোবাসার জন্ম দেয়।

৪. নিজ অন্তর ও আমলের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এতদ্ চিন্তা-চেতনা খুবই কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। বরং একে সকল কল্যাণের সোপানই বলা চলে।

৫. সময়ের প্রয়োজন ও নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। সত্যিকার ব্যক্তি তো সেই যে নিজ সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে থাকে।

ইমাম শাফি'য়ী (রা) বলেন : আমি সুফীদের কাছে মাত্র দু'টি ভালো কথাই পেয়েছি। যা হচ্ছে : তারা বলে থাকে, সময় তলোয়ারের মতো। তুমি তাকে ভালো কাজে নিঃশেষ করবে। নতুবা সে তোমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। তারা আরো বলে, তুমি অন্তরকে ভালো কাজে লাগাবে। নতুবা সে তোমাকে খারাপ কাজেই লাগাবে।

মনে কোন চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক তা ভালো অথবা খারাপ যাই হোক না কেন দোষের নয়; বরং দোষ হচ্ছে খারাপ চিন্তা-চেতনাকে মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ লালিত-পালিত করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'টি চেতনা তথা প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার একটি ভালো অপরটি খারাপ। একটি সর্বদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই কামনা করে থাকে। পক্ষান্তরে অন্যটি গায়রুল্লাহ'র

www.pathagar.com

সন্তুষ্টিই কামনা করে থাকে। ভালোটি অন্তরের ডানে অবস্থিত যা ফেরেশতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অপরটি অন্তরের বামে অবস্থিত যা শয়তান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পরস্পরের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত। কখনো এর জয় আবার কখনো ওর জয়। তবে সত্যিকারের বিজয় ধারাবাহিক ধৈর্য, সতর্কতা ও আল্লাহ্ ভীরুতার উপরই নির্ভরশীল।

অন্তরকে কখনো খালি রাখা যাবে না। ভালো চিন্তা-চেতনা দিয়ে অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখতেই হবে। নতুবা খারাপ চিন্তা- চেতনা তাতে স্থান করে নিবে। সূফীবাদীরা অন্তরকে কাশ্‌ফের জন্য খালি রাখে বিধায় শয়তান সুযোগ পেয়ে তাতে ভালোর বেশে খারাপের বীজ বপন করে। কাজেই অন্তরকে সর্বদা ধর্মীয় জ্ঞান ও হিদায়াতের উপকরণ দিয়ে পূর্ণ রাখতেই হবে।

৩. মুখ ও বচন : কখনো অযথা কথা বলা যাবে না। অন্তরে কথা বলার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই চিন্তা করতে হবে, এতে কোন উপকার আছে কি না? যদি তাতে কোন ধরনের উপকার না থাকে তা হলে সে কথা কখনো বলবে না। আর যদি তাতে কোন ধরনের উপকার থেকে থাকে তাহলে দেখবে, এর চেয়ে আরো লাভজনক কোন কথা আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে তাই বলবে। অন্যটা নয়। কারোর মনোভাব সরাসরি বুঝা অসম্ভব। তবে কথার মাধ্যমেই তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে হয়।

ইয়াহ্‌রা ইবনে মু'আয (রা) বলেন : অন্তর হচ্ছে ডেগের মতো। তাতে যা রয়েছে অথবা দেয়া হয়েছে তাই রন্ধন হতে থাকবে। বাড়তি কিছু নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের মতো। যখন কেউ কথা বলে তখন সে তার মনোভাবই ব্যক্ত করে। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোন পাত্রে রাখা খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে পারেন ঠিক তেমনিভাবে কারোর মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই অনুভব করতে পারবেন।

মন আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে আপনার কোন না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগিতা ব্যতীত যে কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং আপনার মন যদি আপনাকে কোন খারাপ কথা বলতে বলে তখন আপনি আপনার জিহ্বার মাধ্যমে তার কোন সহযোগিতা করবেন না। তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ করে নিশ্চয়ই এবং আপনিও গুনাহ কিংবা তার অঘটন থেকে অব্যাহতি পাবেন।

www.pathagar.com

এ জন্যই রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَسْتَقِيْمُ اِيْمَانُ عَبْدٍ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ .

অর্থাৎ, কোন বান্দাহর ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। তেমনিভাবে কোন বান্দাহর অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়।

(আহ্‌মদ ৩/১৯৮)

সাধারণত মন মুখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমেই বেশি অঘটন ঘটায়। তাই রাসূল ﷺ-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো কোন জিনিস সাধারণত: মানুষকে বেশির ভাগ জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে তখন তিনি বলেন–

اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ.

অর্থাৎ, মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী ২০০৪ ; ইবনু মাজাহ্ ৪৩২২; আহ্‌মদ ২/২৯১, ৪৪২; হা'কিম ৪/৩২৪; ইব্‌নে হিব্বান ৪৭৬ বুখারী/ আদাবুল মুফ্‌রাদ, হাদীস ৯২ বায়হাকী/ শু'আবুল ঈমান, হাদীস ৪৫৭০)

একদা রাসূলে করীম ﷺ মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সহায়ক আমল বলে দেয়ার পর আরো কিছু ভালো আমলের কথা ব্যক্ত করেন। এমনকি তিনি সকল ভালো কাজের মূল, কাণ্ড ও চূড়া সম্পর্কে বলার পর বলেন–

اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ : بَلٰى يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى جُوْهِمْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ .

অর্থাৎ, আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলব যার উপর এ সবই নির্ভরশীল? আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আপনি অনুগ্রহ করে তা বলুন। অতঃপর তিনি নিজ জিহ্বা ধরে বললেন : এটাকে তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমাদেরকে কথার জন্যও কি ধৃতও করা হবে? তিনি

www.pathagar.com

বললেন : তোমার কল্যাণ হোক! হে মু'আয! একমাত্র কথার কারণেই বিশেষভাবে সেদিন মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(তিরমিযী ২৬১৬; ইবনু মাজাহ্ ৪০৪৪, আহ্মদ ৫/২৩১২৩৭ আব্দু ইবনে, হুমাইদ? মুনতাখাব,১১২)

অনেক সময় একটিমাত্র কথাই মানুষের ইহকাল ও পরকাল এমনকি তার সকল নেক আমল বিনষ্ট করে দেয়।

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

قَالَ رَجُلٌ : وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ ذَا الَّذِيْ يَتَأَلّٰى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ .

অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি বলল : আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : কে সে? যে আমার উপর কসম খেয়ে বলে যে, আমি ওমুককে ক্ষমা করব না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর শপথকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সকল নেক আমল বিনষ্ট করে দিলাম। (মুসলিম ২৬২১)

আবূ হুরায়রা (রা) উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَاٰخِرَتَهُ.

অর্থাৎ, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! লোকটি এমন কথাই বলেছে যা তার ইহকাল ও পরকাল সবই ধ্বংস করে দিয়েছে। (আবূ দাউদ, হাদীস ৪৯০১)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

অর্থাৎ, বান্দা কখনো কখনো বাচবিচার ছাড়াই এমন কথা বলে থাকে যার দরুণ সে জাহান্নামে এতদূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় যতদূর পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝের ব্যবধান। (বুখারী ৬৪:৭৭; মুসলিম ২৯৮৮)

www.pathagar.com

وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ، مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ .

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হবে; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথাটির দরুণই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন।

(তিরমিযী ২৩১৯ ; ইব্নে মাজাহ্ ৪০৪০ আহ্মদ ৩/৪৬৯; হা'কিম ১/৪৪-৪৬)

উক্ত জটিলতার কারণেই রাসূলে করীম ﷺ নিজ উম্মতকে সদাসর্বদা উত্তম কথা বলা অথবা নীরব থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা নীরবতা অবলম্বন করে।

(বুখারী ৬০১৮, ৬০১৯ মুসলিম, হাদীস ৪৭, ৪৮; ইব্নে মাজাহ্ ৪০৪২)

সাল্ফে সালিহীনগণ আজকের দিনটা ঠাণ্ডা অথবা গরম এ কথা বলতেও অত্যন্ত দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করতেন। এমনকি তাঁদের জনৈককে স্বপ্নে দেখার পর তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : আমাকে এখনো এ কথার জন্য বন্দি করে রাখা হয়েছে যে, আমি একদা বলেছিলাম : আজ বৃষ্টির কতই না প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আমাকে বলা হলো : তুমি এটা কিভাবে বুঝলে যে, আজ বৃষ্টির খুবই দরকার ছিল। বরং আমিই আমার বান্দা'র কল্যাণ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

সুতরাং জানা গেল, জিহ্বার কাজ খুবই সহজ। কিন্তু তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। সকলের জানা উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। তা যতই ছোট থেকে ছোট হোক না কেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

অর্থাৎ, মানুষ যাই বলুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য দু'জন অতন্দ্র প্রহরী (ফেরেশতা) তার সাথেই রয়েছেন। (সূরা ক্বা'ফ : আয়াত-১৮)

www.pathagar.com

মানুষ তার জিহ্বা সংক্রান্ত দু'টি সমস্যায় সর্বদা ভুগতে থাকে। একটি কথার সমস্যা। আর অপরটি নীরব থাকার সমস্যা। কারণ, অকথ্য উক্তিকারী গুনাহ্গার বাচাল শয়তান। আর সত্য কথা বলা থেকে বিরত ব্যক্তি গুনাহ্গার বোবা শয়তান।

৪. পদ ও পদক্ষেপ।

অর্থাৎ, সাওয়াবের কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে পদক্ষেপণ করা যাবে না।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিটি বৈধ কাজ একমাত্র নিয়তের কারণেই সাওয়াবে রূপান্তরিত হয়।

উক্ত দীর্ঘ বিবরণ থেকে আমরা সহজে এ কথাই উপলব্ধি করতে পারলাম যে, কোন ব্যক্তি তার চোখ, মন, মুখ ও পা সর্বদা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখলে তার থেকে কোন পাপ বিশেষ করে ব্যভিচার কাজটি কখনো প্রকাশ পেতে পারে না। কারণ, দেখলেই তো ইচ্ছে হয়। আর ইচ্ছে হলেই তো তা মুখ খুলে বলতে মনে চায়। আর তখনই মানুষ তা অধীর আগ্রহে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

বিচ্যুতি তথা স্খলন যখন দু'ধরনেরই তাই আল্লাহ তা'আলা উভয়টিকে কুরআন মাজীদের মধ্যে একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ، وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا .

অর্থাৎ, দয়াবান আল্লাহর বান্দা তারাই যারা এ দুনিয়াতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। মূর্খরা যখন তাদেরকে (তাচ্ছিল্যভরে) সম্বোধন করে তখন তারা বলে : তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা সবই ধৈর্য ধারণ করে গেলাম; তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনরূপ দ্বন্দ্ব নেই। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৩)

যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা দেখা ও ভাবাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ .

অর্থাৎ, তিনি চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের লুকায়িত বস্তু সম্পর্কেও অবহিত। (সূরা গাফির/মু'মিন : ১৯)

www.pathagar.com

ব্যভিচারের ক্ষতিকর ও তার ভয়াবহতা

১. কোন বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তার স্বামী, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয়। জনসমক্ষে তারা আর মাথা উঁচু করে কথা বলতে সাহস পায় না।

২. কোন বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচারের দরুন যদি তার গর্ভে সন্তান ধারণ করে তা হলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা জীবিত রাখা হবে। যদি তাকে হত্যাই করা হয় তা হলে দুটি গুনাহ একত্রেই করা হলো। আর যদি তাকে জীবিতই রাখা হয় এবং তার স্বামীর সন্তান হিসেবেই তাকে ধরে নেয়া হয় তখন এমন ব্যক্তিকেই পরিবারভূক্ত করা হলো যে মূলত: তার পিতা নয়।

৩. কোন পুরুষ ব্যভিচার করলে তার বংশ পরিচয়ে বৈপরিত্য সৃষ্টি হয় এবং একজন পবিত্র মহিলাকে অধপতনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।

৪. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারীর উপর দরিদ্রতা নেমে আসে এবং তার বয়স কমে যায়। তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হয় এবং তারই কারণে সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে।

৫. ব্যভিচার ব্যভিচারীর অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং ধীরে ধীরে তাকে অসুস্থ্য করে তোলে। তেমনিভাবে তার মধ্যে চিন্তা, ভয় ও আশঙ্কার জন্ম দেয়। তাকে রহমতের ফেরেশ্‌তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং শয়তানের নিকটবর্তী করে দেয়। কাজেই অঘটনের দিক দিয়ে হত্যার পরেই ব্যভিচারের অবস্থান। যার দরুণ বিবাহিতের জন্য এর শাস্তিও জঘন্য হত্যা।

৬. কোন ঈমানদারের জন্য এ সংবাদ শ্রবণ করা সহজ যে, তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এ সংবাদ শ্রবণ করা তাঁর জন্য অবশ্যই কঠিন যে, তার স্ত্রী কারোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ .

অর্থাৎ, আমি কাউকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলে তৎক্ষণাৎই আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

উল্লিখিত উক্তিটি রাসূলে করীম ﷺ-এর কানে পৌঁছতেই তিনি বললেন–

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللّٰهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

অর্থাৎ, তোমরা কি বিস্মিত হয়েছ সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে? আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি : আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়েও বেশি এবং আল্লাহ্ তা'আলার আরো বেশি। যার দরুণ তিনি হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতাকে। (বুখারী ৬৮৪৬ ; মুসলিম ১৪৯৯)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ.

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতরা! আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি: আল্লাহ তা'আলার চেয়েও আর কারোর আত্মসম্মানবোধ অধিক হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর অসহ্য যে, তাঁর কোন বান্দা অথবা বান্দী ব্যভিচার করবে।

৭. ব্যাভিচারের সময় ঈমান সঙ্গে থাকে না

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ؛ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ.

অর্থাৎ, যখন কোন পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তাঁর ঈমান তার অন্তর থেকে বের হয়ে মেঘের মতো তার উপরে চলে যায়। অতঃপর যখন সে ব্যভিচারকর্ম সম্পাদন করে ফেলে তখন আবারো তার ঈমান তাঁর কাছে ফিরে আসে।

(আবূ দাউদ ৪৬৯০)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْهُ الْإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيْصَ مِنْ رَأْسِهِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার অথবা মদ্য পান করল আল্লাহ্ তা'আলা তার ঈমান কেড়ে নিবেন যেমনিভাবে কোন মানুষ তার পরিধেয় জামা নিজ মাথার উপর থেকে খুলে নেয়। (হাকিম, ১/২২ কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস ১২৯৯৩)

www.pathagar.com

৮. ব্যভিচারের দরুণ ঈমানে ঘাটতি আসে

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

অর্থাৎ, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়। (আবূ দাউদ ৪৬৮৯; ইব্‌নে মাজাহ্ ৪০০৭)

৯. ব্যভিচারের প্রচার-প্রসার কিয়ামতের অন্যতম আলামত

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

অর্থাৎ, কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো : দুনিয়া থেকে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে, (প্রকাশ্য) মদ্যপান করা হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার অহরহ সংঘটিত হবে। (বুখারী ৮০ ; মুসলিম ২৬৭১)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

مَا ظَهَرَ الرِّبَا الزِّنَا فِيْ قَرْيَةٍ إِلَّا أَذِنَ اللّٰهُ بِإِهْلَاكِهَا.

অর্থাৎ, কোন এলাকায় সুদ ও ব্যভিচার বিস্তৃতি লাভ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তখন সে জনপদের জন্য ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেন।

১০. ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য

ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন দণ্ডবিধিতে বিদ্যমান নেই। যা নিম্নরূপ–

ক. বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি তথা হত্যা খুব ভয়ানকভাবেই প্রয়োগ করা হয়। এমনকি অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হ্রাস করা হলেও তাতে দু'টি শাস্তি

একত্রেই থেকে যায়। বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ এবং দেশান্তরের মাধ্যমে মানসিক শাস্তি প্রদান।

খ. আল্লাহ্ তা'আলা এর শাস্তি দিতে গিয়ে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর প্রতি দয়া-প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন।

গ. আল্লাহ্ তা'আলা এর শাস্তি জনসমক্ষে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গোপনে নয়।

১১. ব্যভিচার থেকে দ্রুত তওবা করা

ব্যভিচার থেকে দ্রুত তাওবা করে খাঁটি নেক আমল অধিক পরিমাণে করতে না থাকলে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর নিকৃষ্ট পরিণতির আশংকা থাকে। মৃত্যুর সময় তাদের ঈমান তকদীরে নাও হতে পারে। কারণ, বার বার গুনাহ্ করতে থাকা শুভ পরিণামের বিরাট অন্তরায়। বিশেষ করে কঠিন প্রেম ও ভালোবাসার ব্যাপারগুলো এমনই ঘটে থাকে।

প্রসিদ্ধ একটি ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে, কোন এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠ করতে বলা হলে সে বলে–

أَيْنَ الطَّرِيْقُ إِلَى حَمَّامِ مِنْجَابٍ .

অর্থাৎ, মিন্‌জাবের গোসলখানায় কিভাবে যেতে হবে। কোন্ পথে?

এর ঘটনায় বলা হয়, জনৈক ব্যক্তি তার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো ছিল। এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে জনৈকা সুন্দরী মহিলা গমন করছিল। মহিলাটি তাকে মিন্‌জাব গোসলখানার পথ জিজ্ঞেস করলে সে তার ঘরের দিকে ইশারা করে বলল : এটিই মিন্‌জাব গোসলখানা। অতঃপর মহিলাটি তার ঘরে ঢুকলে সেও তার অনুসরণ করে পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকল। মহিলাটি যখন দেখল, সে অন্যের ঘরে এবং লোকটি তাকে প্রতারণা করেছে তখন সে তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলল : খাবার-দাবার ও আসবাবপত্র জোগাড় করা প্রয়োজন যাতে করে আমরা উভয় একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। দ্রুত লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করে নিয়ে এল। ফিরে এসে দেখল, মহিলাটি ঘরে নেই। কারণ, সে ভুলবশত ঘরে তালা লাগিয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

অথচ মহিলাটি যাওয়ার সময় ঘরের কোন আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যায়নি। তখন লোকটি অর্ধ উন্মাদ হয়ে গেল এবং গলিতে গলিতে এ বলে ঘুরে বেড়াতে লাগল–

يَا رُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمًا وَقَدْ تَعِبَتْ كَيْفَ الطَّرِيْقُ اِلَى حَمَّامِ مِنْجَابِ.

অর্থাৎ, হে অমুক! যে একদা ক্লান্ত হয়ে বলেছিলে, মিন্‌জাবের গোসলখানায় কিভাবে যেতে হয়। কোন্ পথে?

একদা সে উক্ত ছন্দটি বলে বেড়াতে লাগল এমন সময় জনৈকা মহিলা ঘরের জানালা দিয়ে প্রত্যুক্তি করে বলল-

هَلَّا جَعَلْتَ سَرِيْعًا اِذْ ظَفِرْتَ بِهَا حِرْزًا عَلَى الدَّارِ اَوْ قُفْلًا عَلَى الْبَابِ.

অর্থাৎ, কেন তুমি তাকে পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত দরোজা বন্ধ করে দাওনি অথবা কেন ঘরে তালা লাগিয়ে বের হওনি?

তখন তার চিন্তা আরো বেড়ে যায় এবং প্রথমোক্ত ছন্দ বলতে বলতেই তার মৃত্যু হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

১২. ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার বিস্তৃত হলে শাস্তির কারণ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

مَا ظَهَرَ فِىْ قَوْمِ الزِّنَا اَوِ الرِّبَا اِلَّا اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার বিস্তৃত হলে তারা নিজেরাই যেন হাতে ধরে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবধারিত করে নেয়। (সাহ'হীহুত তারগীবি ওয়াত তারহীবি, হাদীস ২৪০২)

মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا تَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَاِذَا فَشَا فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا؛ فَاَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ.

অর্থাৎ, আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে জারজ সন্তানের আধিক্য দেখা না দিবে। যখন তাদের মধ্যে জারজ সন্তান

www.pathagar.com

বৃদ্ধি হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অত্যধিক শাস্তি প্রয়োগ করবেন। (সাহীহুত, তারগীবি, ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৪০০)

ব্যভিচারের স্তর বিন্যাস

১. অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার। এতে মেয়েটির সম্মানহানি ও চরিত্র ইবনেষ্ট হয়। কখনো কখনো ব্যাপারটি সন্তান হত্যা পর্যন্ত পৌঁছায়।

২. বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু স্বামীর সম্মানও নষ্ট হয়। তার পরিবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। তার বংশ পরিচয়ে বিচ্যুতি ঘটে। কারণ, সন্তানটি তারই বলে বিবেচিত হয়; অথচ সন্তানটি মূলত তার নয়।

যেন এমন ঘটনা ঘটতেই না পারে সে জন্য রাসূলে করীম ﷺ স্বামী অনুপস্থিত এমন মহিলার বিছানায় বসা ব্যক্তির এক ভয়ানক রূপ চিত্রায়ন করেছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَثَلُ الَّذِيْ يَجْلِسُ عَلٰى فِرَاشِ الْمُغِيْبَةِ مِثْلُ الَّذِيْ يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বামী অনুপস্থিত এমন কোন মহিলার বিছানায় বসে তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মতো যাকে কিয়ামতের দিন কোন বিষাক্ত সাপ দংশন করে। (সাহীহুত, তারগীবী ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৪০৫)

৩. প্রতিবেশী মহিলার সাথে ব্যভিচারের পরিণাম

যে কোন প্রতিবেশী মহিলার সাথে ব্যভিচার করলে এতে উপরন্তু প্রতিবেশীর অধিকারও নষ্ট হয় এবং তাকে চরম কষ্ট ও নিন্দনীয় করে দেয়া হয়।

মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

لَأَنْ يَّزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ.

অর্থাৎ, সাধারণ দশটি মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এতো ভয়ঙ্কর নয় যতো ভয়ঙ্কর নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

(আহ্মদ ৬/৮ সাহীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৪০৪)

রাসূলে করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থাৎ, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম ৪৬)

৪. সৎকাজে বের হওয়া ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের জঘন্য পাপ

যে প্রতিবেশী সালাতের জন্য অথবা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য কিংবা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা জঘণ্য ধরনের পাপ।

বুরাইদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟

অর্থাৎ, মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা লোকদের কাছে তাদের মায়েদের সম্মানের মতো সম্মানিতা। কোন ঘরে বসে থাকা ব্যক্তি যদি কোন মুজাহিদ পুরুষের পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আমানতের খিয়ানত করে তখন তাকে মুজাহিদ ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ের জন্য শেষ বিচারের দিন দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। অতঃপর মুজাহিদ ব্যক্তি ঘরে বসা ব্যক্তির আমল থেকে যত ইচ্ছা চেয়ে নিয়ে নিবে। রাসূলে করীম ﷺ বলেন : তোমাদের কি এমন ধারণা হয় যে, তাকে এতটুকু সুযোগ দেয়ার পরও সে এ প্রয়োজনের দিনে তার সব আমল না নিয়ে তার জন্য এতটুকুও রেখে দিবে? (মুসলিম ১৮৯৭)

৫. আত্মীয়া মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু আত্মীয়তার বন্ধনও নষ্ট করা হয়।

৬. মাহ্রাম (যে মহিলাকে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে চিরতরের জন্য নিষিদ্ধ) মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু মাহ্রামের অধিকারও বিনষ্ট করা হয়।

৭. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার। এটা মারাত্মক এ জন্য যে, তার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তো তার স্ত্রীই যথেষ্ট। তবুও সে ব্যভিচার করে বসল।

www.pathagar.com

৮. বৃদ্ধ ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জন্য যে, তার উত্তেজনা তো তেমন আর উগ্র নয়। তবুও সে ব্যভিচার করে বসল।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা রোজ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে রহ্মতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি : বৃদ্ধব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি এবং অহঙ্কারী গরিব। (মুসলিম ১০৭)

৯. মর্যাদাপূর্ণ মাস, স্থান ও সময়ের ব্যভিচার। এতে উপরন্ত উক্ত মাস, স্থান ও সময়ের মর্যাদা বিনষ্ট হয়।

কোন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং তা কেউ না জানলে অথবা বিচারকের কাছে তা না পৌঁছলে তার কর্তব্য হবে যে, সে তা গোপন রাখবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কায়মনোবাক্যে খাঁটি তাওবা করে নিবে। অতঃপর অধিক পরিমাণে নেক আমল করবে এবং খারাপ জায়গা ও খারাপ সঙ্গী থেকে দূরে থাকবে।

আল্লাহ্ আ'আলা বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْنَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তিনিই (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁর বান্দাদের তাওবা গ্রহণ করেন এবং সমূহ পাপরাশী মার্জনা করেন। আর তোমরা যা কর তাও তিনি অবহিত।

(সূরা শূরা : আয়াত-২৫)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِجْتَنِبُوْا هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا، فَمَنْ اَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ، وَلْيَتُبْ اِلَى اللّٰهِ، فَاِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالَى.

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাক যা আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন। এরপরও যে ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তা সম্পাদন করে ফেলে সে যেন তা গোপন রাখে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপনই রেখেছেন। তবে সে যেন এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খাঁটি তাওবা করে নেয়। কারণ, যে ব্যক্তি তা আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিবে তার উপর আমরা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার বিধান প্রয়োগ করব। (হাকিম ৪/২৭২)

উক্ত কারণেই মা'য়িয ইবনে মালিক (রা) যখন রাসূলে করীম ﷺ -এর নিকট বার বার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করছিলেন, তখন রাসূলে করীম ﷺ তাঁর প্রতি এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেননি। চার বারের পর তিনি তাকে এও বললেন : হয়তো বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছ, ধরেছ কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছ। কারণ, এতে করে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন।

আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ، فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ، فَاَعْرَضَ عَنْهُ، حَتّٰى ثَنّٰى ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَبِكَ جُنُوْنٌ، قَالَ : لَا قَالَ : فَهَلْ اُحْصِنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهٖ فَارْجُمُوْهُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে জনৈক মুসলিম ব্যক্তি আগমন করল। তখনো তিনি মসজিদে। অতঃপর সে রাসূলে করীম ﷺ-কে ডেকে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। রাসূলে করীম ﷺ তার প্রতি কোন রূপ ভ্রুক্ষেপ না করে অন্য দিকে তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। সে রাসূলে করীম ﷺ -এর চেহারা বরাবর এসে আবারো বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। রাসূল ﷺ আবারো তার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে অন্য দিকে তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে রাখলেন। এমন কি সে উক্ত স্বীকারোক্তি চার চার বার উত্থাপন করল। যখন সে নিজের উপর ব্যভিচারের সাক্ষ্য চার চার বার দিয়েছে তখন রাসূল ﷺ তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি পাগল? সে বলল : না। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : তুমি কি বিবাহিত? সে বলল : জী হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন : তোমরা একে নিয়ে যাও এবং রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।

(বুখারী ৫২১ ; মুসলিম ১৫৬৯১)

বুরাইদাহ (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলে করীম ﷺ মা'য়িয ইবনে মালিক (রা) কে বলেছিলেন–

وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ.

অর্থাৎ, আহা! তুমি ফিরে যাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর কাছে তাওবা করে নাও। (মুসলিম ১৬৯৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ، قَالَ : لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, যখন মা'য়িয ইবনে মা'লিক (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে আগমন করল তখন তিনি তাকে বললেন : হয়তো বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছ, ধরেছ কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছ। সে বলল : না। হে আল্লাহর রাসূল!

(বুখারী ৬৮২৪)

তবে বিচারকের নিকট ব্যাপারটি (সাক্ষ্য সবুতের মাধ্যমে) পৌছলে অবশ্যই তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাতে হবে। তখন আর কারোর ক্ষমার ও সুপারিশের সুযোগ থাকবে না।

www.pathagar.com

এ কারণেই রাসূল ﷺ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহকে চোরের জন্য সুপারিশ করতে চাইলে তাকে বললেন–

هَلَّا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِىْ بِهِ؟

অর্থাৎ, আমার কাছে আসার পূর্বেই কেন তা করলে না?

(আবূ দাউদ ৪৩৯৪; ইবনে মাজাহ্ ২৬৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯; আহ্মদ, ৬/৪৬৬ হা'কিম ৪/৩৮০)

তেমনিভাবে উসামা (রা.) জনৈকা কুরাশী চুন্নি মহিলার জন্য সুপারিশ করতে চাইলে রাসূল ﷺ তাকে অত্যন্ত রাগন্বিত কণ্ঠে বললেন–

يَا اُسَامَةُ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তুমি কি আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসলে?

(বুখারী ৬৭৮৮; মুসলিম ১৬৮৮; আবু দাউদ ৪৩৭৩ ; তিরমিযী ১৪৩০ ইবনু মাজাহ্ ২৫৯৫)

'আব্দুল্লাহ ইবনে্ আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

تَعَافُوا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

অর্থাৎ, তোমরা দণ্ডবিধি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো একে অপরকে ক্ষমা কর। কারণ, আমার কাছে এর কোন একটি পৌঁছলে তা প্রয়োগ করা আমার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ ৪৩৭৬)

শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতিতেই কারোর উপর ব্যভিচারের দোষ প্রমাণিত হয়। যা নিম্নরূপ–

১. ব্যভিচারী একবার অথবা চারবার ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করলে। কারণ, জুহাইনী মহিলা ও উনাইস, (রা.)-এর রজমকৃতা মহিলা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি একবারই করেছিল। অন্যদিকে মা'য়িয ইবনে মালিক (রা.) রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট চার চারবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিল। কিন্তু সংখ্যার ব্যাপারে হাদীসটির বর্ণনাসমূহ মুযতারিব তথা এক কথার নয়। কোন কোন বর্ণনায় চার চার বারের কথা উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় তিন তিন বারের কথা রয়েছে। আবার কোন কোন বর্ণনায় দু'দু বারের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

তবুও চার চারবার স্বীকারোক্তি নেয়াই সর্বোত্তম। কারণ, হতে পারে স্বীকারোক্তিকারী এমন কাজ করেছে যাতে সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। যা

www.pathagar.com

বার বার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। আর এ কথা সবারই জানা যে, ইসলামী দণ্ডবিধি যে কোন যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ কিংবা অজুহাতের কারণে রহিত হয়ে যায়। যা উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবা (রা) থেকেও বর্ণিত। আল্লামা ইবনুল মুন্যির (র) এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যেরও দাবি করেছেন। তেমনিভাবে চার চারবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যভিচারীকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে খাঁটি তাওবা করারও সুযোগ দেয়া হয়। যা একান্তভাবেই কাম্য।

তবে স্বীকারোক্তির মধ্যে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ পর্যন্ত স্বীকারোক্তির উপর স্বীকারকারী অটল থাকতে হবে। সুতরাং কেউ যদি এর আগেই তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তা হলে তার কথাই তখন গ্রহণযোগ্য হবে। তেমনিভাবে স্বীকারকারী জ্ঞানসম্পন্ন বিশিষ্টও হতে হবে।

২. ব্যভিচারের ব্যাপারে চার-চার জন সত্যবাদী পুরুষ এ বলে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিলে যে, তারা সত্যিকারার্থে ব্যভিচারী ব্যক্তির সঙ্গমকর্ম নিজ চোখে অবলোকন করেছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার চার জন সাক্ষী জোগাড় কর।

(সূরা নিসা : আয়াত-১৫)

৩. কোন মহিলা গর্ভবতী হলে, অথচ তাঁর স্বামী নেই। উমর (রা) তাঁর যুগে এমন একটি বিচারে রজমের রায় প্রদান করেছেন। তবে এ প্রমাণ হেতু যে কোন মহিলার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতেই হবে ব্যাপারটি এমনটি নয়। এ জন্য যে, গর্ভটি সন্দেহবশত সঙ্গমের কারণেও হতে পারে অথবা ধর্ষণের কারণেও। এমনকি মেয়েটি গভীর নিদ্রায় থাকাবস্থায়ও তার সাথে উক্ত ব্যভিচার কাজটি সংগঠিত হতে পারে। তাই উমর (রা.) তাঁর যুগেই শেষোক্ত দু'টি অজুহাতে দু'জন মহিলাকে শাস্তি প্রদান করেননি। তবে কোন মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়, অথচ তাঁর স্বামী নেই এবং সে এমন কোন যুক্তিসঙ্গত অজুহাতও দেখাতে পারছে না যার দরুণ দণ্ডবিধি রহিত হয় তখন তাঁর উপর ব্যভিচারের উপযুক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

উমর (রা) তাঁর এক দীর্ঘ খুতবায় বলেন–

وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَنْ زَنٰى، اِذَا اَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبْلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রজম আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে এমন পুরুষ ও মহিলার জন্যই নির্ধারিত যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, অথচ তাঁরা বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে ইতোপূর্বে নিজ স্ত্রী অথবা স্বামীর সাথে সম্মুখ পথে সঙ্গম করেছে এবং স্বামী- স্ত্রী উভয়জনই তখন ছিল প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন যখন ব্যভিচারের উপযুক্ত সাক্ষী–প্রমাণ মিলে যায় অথবা মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় অথবা ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী ব্যভিচারের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয়।

(বুখারী ৬৮২৯; মুসলিম ১৬৯১; তিরমিযী ১৪৩২ ; আবূ দাউদ ৪৪১৮ ; ইব্নু মাজাহ্ ২৬০১)

ব্যভিচারের শাস্তি

কেউ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে সে যদি অবিবাহিত হয় তা হলে তাকে একশটি বেত্রাঘাত প্রয়োগ করতে হবে ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় তা হলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী; তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ' করে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক এবং মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে। (সূরা নূর : আয়াত-২)

আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন–

جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَقَالَ

الْاَعْرَابِىُّ: اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا، فَزَنٰى بِامْرَاَتِهٖ، فَقَالُوْا لِىْ، : عَلٰى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِىْ مِنْهُ بِمِاَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا : اِنَّمَا عَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِاَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِاَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ فَاغْدُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

অর্থাৎ, জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে কুরআনের ফায়সালা করুন। তার প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে বলল : সে সত্য বলেছে। আপনি আমাদের মাঝে কুরআনের ফায়সালা করুন। তখন বেদুঈন ব্যক্তিটি বলল : আমার ছেলে এ ব্যক্তির কাছে দিন মজুর খাটত। ইতোমধ্যে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। সবাই আমাকে বলল : তোমার ছেলেটিকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন আমি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নেই একে একটি দাসী ও একশটি ছাগলের বিনিময়ে। অতঃপর আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল : তোমার ছেলেকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। এরপর নবী ﷺ বললেন : আমি তোমাদের মাঝে কুরআনের বিচার করছি, দাসী ও ছাগলগুলো তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর হে উনাইস! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও। অতঃপর তাকে রজম করো। সুতরাং উনাইস তার নিকট গেল। অতঃপর তাকে রজম করল। (বুখারী ২৬৯৫, ২৬৯৬; মুসলিম ১৬৯৭, ১৬৯৮; তিরমিযী ১৪৩৩; আবু দাউদ ৪৪৪৫)

উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ، فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِاَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِاَةٍ وَالرَّجْمُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য একটি বিধি ব্যবস্থা দিয়েছেন তথা বিধান নাযিল করেছেন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর শাস্তি হচ্ছে, একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা। আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হচ্ছে, একশটি বেত্রাঘাত ও রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা। (মুসলিম ১৬৯০ ; আবূ দাউদ ৪৪১৫, ৪৪১৬ ; তিরমিযী ১৪৩৪)

উক্ত হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করার কথা থাকলেও তা করতে হবে না। কারণ, রাসূলে করীম ﷺ মায়ায ও গা'মিদী মহিলাকে একশ'টি করে বেত্রাঘাত করেননিং বরং অন্য হাদীসে তাদেরকে শুধু রজম করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি কথা হচ্ছে, শরীয়তের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারোর উপর কয়েকটি দণ্ডবিধি একত্রিত হলে এবং তার মধ্যে হত্যার বিধানও থাকলে তাকে শুধু হত্যাই করা হয়। অন্যগুলো করা হয় না। উমর ও উসমান (রা.) এটির উপরই আমল করেছেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে। তবে আলী (রা.) তাঁর যুগে কোন এক ব্যক্তিকে রজমও করেছেন এবং বেত্রাঘাতও করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে্ কা'ব্ এবং আবূ যরও এ মত ব্যক্ত করেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَغَرَّبَ، وَضَرَبَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضى) وَغَرَّبَ، وَضَرَبَ عُمَرُ وَغَرَّبَ.

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ মেরেছেন (বেত্রাঘাত করেছেন) ও দেশান্তর করেছেন আবূ বকর (রা.) মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন এবং উমর (রা.) মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন। (তিরমিযী-১৪৩৮)

ইমরান ইবনে হুসাইন, (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

اَتَتِ النَّبِيَّ اِمْرَاَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ : اَحْسِنْ اِلَيْهَا، فَاِذَا وَضَعَتْ فَاْتِنِىْ بِهَا فَفَعَلَ،

فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ : أَتُصَلِّى، عَلَيْهَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَاسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ

অর্থাৎ, একদা জনৈকা জুহানী মহিলা রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে আগমন করল। তখন সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সে বলল : হে আল্লাহর নবী! আমি ব্যভিচারের শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং আপনি তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ তার অভিভাবককে ডেকে বললেন, এর উপর একটু দয়া কর। এ যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। লোকটি তাই করল। অতঃপর রাসূল ﷺ আদেশ করলে তার কাপড় শরীরের সাথে মজবুত করে বেঁধে দেয়া হলো। এরপর তাকে রজম করা হলে রাসূলে করীম ﷺ তার জানাযার সালাত পড়ান। উমর (রা) রাসূল ﷺ-কে আশ্চর্যান্বিতের স্বরে বললেন : আপনি এর জানাযার সালাত পড়াচ্ছেন, অথচ সে ব্যভিচারিণী? রাসূল ﷺ বললেন, সে এমন খাঁটি তাওবা করেছে যা মদীনাবাসীর সত্তরজনকে বিলি বণ্টন করে দেয়া হলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি এর চেয়েও কি উৎকৃষ্ট কিছু পেয়েছ যে তার জীবন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে। (মুসলিম ১৬৯৬; আবু দাউদ ৪৪৪০; তিরমিযী ১৪৩৫)

উমর (রা) তাঁর এক দীর্ঘ খুতবায় বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ. فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اٰيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَّقُوْلَ قَائِلٌ : مَانَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ কে সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর যা নাযিল করেছেন তার মধ্যে রজমের আয়াতও বিদ্যমান ছিল। আমরা তা পড়েছি, মুখস্থ করেছি ও অনুধাবন করেছি। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ রজম করেছেন এবং আমরাও তাঁর ইন্তেকালের পর রজম করেছি। আশংকা করা হয় রজম বহুকাল পর কেউ বলবে: আমরা কুরআন মাজীদে রজম পাইনি। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত একটি ফরয কাজ পরিত্যাগে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী ৬৮২৯; মুসলিম ১৬৯১; আবূ দাউদ ৪৪১৯)

উমর (রা.) যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে–

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ، نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থাৎ, বয়স্ক (বিবাহিত) পুরুষ ও মহিলা যখন ব্যভিচার করে তখন তোমরা তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে পাথর মেরে হত্যা করবে। এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ এবং আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী।

উক্ত আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়েছে। তবে এর বিধান এখনও কার্যকর রয়েছে। কোন অবিবাহিত ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী যদি এমন অসুস্থ অথবা দুর্বল প্রকৃতির হয় যে, তাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একশ'টি বেত্রাঘাত প্রয়োগ করলে তার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে তা হলে তাকে একশ'টি বেত একত্র করে একবার প্রহার করা হবে।

সা'ঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবা'দাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَانَ فِىْ اَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، فَخَبُثَ بِاَمَةٍ مِنْ اِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعِيْدٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اِضْرِبُوْهُ حَدَّهُ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَضْعَفُ مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ خُذُوْا عِثْكَالًا فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوْا.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আমাদের এলাকায় জনৈক দুর্বল এক ব্যক্তি বসবাস করত। হঠাৎ সে জনৈকা দাসীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। ব্যাপারটি সা'ঈদ (রা.) রাসূল ﷺ -কে অবগত করালে তিনি বললেন : তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে দাও তথা একশ'টি বেত্রাঘাত কর। উপস্থিত সকলে বলল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো তা সহ্য করতে পারবে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন : একটি খেজুর বিহীন একশ'টি শাখাগুচ্ছ বিশিষ্ট থোকা নিয়ে তাকে তা দিয়ে এক বার প্রহার করবে। সুতরাং তারা তাই করল। (আহ্‌মদ ৫/২২২ ; ইব্‌নে মাজাহ্ ২৬২২)

অমুসলিমকেও ইসলামী বিচারাধীন রজম করা যেতে পারে।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—

رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَأَةً.

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ আসলাম বংশের একজন পুরুষকে এবং একজন ইহুদি পুরুষ ও একজন মহিলাকে রজম করেন। (মুসলিম ১৭০১)

ব্যভিচারের কারণে কোন সন্তান জন্ম লাভ করলে এবং ভাগ্যক্রমে সে জীবনে বেঁচে থাকলে তার মায়ের সন্তান রূপেই সে পরিচিতি লাভ করবে, বাপের নয়। কারণ, তার কোন বৈধ জন্মদাতা নেই। সুতরাং ব্যভিচারীর পক্ষ থেকে সে কোন মিরাস পাবে না।

আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন—

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

অর্থাৎ, সন্তান মহিলারই এবং ব্যভিচারীর জন্য শুধু পাথর তথা রজম।

(বুখারী ২০৫৩, ২২১৮, ৬৮১৮; মুসলিম ১৪৫৭, ১৪৫৮; ইবনে হিব্বান ৪১০৪)

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন—

مَنْ عَاهَرَ اَمَةً اَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَا : لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন দাসী কিংবা স্বাধীন মহিলার সাথে ব্যভিচার করল তার সন্তান হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার মিরাসও কেউ পাবে না। (ইব্‌নে মাজাহ্ ২৭৯৪)

www.pathagar.com

যে কোন ঈমানদার পবিত্র পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে যে কোন ঈমানদার সতী মেয়ের জন্যও কোন ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً، وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, একজন ব্যভিচারী পুরুষ আরেকজন ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিকা মেয়েকেই বিবাহ করে এবং একজন ব্যভিচারিণী মেয়েকে আরেকজন ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিকই বিবাহ করে। মু'মিনদের জন্য তা করা হারাম। (সূরা নূর : আয়াত-৩)

দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কিছু কথা

কাউকে গোপনীয়ভাবে ব্যভিচার কিংবা যে কোন হারাম কাজ করতে দেখলে তা দ্রুত বিচারককে না জানিয়ে তাকে ব্যক্তিগতভাবে উপদেশ দেয়া ও পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো উচিত।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা ইহকাল ও পরকালে তার দোষও গোপন রাখবেন। (তিরমিযী ১৪২৫ ; ইব্‌নে মাজাহ্ ২৫৯২)

দণ্ডবিধি প্রয়োগের সময় চেহারার প্রতি দৃষ্টি রাখবে

কারোর উপর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার সময় তার চেহারার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

অর্থাৎ, কেউ কাউকে (দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মারলে তার চেহারার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

(বুখারী ৫৫৯; মুসলিম ২৬১২; আবূ দাউদ ৪৪৯৩)

www.pathagar.com

যে কোন দণ্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা যাবে না

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ.

অর্থাৎ, মসজিদে কোন দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। (ইবনে মাজাহ ২৬৪৮)

'হাকীম ইবনে 'হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ.

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ মসজিদে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও দণ্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ ৪৪৯০)

ইহ্কালে কারোর উপর শরীয়তের কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় তথা তার অপরাধটি ক্ষমা করে দেয়া হয়। পরকালে এ জন্য তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না।

উবা'দা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوْبَتُهُ؛ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَإِلَّا فَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে) এমন কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছে যাতে শরীয়তের নির্দিষ্ট কোন দণ্ডবিধি রয়েছে। অতঃপর তাকে দুনিয়াতেই সে দণ্ড দেয়া হয়েছে। তখন তা তার জন্য কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তা তার উপর প্রয়োগ না করা হয় তা হলে সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন নয়তো বা ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী ১৪৩৯ ; ইব্নে মাজাহ্ ২৬৫২)

কোন এলাকায় ইসলামের যে কোন দণ্ডবিধি একবার প্রয়োগ করা সে এলাকায় চল্লিশ দিন যাবৎ বারি বর্ষণ থেকেও অনেক উত্তম।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِى الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُّمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا.

অর্থাৎ, বিশ্বের বুকে ধর্মীয় কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা বিশ্ববাসীর জন্য অনেক উত্তম চল্লিশ দিন ধারাবাহিক বারি বর্ষণ থেকেও। (ইবনে মাজাহ্ ২৫৮৬)

১১

সমকাম বা পায়ুগমন (লাওয়াতাত)

সমকাম বা পায়ুগমন বলতে পুরুষে পুরুষে একে অপরের মলদ্বার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ যৌন উত্তেজনা নিবারণ করাকেই বুঝানো হয়।

সমকাম একটি মারাত্মক অপরাধের কাজ। যার ভয়াবহতা কুফরের পরই। হত্যার চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম লূত (আ)-এর কওম এ কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন যা ইতোপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি তাদের উপরই উল্টিয়ে দিয়ে ভূমিতে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ، اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ، بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ.

অর্থাৎ, আর আমি লূতকে নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি। যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন : তোমরা কি এমন গর্হিত অশ্লীল কাজ করছ যা ইতোপূর্বে বিশ্বের আর কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ কর্তৃক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৮০-৮১)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা উক্ত কাজকে অত্যন্ত নোংরা ও ঘৃর্ণিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

وَلُوْطًا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِيْنَ .

অর্থাৎ, আর আমি লূত (আ)-কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি এবং তাঁকে উদ্ধার করেছি এমন জনপদ থেকে যারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত। মূলত তাঁরা ছিল নিকৃষ্ট প্রকৃতির ফাসিক সম্প্রদায়। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৭৪)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে সমকামীদেরকে যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন–

قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظَالِمِيْنَ

অর্থাৎ, ফেরেশতারা ইব্রাহীম (আ)-কে বললেন : আমরা এ জনপদবাসীদেরকে নির্মূল করে দেব। এর অধিবাসীরা নিশ্চয়ই জালিম। (সূরা আন্‌কাবূত : আয়াত-৩১)

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ .

অর্থাৎ, লূত (আ) বললেন : হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। (সূরা আন্‌কাবূত : আয়াত-৩০)

ইব্রাহীম (আ) তাদের ক্ষমার জন্য জোর সুপারিশ করলেও তা শোনা হয়নি। বরং তাঁকে বলা হয়েছে–

يَآ اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا، اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ، وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ .

অর্থাৎ, হে ইব্রাহীম! এ ব্যাপারে আর একটি কথাও বল না। (তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে) তোমার প্রভুর নির্দেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক ভয়াবহ শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিরোধ করার মতো নয়। (সূরা হুদ : আয়াত-৭৬)

যখন তাদের শাস্তি নিশ্চিত হয়ে গেল এবং তা ভোরে ভোরেই আসবে বলে লূত (আ)-কে আগাম জানিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি তা দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে আপত্তি জানালে তাঁকে বলা হলো– اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ .

অর্থাৎ, সকাল কি অতি নিকটেই নয়? কিংবা সকাল হতে কি এতই দেরী? (সূরা হুদ : আয়াত-৮১)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে বলেন–

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ -

অর্থাৎ, অতঃপর যখন আমার নির্দেশ জারি হলো তখন ভূ-খণ্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা ছিল ক্রমান্বয়ে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল তোমার প্রভুর ভাণ্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়। (সূরা হূদ : আয়াত-৮২-৮৩)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন–

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ، إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ، إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ -

অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে সূর্যোদয়ের সময়ই এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করল। এরপরই আমি জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আর উক্ত জনপদটি (এর ধ্বংস স্তূপ) স্থায়ী (বহু প্রাচীন) লোক চলাচলের পথি পার্শ্বেই এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে রয়েছে মু'মিনদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন। (সূরা হিজ্র : আয়াত-৭৩-৭৭)

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলে করীম ﷺ সমকামীদেরকে তিন তিন বার অভিসম্পাত দিয়েছেন যা অন্য কারোর ব্যাপারে দেননি।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন।

(আহ্মদ ২৯১৫; ইবনে হিব্বান ৪৪১৭; বায়হাক্বী ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪ ; ত্বাবারানী/ কাবীর ১১৫৪৬)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ .

অর্থাৎ, সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত।

(সহীহুত - তারগীবি ওয়াত-তারহীব, হাদীস ২৪২০)

বর্তমান যুগে সমকামের বহুল প্রচার ও প্রসারের কথা শুনতেই রাসূল করীম ﷺ -এর সে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ এসে যায় যাতে তিনি বলেন–

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ .

অর্থাৎ, আমার উম্মতের উপর সমকামেরই বেশি আশঙ্কাবোধ করছি।

(তিরমিযী ১৪৫৭ ; ইবনে মাজাহ্ ২৬১১; আহ্মাদ ২/৩৮২)

ফুযাইল্ ইবনে ইয়ায (রা) বলেন–

لَوْ اَنَّ لُوْطِيًّا اغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَقِىَ اللّٰهَ غَيْرَ طَاهِرٍ .

অর্থাৎ, কোন সমকামী ব্যক্তি আকাশের সমস্ত পানি দিয়ে গোসল করলেও সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অপবিত্রবাস্থায় সাক্ষাৎ করবে। (দূরী/ যম্মুল্লিওয়াতু-১৪২)

সমকামের ক্ষতি ও তার ভয়াবহতা

সমকামের মধ্যে এতো অধিক ক্ষতি এবং অপকার অর্ন্তনিহিত রয়েছে যার সঠিক গণনা সত্যিই কঠিন। যা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ের এবং ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কীয়। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ–

ধর্মীয় ক্ষতিসমূহ

প্রথমত : এটি কবীরা গুনাহসমূহের একটি। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক অনেক নেক আমল থেকে বঞ্চিত করে রাখে। এমনকি তা যে কারোর তাওহীদ বিনষ্টে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর তা এভাবে যে, এ নেশায় পড়ে শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের সাথে ধীরে ধীরে ভালোবাসা জন্ম নেয়। আর তা একদা তাকে শিরক পর্যন্ত

www.pathagar.com

পৌঁছে দেয়। কখনো ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, সে আস্তে আস্তে অশ্লীলতায়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে এবং সাধুতাকে ঘৃণা করে। তখন সে হালাল মনে করেই সহজভাবে উক্ত কর্মতৎপরতা আপন মনে চালিয়ে যায়। তখন সে কাফির ও মুর্তাদ হতে বাধ্য হয়। এ কারণেই বাস্তবে দেখা যায় যে, যে যত বেশি শির্কের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে তত বেশি এ কাজে লিপ্ত। তাই লূত সম্প্রদায়ের মুশরিকরাই এ কাজে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়।

এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার. শিরক ও ইশক্ব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর ব্যভিচার ও সমকামের পূর্ণ মজা তখনই অনুভূত হয় যখন এর সাথে ইশ্ক্ব জড়িত হয়। তবে এ চরিত্রের লোকদের ভালোবাসা এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তনশীল। আর তা একমাত্র শিকারের পরিবর্তনের কারণেই হয়ে থাকে।

চারিত্রিক ক্ষতিসমূহ

প্রথমত : সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক অধঃপতন। স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ। এরই কারণে লজ্জা হ্রাস পায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন, অন্যদের প্রতি দয়া-মায়া সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে একেবারেই তা এককেন্দ্রিক হয়ে যায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয়, সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিনষ্ট হয়। নির্যাতন ও অঘটন ঘটাতে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাহসী করে তোলে। উচ্চ মানসিকতা অংকুরেই বিনষ্ট করে দেয় এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেকুব বানিয়ে তোলে। তার উপর থেকে মানুষের আস্থা কমে যায়। তার দিকে মানুষ খিয়ানতের সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। উক্ত ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় এবং উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি থেকে ক্রমান্বয়ে পিছে পড়ে যায়। জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ।

মানসিক ক্ষতিসমূহ

উক্ত কর্মের অনেকগুলো মানসিক ক্ষতি রয়েছে যা নিম্নরূপ–

১. অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সঠিক শান্তি ও নিরাপত্তা। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অন্য সকল ভয় থেকে মুক্ত রাখবেন। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে না তাকে সকল ভয় এমনিতেই ঘিরে রাখবে। কারণ, শাস্তি কাজের অনুরূপ হওয়াই উত্তম।

www.pathagar.com

২. মানসিক বিশৃঙ্খলতা ও মনের অশান্তি তার কাছে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে নগদ শাস্তি যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে ভালোবাসবে। আর এ সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ট হবে মনের অশান্তি ততই বৃদ্ধি পাবে।

আল্লামাহ্ ইবনে তাইমিয়্যা (র.) বলেন : এ কথা সবারই জানা দরকার, কেউ কাউকে ভালোবাসলে (যে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নয়) সে প্রিয় ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রেমিকের ক্ষতি সাধন করবে এবং এ ভালোবাসা অবশ্যই প্রেমিকের যে কোন ধরনের শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৩. এ ছাড়াও উক্ত অবৈধ সম্পর্ক অনেক ধরনের মানসিক রোগের সৃষ্টি করে যা বর্ণনাতীত। যার দরুণ তাদের জীবনের স্বাদ একেবারেই নি:শেষ হয়ে যায়।

৪. এ জাতীয় লোকেরা একাকী থাকাকেই বেশি পছন্দ করে এবং তাদের একান্ত শিকার অথবা উক্ত কাজের সহযোগী ব্যতীত অন্য কারোর সাথে এরা একেবারেই মিশতে চায় না।

৫. স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা জন্ম নেয়। মেজাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কোন কাজে এর স্থির সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয়।

৬. নিজের মধ্যে পরাজয় ভাব সৃষ্টি হয়। নিজের উপর এরা কোন ব্যাপারেই আস্থাশীল হতে পারে না।

৭. নিজের মধ্যে এক জাতীয় পাপ বোধ সর্বদা বিরাজ করে। যার দরুণ সে মনে করে সবাই আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। অতএব মানুষের ব্যাপারে তার একটা খারাপ ধারণা জন্ম নেয়।

৮. এ জাতীয় লোকদের মাঝে হরেক রকমের ওয়াসওয়াসা ও অমূলক চিন্তা জাগ্রত হয়। এমনকি ক্রমে ক্রমে সে মস্তিষ্কহীন হয়ে পাগলের রূপ ধারণ করে।

৯. এ জাতীয় লোক ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণহীন যৌন তাড়নায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সদা সর্বদা সে যৌন চেতনা নিয়েই ব্যতি ব্যস্ত থাকে।

১০. মানসিক টানাপোড়েন ও বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

১১. বিরক্তি ভাব, নিরাশা, কুলক্ষুণে ভাব, আহাম্মকি জযবাও এদের মধ্যে জন্ম নেয়।

১২. এদের দেহের কোষসমূহের উপরও এর বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে। যার কারণে এ ধরনের লোকেরা নিজকে পুরুষ বলে মনে করে না। এ জন্যই এদের মধ্যে কাউকে মহিলাদের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতেও দেখা যায়।

www.pathagar.com

শারীরিক ক্ষতিসমূহ

শারীরিক ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু দিন পর পরই এ সংক্রান্ত নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কোন একটি রোগের উপযুক্ত ওষুধ খুঁজতে খুঁজতেই দেখা যায় নতুন আরেকটা রোগ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এই হচ্ছে রাসূলে করীম ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার প্রতিফল।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنَ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِىْ اَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا.

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি হানাহানি ও বহু প্রকারের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না।

(ইব্‌নে মাজাহ্ ৪০৯১; হাকিম ৮৬২৩ ত্বাবারানী/ আওসাতু, হাদীস ৪৬৭১)

অতএব ব্যাধিগুলো নিম্নরূপ−

১. নিজ স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে অনীহা সৃষ্টি হয়।

২. লিঙ্গের কোষগুলো একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। যদ্দরুন পেশাব ও বীর্যপাতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না।

৩. এ জাতীয় লোকেরা টাইফয়েড এবং ডিসেন্ট্রিয়া রোগেও আক্রান্ত হয়।

৪. এরই ফলে সিফিলিস রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। লিঙ্গ অথবা রোগীর হৃদপিণ্ড, আঁত, পাকস্থলী, ফুসফুস ও অণ্ডকোষের ঘা এর মাধ্যমেই এ রোগের শুরু। এমনকি পরিশেষে তা অঙ্গ বিকৃতি, অন্ধত্ব, জিহ্বা'র ক্যান্সার এবং অঙ্গহানীর বিশেষ কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এটি ডাক্তারদের ধারণায় একটি দ্রুত সংক্রামক ব্যাধি।

৫. কখনো কখনো এরা গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সাধারণত: অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭৫ সালে উক্ত রোগে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে ধারণা করা হয়, এ জাতীয় রোগীর হার বছরে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি। যার অধিকাংশই যুবক সমাজ।

এ জাতীয় রোগে প্রথমত লিঙ্গে এক ধরনের জ্বলন উদ্রেক হয়। এরই পাশাপাশি তাতে বিশ্রী পুঁজও জন্ম নেয়। এটি বন্ধ্যাত্বের একটি বিশেষ কারণও বটে। এরই কারণে ধীরে ধীরে প্রস্রাবের রাস্তাও সংকীর্ণ হয়ে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়। উক্ত জ্বলনের কারণে ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রের ছিদ্রের আশপাশ লাল হয়ে যায়। পরিশেষে সে জ্বলন মূত্রথলী পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন মাথা ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এমনকি এর প্রতিক্রিয়া শরীরের রক্তে পৌঁছলে তখন হৃদপিণ্ডে জ্বলন সৃষ্টি হয়। আরো অনেক সমস্যা দেখা দেয়?

৬. হেরপেস রোগও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ব্যাধি। আমেরিকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়, হেরপেসের এখনো কোন চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়নি এবং এটি ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক। শুধু আমেরিকাতেই এ রোগীর হার বছরে দু'কোটি এবং ব্রিটিনে এক লক্ষ।

এ রোগ হলে প্রথমে লিঙ্গাগ্রে চুলকানি অনুভূত হয়। অতঃপর চুলকানির জায়গায় লাল ধরনের ফোস্কা জাতীয় কিছু দেখা দেয় যা দ্রুত বড় হয়ে পুরো লিঙ্গে এবং যার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তার গুহ্যদ্বারে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যথা খুবই চরম এবং এগুলো ফেটে গিয়ে পরিশেষে সে স্থানে জ্বলন ও পুঁজ সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পর রান ও নাভির নিচের অংশও ভীষণভাবে যন্ত্রণা করতে থাকে। এমনকি তা পুরো শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তার মগজ পর্যন্তও পৌঁছায়। এ রোগের শারীরিক ক্ষতির চেয়েও মানসিক ক্ষতি অনেক বেশি।

৭. এইড্সও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ভয়াবহ্ রোগ। এ রোগের ভয়ঙ্করতা নিম্নের ব্যাপারগুলো থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়–

ক. এ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

খ. এ রোগ খুবই অস্পষ্ট। যার দরুণ এ সংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক বেশি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেগুলোর তেমন আশানুরূপ উত্তর দিতে পারছেন না।

গ. এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এবং মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

এইড্সের কারণে মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। যার দরুণ যে কোন ছোট রোগও তাকে সহজে কাবু করে

ফেলে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে, এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৯৫ জনই সমকামী ব্যক্তি এবং এ রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৯০ জনই তিন বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

৮. এ জাতীয় লোকেরা 'ভালোবাসার ভাইরাস' অথবা "ভালোবাসার রোগ" নামক নতুন ব্যাধিতেও কখনো কখনো আক্রান্ত হয়। তবে এটি এইড্স এর চেয়েও অধিক ভয়ানক। এ রোগের তুলনায় এইড্স একটি খেলনা মাত্র।

এ রোগে কেউ আক্রান্ত হলে ছয় মাস যেতে না যেতেই তার সম্পূর্ণ শরীর ফোস্কা ও পুঁজে ভরে যায় এবং ক্ষরণ হতে হতেই সে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। সমস্যার ব্যাপার হলো এই যে, এ রোগটি একেবারেই গোপনীয় থাকে যতক্ষণ না যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সময় এ সংক্রান্ত হরমোনগুলো উত্তেজিত হয়। আর তখনই উক্ত ভাইরাসগুলো নব জীবন লাভ করে। তবে এ রোগ যে কোন পন্থায় সংক্রমণ করতে সক্ষম। এমনকি বাতাসের সাথেও ছড়িয়ে পড়ে।

সমকামের শাস্তি

কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে ও তার সমকামী সঙ্গীকে শাস্তিস্বরূপ হত্যার বিধান রয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

অর্থাৎ, কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকেই হত্যা করবে। (আবূ দাউদ ৪৪৬২; তিরমিযী ১৪৫৬; ইবনে মাজাহ্ ২৬০৯; বায়হাক্বী ১৬৭৯৬)

উক্ত হত্যার ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। তবে হত্যার ধরনের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أُرْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، أُرْجُمُوْهُمَا جَمِيْعًا.

অর্থাৎ, উপর-নিচের উভয়কেই রজম করে হত্যা কর। (ইবনে মাজাহ্ ২৬১০)

www.pathagar.com

আবূ বকর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এবং হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক (রা.) সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ (رضى) اَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِىْ بَعْضِ ضَوَاحِى الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ، فَجَمَعَ لِذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْهِمْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) فَقَالَ عَلِىٌّ (رضى) اِنَّ هٰذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اُمَّةٌ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً، فَفَعَلَ اللّٰهُ بِهِمْ مَاقَدْ عَلِمْتُمْ، اَرَى اَنْ تَحْرِقَهُ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَاْىُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّحْرَقَ بِالنَّارِ، فَاَمَرَ بِهِ اَبُوْبَكْرٍ اَنْ يُّحَرَقَ بِالنَّارِ.

অর্থাৎ, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ্ (রা.) একদা আবূ বকর (রা)-এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি প্রেরণ করলেন যে, তিনি আরবের কোন এক মহল্লায় এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছেন যাকে দিয়ে যৌন উত্তেজনা নিবারণ করা হয়। যেমনিভাবে নিবারণ করা হয় মহিলা দিয়ে। তখন আবূ বকর (রা.) সকল সাহাবাদেরকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের মধ্যে আলী (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন : এ এমন একটি গুনাহ যা বিশ্বে শুধুমাত্র একটি উম্মতই ঘটিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবগত রয়েছেন। সুতরাং আমার মত হচ্ছে, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। উপস্থিত সকল সাহাবারাও উক্ত মতের সমর্থন করেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারি করেন। (বায়হাকী/ শু'আবুল্ ঈমান, হাদীস ৫৩৮৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

يُنْظَرُ اَعْلَى بِنَاءٍ فِى الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوْطِىُّ مِنْهَا مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

(ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৮৩২৮ বায়হাক্বী ৮/২৩২)

সমকামীর জন্য পরকালের শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوِ امْرَاَةً فِى الدُّبُرِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে ব্যক্তি সমকামে লিপ্ত হয় কিংবা কোন মহিলার মলদ্বারে সঙ্গম করে।

(ইব্নু আবী শায়বাহ্, হাদীস ১৬০৩ ; তিরমিযী ১১৬৫)

সমকামের চিকিৎসা

উক্ত রোগ তথা সমকামের নেশা থেকে বাঁচার উপায় অবশ্যই রয়েছে। তবে তা এ জাতীয় রোগীর পক্ষ থেকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায়। আর তা হচ্ছে দু'প্রকার : রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা : তা আবার দু'ধরনের–

দৃষ্টিশক্তি হিফাযতের মাধ্যমে

কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি অস্ত্র যা শুধু মানুষের আফসোসই বৃদ্ধি করে দেয়। কাজেই শ্মশ্রুবিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তা হলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর উৎসাহ জন্ম নিবে না। এ ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো উপকারিতা রয়েছে যা নিম্নরূপ–

১. তাতে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করা হয়। যা ইবাদতেরই একাংশ এবং ইবাদাতের মধ্যেই সমূহ মানব কল্যাণ অন্তর্নিহিত রয়েছে।

২. বিষাক্ত তীরের প্রভাব থেকে অন্তর বিমুক্ত থাকে। কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর।

৩. মন সর্বদা আল্লাহ্ অভিমুখী থাকে।

৪. মন সর্বদা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী থাকে।

৫. অন্তরে এক ধরনের নূর তথা আলো জন্ম নেয় যার দরুণ সে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই ধাবিত হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ.

অর্থাৎ, (হে রাসূল!) আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন : তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফাযত করে।

(সূরা নূর : আয়াত-৩০)

এর কয়েক আয়াত পরই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। (সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে) তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার। যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। (সূরা নূর : আয়াত-৩৫)

৬. হক্ব ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিশেষ প্রভেদজ্ঞান সৃষ্টি হয়। যার দরুণ দৃষ্টি সংযতকারীর যে কোন ধারণা অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা লূত সম্প্রদায়ের সমকামীদেরকে অন্তর্দৃষ্টিশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

অর্থাৎ আপনার জীবনের কসম! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে তথা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। (সূরা হিজ্র : আয়াত-৭২)

৭. অন্তরে দৃঢ়তা সাহসিকতা ও শক্তি জন্ম নেয় এবং মানুষ তাকে সম্মান করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল ﷺ ও (সত্যিকার) ঈমানদারদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তো তা জানে না।

(সূরা মুনা'ফিকুন : আয়াত-৮)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ .

অর্থাৎ কেউ সম্মান চাইলে সে যেন জেনে রাখে, সকল সম্মানই তো আল্লাহ তা'আলার। (সুতরাং তাঁর কাছেই তা প্রত্যাশা করতে হবে, অন্যের কাছে নয়) তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ তথা যিকির ইত্যাদি আরোহণ করে এবং নেক আমলই তা উন্নীত করে। (সূরা ফা'ত্বির : আয়াত-১০)

অতএব, আল্লাহ'র আনুগত্য, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমেই তাঁরই কাছে সম্মান কামনা করতে হবে।

৮. তাতে মানব অন্তরে শয়তানের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, সে দৃষ্টি পথেই মানব অন্তরে প্রবেশ করে শূন্যস্থানে বাতাস প্রবেশের চেয়েও অতি দ্রুত গতিতে। অতঃপর সে দেখা বস্তুটির সুদৃশ্য দৃষ্টি ক্ষেপণকারীর মানসপটে প্রতি স্থাপন করে। সে দৃষ্ট বস্তুটির মূর্তি এমনভাবে তৈরি করে যে, অন্তর যখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়। এরপর সে অন্তরকে অনেক ধরনের আশা ও অঙ্গীকার দিতে থাকে। অন্তরে উত্তরোত্তর কুপ্রবৃত্তির তাড়না জাগিয়ে তোলে। সে মনের মাঝে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাতে বহু প্রকারের গুনাহ্র জ্বালানি ব্যবহার করে আরো উত্তপ্ত করতে থাকে। অতঃপর হৃদয়টি সে উত্তপ্ত আগুনে লাগাতার ভষ্মিত হতে থাকে। সে অন্তর্দাহ থেকেই বিরহের উত্তপ্ত ঊর্ধ্বশ্বাসের সৃষ্টি।

৯. অন্তর সর্বদা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পর্কে চিন্তাধারা করার প্রয়াস পায়। অবৈধ দৃষ্টি ক্ষেপণে মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর গাফিল হয়ে যায়। প্রবৃত্তি পূজায় ধাবিত হয় এবং সকল ব্যাপারে এক ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম ﷺ-কে এদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এমনকি যার কার্যকলাপ সীমালঙ্ঘন করেছে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।

(সূরা কাহ্ফ : আয়াত-২৮)

১০. অন্তর ও দৃষ্টির মাঝে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি খারাপ হলে অন্যটি এমনিতেই খারাপ হতে বাধ্য। তেমনিভাবে একটি সুস্থ থাকলে অন্যটিও সুস্থ থাকতে বাধ্য। সুতরাং যে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে বা সংযত করবে তার অন্তরও তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

১২

সুদ খাওয়া ও দেয়া

সুদ খাওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ। এ জন্যই তো আল্লাহ্ তা'আলা সুদখোরের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যা অন্য কোন পাপীর ব্যাপারে দেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَـٰٓا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন কর যদি তোমরা সত্যিকারে মু'মিন হওয়ার দাবি করে থাক। আর যদি তোমরা তা করতে অক্ষম হও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৮-২৭৯)

অর্থনৈতিক মন্দাভাব, ঋণ পরিশোধ অক্ষমতা, অকর্মের সংখ্যাবৃদ্ধি, কোম্পানিগুলোর অধঃপতন, নিজের সকল উপার্জন ঋণ পরিশোধেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, দেশের বেশির ভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হওয়া তথা সমাজে উচ্চস্তরের আবির্ভাব সে যুদ্ধেরই অন্তর্গত।

রাসূলে করীম ﷺ সুদের সাথে সম্পৃক্ত চার প্রকারের লোককে সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করেন।

www.pathagar.com

জাবির ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ লা'নত (অভিসম্পাত) করেন সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তিকে। তারা হচ্ছে : সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়। রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেছেন : তারা সবাই সমপর্যায়ের দোষী।

(মুসলিম ১৫৯৮; তিরমিযী ১২০৬ ; আবূ দাউদ ৩৩৩৩ ইবনে মাজাহ্ ২৩০৭; ইবনু হিব্বান ৫০২৫)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا ، وَفِىْ رِوَايَةٍ، : حُوْبًا ، اَيْسَرُهَا مِثْلُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ، وَاِنَّ اَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ .

অর্থাৎ, সুদের তিয়াত্তরটি গুনাহ রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য গুনাহ্। আর সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোন মুসলিম ব্যক্তির ইয্যত হরণ করা।

(ইবনে মাজাহ্ ২৩০৪, ২৩০৫; হা'কিম : ২/৩৭ সাহীহুল, জা'মি, হাদীস ৩৫৩৩)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً

অর্থাৎ, সুদের একটি টাকা জেনেশুনে ভক্ষণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। (আহ্মদ : ৫/২২৫ জা'মি; হাদীস ৩৩৭৫)

সুদের সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন তাতে কোন বরকত নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ، وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সুদে কোন বরকত দেন না। তবে তিনি দানকে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুত: আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কৃতঘ্ন পাপীকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৬)

www.pathagar.com

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

اَلرِّبَا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلٰى قُلٍّ .

অর্থাৎ,, সুদ যদিও দেখতে বেশি দেখা যায় তার পরিণতি কিন্তু ঘাটতির দিকেই।

(হা'কিম : ২/৩৭ সাহীহুল জা'মি হাদীস ৩৫৪২ ; ইবনু মাজাহ্ ২৩০৯)

আল্লাহ্ তা'আলা সুদখোরকে শয়তানে ধরা ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। আর তা এ কারণেই যে, তারা সুদকে লাভ বলে জ্ঞান করে; অথচ ব্যাপারটি একেবারেই তার উল্টো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন−

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

অর্থাৎ, সুদখোররা (কিয়ামতের দিন) শয়তানে ধরা ব্যক্তির মতো মোহাবিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। আর তা এ কারণেই যে, তারা বলে : ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।

(সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-২৭৫)

যারা সুদখোর তারা প্রকৃতপক্ষে কখনো সুদ কম খেতে চায় না। বরং বেশি খেতে চাওয়াই তাদের সাধারণ অভ্যাস। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের মধ্যে তাদেরকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন−

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ বেশি বেশি খেয়ো না, বরং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(সূরা আলে ইম্রান : ১৩০)

তবে গুনাহটি যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে নিজ দয়ায় তা থেকে তাওবা করার পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ، وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ، وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থাৎ, অতঃপর যার নিকট নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশাবলী এসেছে। ফলে সে তা ত্যাগ করেছে। তা হলে যা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে তাতে কোন অপরাধ নেই এবং তার ব্যাপারটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই সোপর্দ। (যদি সে নিজ তাওবার উপর অটল ও অবিচল থাকে তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার পুণ্যকে বিনষ্ট করবেন না)। আর যারা আবারো সুদ খেতে আরম্ভ করল তারা হচ্ছে জাহান্নামী। যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

(সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৫)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন–

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ، وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ، وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা সুদ খাওয়া থেকে তাওবা করে নাও তা হলে তোমাদের জন্য রয়েছে শুধু তোমাদের মূলধনটুকু। তোমরা কারোর উপর জুলুম করবে না এবং তেমনিভাবে তোমাদের উপরও কোন জুলুম করা হবে না। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে তার স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা কর। আর যদি তোমরা তোমাদের মূলধনটুকুও দরিদ্র ঋণগ্রস্তদেরকে বিলিয়ে দাও তা হলে তা হবে তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা তা জানো বা বুঝে থাক তা হলে তা অতিসত্বর বাস্তবায়ন কর। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৭৯-২৮০)

সুদ খাওয়া, খাওয়ানো, লেখা ও সে ব্যাপারে সাক্ষী দেয়া যেমন হারাম অথবা কবীরা গুনাহ্ তেমনিভাবে সুদী ব্যাংকে টাকা রাখা, পাহারাদারি করা অথবা সুদী ব্যাংকের সাথে যে কোন ধরনের লেনদেন করাও শরীয়ত বিরোধী কাজ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন−

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى، وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থাৎ, তোমরা নেক কাজ ও খোদাভীরুতায় পরস্পরকে সহযোগিতা কর। তবে পাপাচার ও অত্যাচার করতে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা মায়িদা : আয়াত-২)

তবে যারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়ে (চুরি অথবা আত্মসাৎ ইত্যাদির ভয়ে) মন্দের ভালো ইসলামী ব্যাংক কাছে না পেয়ে সুদী ব্যাংকে টাকা রেখেছেন তাদেরকে সদা সর্বদা নিজ অপারগতার কথা মনে রাখতে হবে। ভাবতে হবে, আমি যেন অপারগতার কারণে মৃত পশু খাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ জন্য সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বিকল্প ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। ব্যাংক থেকে সুদ উঠিয়ে তা জনকল্যাণমূলক বৈধ কাজে ব্যয় করে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। তা ব্যয় করার সময় কখনো সদকার নিয়ত করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি একমাত্র পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন। আর সুদ হচ্ছে অপবিত্র। অতএব তিনি তা কখনোই গ্রহণ করবেন না। সুদের টাকা, খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছেদ, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদির খাতে অথবা স্ত্রী-পুত্র এবং মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ তথা ওয়াজিব খরচায় ব্যয় করা যাবে না। তেমনিভাবে যাকাত আদায়, ট্যাক্স পরিশোধ, নিজেকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও ব্যয় করা যাবে না। কারণ, এসবগুলো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সুদ খাওয়ারই শামিল।

www.pathagar.com

১৩

মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া

মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একটি জঘন্যতম অপরাধ। কোন বিষয়ে নিশ্চিত জানাশোনা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে অনুমান ভিত্তিক কোন কথা বলা সত্যিই অপরাধ এবং তা অধিকাংশ সময় মিথ্যা হতেই বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে বিষয়ে পেছনে পড় না তথা অনুমানের ভিত্তিতে কখনো পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি কান, চোখ হৃদয় ও সবের ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।
(সূরা ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : আয়াত-৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ

অর্থাৎ, (অনুমান ভিত্তিক) মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক। (সূরা যারিয়াত : আয়াত-১০)

মিথ্যুক আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত। মুবাহালার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

অর্থাৎ, অতঃপর আমরা সবাই (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) এ মর্মে প্রার্থনা করি যে, মিথ্যুকের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশম্পাত পতিত হোক।
(সূরা আলে- ইম্‌রান : আয়াত-৬১)

লি'য়ানের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থাৎ, পঞ্চমবার পুরুষ এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত পতিত হোক যদি সে (নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। (সূরা নূর : আয়াত-৭)

www.pathagar.com

মিথ্যা কখনো কখনো মিথ্যাবাদীকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় এবং মিথ্যা বলতে বলতে অবশেষে সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিথ্যুক হিসেবেই পরিগণিত হয়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا .

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একজন সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং সর্বদা মিথ্যার অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়।
(মুসলিম ২৬০৭)

সামুরাহ ইবনে জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূল করীম ﷺ সাহাবাদেরকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : গত রাত আমার কাছে দু'জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল : চলুন, এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম যে চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে চিরে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব চিরতে না চিরতেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে। ফিরিশতাদ্বয় উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন : উক্ত ব্যক্তির দোষ এই যে,

www.pathagar.com

সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। (বুখারী ৭০৪৭; মুসলিম ২২৭৫)

বিশেষ আফসোসের ব্যাপার এই যে, অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই অহেতুক মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার ইহলৌকিক কোন ফায়েদা নেই। অথচ সে অন্যকে ফুর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে।

হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ، لِيُضْحِكَ، بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ.

অর্থাৎ, অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির যে মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায়। অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির; অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির। (তিরমিযী-২৩১৫)

অনেকের মধ্যে তো আবার মিথ্যা স্বপ্ন তথা স্বপ্ন বানিয়ে বলার প্রবণতা রয়েছে। বর্তমানে নতুন নতুন মাযার তৈরির এই তো হচ্ছে একমাত্র পুঁজি। কোন পীর-বুযুর্গের নাম-গন্ধও নেই অথচ মাযার উঠার অলীক স্বপ্ন আওড়িয়ে নতুন নতুন মাযারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। একে তো মাযার উঠানো আবার তা তথা কথিত অলীক স্বপ্নের ভিত্তিতে। আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন এ প্রকার মানুষকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করবেন অথচ সে তার করতে অপারগ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ اَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ، وَلَنْ يَّفْعَلَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করল অথচ বাস্তবে সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে সক্ষম না। (বুখারী ৭০৪২ ; তিরমিযী ২২৮৩)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ.

অর্থাৎ, সর্ব নিকৃষ্ট মিথ্যা হচ্ছে, কেউ যা স্বপ্নে দেখেনি তা সে দেখেছে বলে দাবি করছে। (বুখারী ৭০৪৩)

তবে অতি প্রয়োজনীয় কোন কল্যাণ অর্জনের জন্য অথবা নিশ্চিত কোন অঘটন থেকে পরিত্রাণের জন্য; যা সত্য বললে কোনভাবেই হবে না এবং তাতে কারোর কোন অধিকারও বিনষ্ট করা হয় না কিংবা কোন হারামকেও হালাল করা হয় না এমতাবস্থায় মিথ্যা বলা বৈধ। তবুও এমতাবস্থায় এমনভাবে মিথ্যাটিকে উপস্থাপন করা উচিত যাতে বাহ্যিকভাবে তা মিথ্যা মনে হলেও বাস্তবে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। কারণ, কথাটি বলার সময় তার ধ্যানে সত্য কোন একটি দিক তখনো উদ্ভাসিত ছিল। আরবী ভাষায় যা তাওরিয়া বা মা'আরীয নামে পরিচিত।

ইম্‌রান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

إِنَّ فِي الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكَذِبِ.

অর্থাৎ, ঘুরিয়ে কথা বললে জাজ্বল্য মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(বায়হাকী ১০/১৯৯ ইব্‌নে আদী ৩/৯৬)

উম্মে কুল্‌সুম বিনতে উক্ববাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا.

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করে এবং সে উক্ত উদ্দেশ্যেই উত্তম কথা বলে এবং তা বানিয়ে বলে।

(বুখারী ২৬৯২; মুসলিম ২৬০৫)

www.pathagar.com

উম্মে কুল্‌সুম বিনতে উক্ববা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ শুধু তিনটি ব্যাপারেই মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলতেন–

لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا : الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُوْلُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيْدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا .

অর্থাৎ, আমি মিথ্যা মনে করি না যে, কোন ব্যক্তি মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তার উদ্দেশ্য কেবল বিরোধ মীমাংসার জন্যই। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি শত্রু পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য কোন কথা বানিয়ে বলবে। তেমনিভাবে কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এবং কোন মহিলা নিজ স্বামীর সঙ্গে কোন কথা বানিয়ে বলবে। (আবু দাউদ ৪৯২১)

ইব্‌নে শিহাব যুহ্‌রী বলেন : আমার জানা-শুনা মতে তিন জায়গায়ই মিথ্যা কথা বলা যায়। আর তা হচ্ছে যুদ্ধ, মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কথা।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও কবীরা গুনাহ্‌গুলোর অন্যতম। আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

অর্থাৎ, আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৭২)

www.pathagar.com

১৪

মিথ্যা কসম খাওয়া

মিথ্যা কসম খাওয়াও একটি কবীরা গুনাহ্। চাই তা কোন বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যই হোক অথবা কারোর কোন সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার জন্যই হোক।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْكَبَائِرُ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ .

অর্থাৎ, কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম একটি হলো, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া। (বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০)

মিথ্যা কসম খাওয়া পণ্য বিক্রেতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন কোন কথা বলবেন না, তার দিকে দৃষ্টিও এমনকি তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্ত তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ : فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : اَلْمَنَّانُ الَّذِيْ لَا يُعْطِيْ شَيْئًا اِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

www.pathagar.com

বর্ণনাকারী বলেন : রাসূল করীম ﷺ কথাগুলো তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আবূ যর (রা) বলেন : তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়েই খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সরবরাহকারী। (মুসলিম ১০৬)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

অর্থাৎ, কেউ কারোর সম্পদ অবৈধভাবে আহরণের জন্য মিথ্যা কসম খেলে সে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি (আল্লাহ্) তার উপর খুবই রাগান্বিত। (বুখারী ২৩৫৬, ২৩৫৭, ২৪১৬, ২৪১৭, ২৫১৫, ২৬৬৬, ২৬৬৭, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭৬, ২৬৭৬, ২৬৭৭)

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

অর্থাৎ কেউ (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের অধিকার কেড়ে নিলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করেন এবং জান্নাত অবৈধ করে দেন। জনৈক (সাহাবী) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সামান্য কোন কিছু হোক না কেন। রাসূল করীম ﷺ বলেন : যদিও "আরাক" গাছের ডাল সমপরিমাণ হোক না কেন। যা মিসওয়াকের গাছ। (মুসলিম ১৩৭)

www.pathagar.com

১৫

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা

ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণও একটি জঘন্ন অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْا أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا-

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে তারা সত্যিকারার্থে আগুন দিয়ে নিজের পেট ভর্তি করছে এবং অচিরেই তারা জাহান্নামের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে। (সূরা আন নিসা : আয়াত-১০)

১৬

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ করা

আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করা একটি মারাত্মক অপরাধ। তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা সাব্যস্থ করা সর্বোচ্চ অপরাধ। চাই তা জেনে হোক অথবা না জেনে হোক। চাই তাঁর নাম, কাম বা গুণাবলীতে হোক অথবা তাঁর শরীয়তে। আল্লাহ তা'আলাকে এমন গুণে গুণান্বিত করা যে গুণ না তিনি নিজে তাঁর জন্য নির্বাচন করেছেন না তাঁর রাসূল ﷺ সে সম্পর্কে কাউকে জানিয়েছেন। বরং তা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর বর্ণনার বিপরীত। এর অবস্থান শিরকের পরপরই। আবার কখনো কখনো তা শিরকের চাইতে মারাত্মক রূপ ধারণ করে যখন তা জেনে শুনে হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি না জেনে-শুনে আল্লাহ তা'আলার উপর দোষারূপ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে কখনো সুপথ দান করেন না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا، اَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ، اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? বস্তুত : জালিমরা কখনো সফলকাম হতে পারে না। (সূরা আন'আম : আয়াত-২১)

তিনি আরো বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ، وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ، وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ، اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ، اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ، وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা বলে : আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়। অথচ তার নিকট কোন ওহী প্রেরণ করা হয়নি। আরো বলে : আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ (তাঁর আয়াতসমূহ) অবতীর্ণ করেন আমিও সেরূপ : অবস্থা যার সম্মুখীন হচ্ছে জালিমরা তখন সত্যিই ভয়ানক অবস্থাই দেখতে পেতে। তখন ফেরেশতারা তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে বলবে : তোমাদের জীবনপ্রাণ বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র তা'আলার উপর অবৈধভাবে মিথ্যা সাব্যস্থ করতে এবং অহঙ্কার করে তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতে। (সূরা আন'আম : আয়াত-৯৩)

তিনি আরো বলেন–

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে আপনি শেষ বিচারের দিন তাদের চেহারা কালো দেখবেন। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

(সূরা যুমার : আয়াত-৬০)

যে মুশরিক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্থ করে; অথচ সে আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলি বাস্তবে যথার্থভাবে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্থ করে না; অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ গুণাবলিতে যথার্থ বিশ্বাসী নয়।

যেমন : কোন ব্যক্তি কারো রাষ্ট্রক্ষমতা ও তদসংক্রান্ত সকল গুণাবলিতে বিশ্বাসী অথচ সে কোন কোন কাজে তার অংশীদারকেও বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম যে উক্ত ব্যক্তির অংশীদার সাব্যস্ত করে না এবং তাঁর রষ্ট্রক্ষমতা ও তদ্সংক্রান্ত গুণাবলিতেও বিশ্বাসী নয়।

আবূ হুরায়রা মুগরীরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমার ইবনে 'আস্ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার উপর মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নিল।

(বুখারী ১১০, ১২৯১, ৩৪৬১, ৬১৯৭; মুসলিম ৩, ৪; তিরমিযী ২৬৫৯)

'আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا تَكْذِبُوْنَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارِ.

অর্থাৎ, তোমরা কখনো আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(বুখারী, ১০৬; মুসলিম)

জেনেশুনে ভুল হাদীস বর্ণনাকারীও মিথ্যুকদের অন্তর্গত হবে। মুগীরাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করল অথচ সে জানে যে, তা আমার কথা নয় বরং তা জলজান্ত মিথ্যা তা হলে সে মিথ্যুকদেরই একজন।

(তিরমিযী ২৫৫২)

www.pathagar.com

১৭

কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন

কাফিরদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়নও একটি মারাত্মক অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ، وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ، فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ، وَمَاْ وٰهُ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা কখনোই তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর না। যে ব্যক্তি সে দিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন অথবা নিজেদের অন্য সেনাদলের নিকট অবস্থান নেয়া ব্যতীত যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার কোপানলে পতিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। যা একেবারেই নিকৃষ্টতম স্থান।

(সূরা আন্‌ফাল : আয়াত-১৫-১৬)

১৮

অধীনস্থদের উপর জুলুম করা ও ধোঁকা দেয়া

কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির জন্য তার অধীনস্থদের উপর যুলুম করা অথবা তাদেরকে যে কোন ব্যাপারে ধোঁকা দেয়া কখনোই জায়েয নয়; বরং তা কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। কোন ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। বস্তুত: এদের জন্যই রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা শূরা' : আয়াত-৪২)

জা'বির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِتَّقُوا الظُّلْمَ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থাৎ, কারোর উপর অত্যাচার করা থেকে নিবৃত থাক। কারণ, এ অত্যাচার শেষ বিচারের দিন ঘোর অন্ধকাররূপেই পতিত হবে। (মুসলিম ২৫৭৮)

মা'ক্বিল ইবনে ইয়াসা'র মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার উপর সাধারণ জনগণের কোন দায়িত্বভার ন্যস্ত করলে অতঃপর সে তাদেরকে সে ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন।

(বুখারী ৭১৫১ ; মুসলিম ১৪২ আবূ আসওয়ানাহ্ হাদীস ৭০৪৫, ৭০৪৬)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

اَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِى النَّارِ .

অর্থাৎ, যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থ প্রজাদেরকে ধোঁকা দিলে সে জাহান্নামী। (সাহীহুল, জামি হাদীস ২৭১৩)

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ اَمِيْرِ عَشَرَةٍ اِلَّا يُؤْتَى بِهِ مَغْلُوْلَةً يَدُهُ اِلَى عُنُقِهِ، اَطْلَقَهُ عَدْلُهُ اَوْ اَوْبَقَهُ جَوْرُهُ .

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি দশজনের আমীর নিযুক্ত হলেও তাকে (শেষ বিচারের দিন) গলায় হাত বেঁধে হাজির করা হবে। তার ইনসাফ তাকে ছাড়িয়ে নিবে কিংবা তার জুলুম তাকে ধ্বংস করবে। (আহমদ ৯৫৭৩ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ১২৬০২ বায্যার, হাদীস ১৬৩৮, ১৬৩৯, ১৬৪০, দারিমী/ ২/ ২৪০ বায়হাক্বী ৩/১২৯)

www.pathagar.com

অত্যাচারী প্রশাসক রাসূল করীম ﷺ-এর সুপারিশ পাবে না। আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِيْ : إِمَامٌ ظَلُوْمٌ غَشُوْمٌ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٌ.

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্য থেকে দু' প্রকৃতির মানুষই (শেষ বিচারের দিন) আমার সুপারিশ পাবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো বড় অত্যাচারী প্রশাসক এবং অন্যজন হলো প্রত্যেক ধর্মচ্যুত হঠকারী ব্যক্তি। (ত্বাবারানী/ কাবীর খণ্ড ৮ হাদীস ৮০৭৯ আর্‌বোয়োনী, হাদীস ১১৮৬ সাহীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২১৮)

অত্যাচারী আমীরের সহযোগীরাও রোজ কিয়ামতের দিন হাউযে কাউসারের পানি পান থেকে বঞ্চিত থাকবে।

হুযাইফা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

سَيَكُوْنُ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ جَوَرَةٌ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

অর্থাৎ, অচিরেই এমন আমীর আসবে যারা হবে ফাসিক ও অত্যাচারী। যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য এবং তাদের জুলুমে সহযোগিতা প্রদান করবে তারা আমার নয় আর আমিও তাদের নই। তারা কখনোই আমার হাউযে কাউসারে অবতরণ করবে না। (আহ্‌মদ্ ৫/৩৮৪ হাদীস ১৫২৮৪ বাযযার, হাদীস ১৬০৬, ১৬০৭, ১৬০৯)

যে আমীর ও প্রশাসকরা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলে না এতদুপরি তারা প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে তাদের অভিসম্পাত ও ঘৃণার পাত্র হয় রাসূল করীম ﷺ তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট শাসক বলে অভিহিত করেন।

আয়িয ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ.

অর্থাৎ, অত্যাচারী হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট শাসক। (মুসলিম ১৮৩০)

www.pathagar.com

আউফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

شِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যকার সর্বনিকৃষ্ট প্রশাসক হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা-পোষণ করে। তেমনিভাবে যাদেরকে তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে। (মুসলিম ১৮৫৫)

যারা রাসূল করীম ﷺ-এর আদর্শ অনুযায়ী বিচার করে না তাদেরকে তিনি বেকুব বলে আখ্যা প্রদান করেন।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ اللّٰهُ مِنْ اِمَارَةِ السُّفَهَاءِ، اُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، لَا يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِيْ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ.

অর্থাৎ, হে কা'ব ইবনে উজরাহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বেকুবদের প্রশাসন থেকে হেফাযত করুন। আমার মৃত্যুর পরে এমন কিছু নেতা আগমন করবে যারা আমার আদর্শে আদর্শবান এবং আমার সুন্নাতের অনুসারী হবে না।

(আব্দুর রাযযাক, হাদীস ২০৭১৯; আহ্মদ ৩/৩১২, ৩৯৯ হাকিম ৩/৪৮০, ৪/৪২২; ইবনে হিব্বান ১৭২৩, ৪৫১৪ আবু নু'আইম/ হিল্য়াহ্ ৮/২৪৭)

ঠিক এরই বিপরীতে ন্যায় ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসকরা আল্লাহ্ তা'আলার আরশের নিচে ছায়া পাবে এবং নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ : اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ.

অর্থাৎ, সাত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার আর্শের ছায়া পাবে যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি। (বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬ ; মুসলিম ১০৩১)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا .

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীরা শেষ বিচারের দিন পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার ডানে নূরের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হবে। আর আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান। ইনসাফকারী তারা যারা বিচার কাজে, নিজ পরিবারবর্গের ও অধীনস্থদের উপর ইনসাফ করবে। (মুসলিম ১৮২৭)

আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে খুব শীঘ্রই নিজ ভুল শুধরে নেয়ার জন্য কিছু সময় অবশ্যই দিয়ে থাকেন। তবে যখন তিনি তাদেরকে একবার পাকড়াও করবেন তখন কিন্তু আর কোন মুক্তি নেই।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ، حَتّٰى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأَ : وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهٗ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে কিছু সময় সুযোগ দিয়ে থাকেন। তবে যখন তিনি তাকে একবার পাকড়াও করবেন তখন আর কিন্তু (শাস্তি না দিয়ে) তাকে ছেড়ে দিবেন না। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন যার অর্থ : এভাবেই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করে থাকেন যখন তারা অত্যাচারে লিপ্ত হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। (হুদ : ১০২ (বুখারী ৪৬৮৬ ; মুসলিম ২৫৮৩)

মজলুমের বদদো'আ আল্লাহ তা'আলার নিকটে অবশ্যই গৃহীত হবে। যদিও সে কাফির অথবা ফাসিক হয়ে থাকুক না কেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বিদায়ী উপদেশ দিয়ে গিতে বলেন–

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, মজলুমের বদ্দো'আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, তার বদদো'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল নেই। অতএব তার বদদো'আ অবশ্যই কবুল হবে। (বুখারী ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭; মুসলিম ১৯; আবূ দাউদ ১৫৮৪)

খুযাইমা ইবনে সা'বিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

اِتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ : وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ .

অর্থাৎ, তোমরা মযলুমের বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, তাঁর বদদো'আ মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার সম্মান ও মহিমার কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও তা কিছুদিন পরেই হোক না কেন। (ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ৪ হাদীস ৩৭১৮ সাহীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২১৮)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ

অর্থাৎ, মজলুমের বদদো'আ অবশ্যই গ্রহণীয়। যদি সে গুনাহগারও হয়ে থাকে তা হলে তার গুনাহ্ তারই ক্ষতি সাধন করবে। তবে তা তার ফরিয়াদ গ্রহণে কোন ধরনের প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। (আহ্মদ ৮৭৮১ ত্বাবারানী/ আওসাত্ব, হাদীস ১১৮২)

আনাস্ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ .

অর্থাৎ, মজলুমের বদ দো'আ কবুল হতে কোন বাধা নেই যদিও সে কাফির হয়ে থাকুক না কেন। (আহ্মদ্ ১২৭১ সা'হীহুত, তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২২৩১)

কেউ কারোর উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করে থাকলে তাকে আজই সে ব্যাপারে তার সাথে যে কোনভাবে মীমাংসা করে নিতে হবে। কারণ, শেষ বিচারের দিন কারোর হাতে এমন কোন অর্থ সম্পদ থাকবে না যা দিয়ে তখন কোন মীমাংসা করা যেতে পারে। বরং তখন মীমাংসার একমাত্র মাধ্যম হবে সাওয়াব অথবা গুনাহের বিনিময়। অন্যকে নিজ সাওয়াব দিয়ে দিবে নতুবা তার

www.pathagar.com

গুনাহ্ বহন করবে। এমন তো হতে পারে যে, তাকে অন্যের গুনাহ্ বহন করেই জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। আর তখনই তার মতো নিঃস্ব আর কেউই থাকবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيْ: رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِيْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ، فَاسْتَحَلَّهُ.

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির কাছে অন্য কোন ব্যক্তির কোন হরণ করা অধিকার থাকলে তা ইজ্জত, সম্পদ অথবা যে কোন সম্পর্কীয় হোক না কেন সে যেন তার সাথে আজই সে ব্যাপারে ফয়সালা করে নেয়। সে দিনের অপেক্ষায় সে যেন বসে না থাকে যেদিন কোন দীনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সা থাকবে না। সে দিন তার কোন অর্জিত আমল থেকে থাকলে অন্যের অধিকার হরণের পরিবর্তে তার থেকে তা কেড়ে নেয়া হবে। আর যদি সে দিন তার কোন অর্জিত নেক আমল না থেকে থাকে তা হলে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

(বুখারী, ২৪৪৯, ৬৫৩৪; তিরমিযী ২৪১৯)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا : اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا . وَقَذَفَ هٰذَا . وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا . وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا . وَضَرَبَ هٰذَا . فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ

www.pathagar.com

حَسَنَاتِهِ، فَانْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ.

অর্থাৎ, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবারা বললেন : নিঃস্ব সে বক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূল করীম ﷺ বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ্ তা'আলার সামনে) অনেক সালাত, রোযা ও যাকাত নিয়ে হাজির হবে। অথচ (হিসেব করতে গিয়ে) দেখা যাবে যে, সে অমুককে গাল-মন্দ করেছে। অমুকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে। অমুকের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। অমুকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন ঐ ব্যক্তিকে তাঁর কিছু সাওয়াব দেয়া হবে। এভাবে তাঁর পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন তাদের গুনাহ্সমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ২৫৮১; তিরমিযী ২৪১৮)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

অর্থাৎ, তোমরা প্রত্যেকেই শেষ বিচারের দিন অন্যের হৃত অধিকারসমূহ সেগুলোর অধিকারীদেরকেই পৌঁছিয়ে দিবে অবশ্যই। এমনকি সে দিন শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকেও শিংবিহীন ছাগলের জন্য ক্বিসাস্ তথা সমপ্রতিশোধ নেয়া হবে। (মুসলিম ২৫৮২)

কেউ কোন মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারোর অধিকার অবৈধভাবে হরণ করলে তাকে অবশ্যই সে জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে এবং জান্নাত হবে তার উপর হারাম।

আবূ উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : وَاِنْ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কেউ (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম বাধ্যতামূলক করেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। জনৈক (সাহাবী) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যদিও সামান্য কোন কিছু হোক না কেন। রাসূল করীম ﷺ বলেন : যদিও 'আরাক' গাছের ডাল সমপরিমাণ হোক না কেন। যা মিসওয়াকের গাছ। (মুসলিম ১৩৭)

বিশেষ করে কেউ কারোর জমিন অবৈধভাবে দখল করলে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হবেন এবং সে পরিমাণ সাত স্তর জমিন তার গলায় পরিয়ে দিবেন।

ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

مَنِ اقْتَطَعَ اَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

অর্থাৎ, কেউ কারোর জমিন অবৈধভাবে দখল করলে সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করবে যে, তখন তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট।

(মুসলিম ১৩৯)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কারোর এক বিঘত সমপরিমাণ জমিন অবৈধভাবে দখল করল (কিয়ামতের দিন) তার গলায় সাত জমিন পরিয়ে দেয়া হবে।

(বুখারী ২৪৫৩, ৩১৯৫; মুসলিম ১৬১২)

www.pathagar.com

১৯

গর্ব, দাম্ভিকতা ও আত্মঅহঙ্কার করা

গর্ব, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার ও অহংবোধ একটি মারাত্মক অপরাধ। যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অসন্তুষ্টি ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণও হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না।
(সূরা না'হল : আয়াত-২৩)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেন–

مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْتَالُ فِيْ مَشْيَتِهِ وَيَتَعَاظَمُ فِيْ نَفْسِهِ إِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি গর্বভরে চলাফেরা করলে এবং সে সত্যিই আত্মম্ভরী সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন।
(আহমাদ ৫৯৯৫, বুখারী/আল-আদাবুল মুফ্‌রাদ, হাদীস ৫৪৯; হা'কিম ১/৬০)

আবু সা'ঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَلْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُهُ.

অর্থাৎ, ইজ্জত তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার) নিম্ন বসন এবং গর্ব তাঁর চাদর। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে আমি শাস্তি দেবো। (মুসলিম-২৬২০)

মূসা (আ) সকল গর্বকারীদের থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় কামনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَقَالَ مُوْسٰى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, মূসা (আ) বলল : যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাসী নয় সে সব অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (গাফির/মু'মিন :২৭)

সর্বপ্রথম গুনাহ্ যা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে করা হয়েছে তা হচ্ছে অহঙ্কার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। শুধুমাত্র সে অহঙ্কারবশত সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। আর তখনই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারা : আয়াত-৩৪)

দলীল বিহীন যারা কুরআন ও হাদীস নিয়ে অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তারা অহঙ্কারীই বটে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ، اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ، اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অর্থাৎ, যারা দলীল বিহীন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহঙ্কারই। তারা তাদের উদ্দেশ্যে কখনো সফলকাম হবে না। সুতরাং তুমি আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মু'মিন : আয়াত-৫৬)

গর্বকারীরা সত্যিই জাহান্নামী এবং যাদেরকে নিয়ে জাহান্নাম জান্নাতের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছে।

হারিসা ইবনে ওয়াহব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلَّا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوْا : بَلٰى قَالَ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে সংবাদ দেব না? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই দিবেন। তখন তিনি বলেন, জাহান্নামী হচ্ছে প্রত্যেক কঠিন প্রকৃতির ধনী কৃপণ অহঙ্কারী। (বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭১, ৬৬৫৭; মুসলিম ২৮৫৩)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ : أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَالِىْ لَا يَدْخُلُنِىْ اِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ .

অর্থাৎ, জাহান্নাম ও জান্নাত পরস্পর তর্ক করছিল। জাহান্নাম বলল : আমাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী মানুষগুলো দেয়া হয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়নি। জান্নাত বলল : আমার কি দোষ যে, দুর্বল, অক্ষম ও গুরুত্বহীন মানুষগুলোই আমার ভেতর প্রবেশ করছে। (মুসলিম ২৮৪৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ : اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ اِنَّ اللّٰهُ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

অর্থাৎ, যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব বিদ্যমান থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক সাহাবী বলল : মানুষ তো প্রত্যাশা করে যে, তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তাঁর জুতো সুন্দর হোক (তাও কি গর্ব বলে গণ্য হবে?) রাসূলে করীম ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সুন্দর। সুতরাং তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করেন। তবে গর্ব হচ্ছে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানব অবমূল্যায়ন। (মুসলিম ৯১)

গর্বকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট পিপীলিকার মতো উঠাবেন। তখন তাদের লাঞ্ছনার আর কোন সীমা থাকবে না।

www.pathagar.com

আমর ইবনে শু'আইব, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الذَّرِّ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ - يُسَمّٰى بُوْلَسَ - تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ؛ طِيْنَةِ الْخَبَالِ .

অর্থাৎ, গর্বকারীদেরকে শেষ বিচারের দিন মানুষের আকৃতিতেই ছোট পিপীলিকার ন্যায় উঠানো হবে। সর্বদিক থেকে লাঞ্ছনা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। 'বূলাস' নামক জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপর থাকবে শুধু অগ্নি আর অগ্নি এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের পূঁজরক্ত পান করতে দেয়া হবে।

(তিরমিযী ২৪৯২; আহমদ, ৬৬৭৭ দায়লামী, হাদীস ৮৮২১ বাযযার, হাদীস ৩৪২৯)

একদা বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি অহংকার করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠিন শাস্তি দেন। রাসূলে করীম ﷺ-এর যুগেও এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন –

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فِىْ حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهٖ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ, একদা জনৈক ব্যক্তি এক জোড়া জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে (রাস্তা দিয়ে) চলছিল। তাকে নিয়েই তার খুব গর্ববোধ হচ্ছিল। তাঁর জমকালো লম্বা চুলগুলো সে খুব যত্নসহকারে আঁচড়িয়ে পরিপটি রেখেছিল। হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেন এবং সে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এভাবেই নিম্নের দিকে নামতে থাকবে। (বুখারী, ৫৭৮৯, ৫৭৯০; মুসলিম ২০৮৮)

www.pathagar.com

সালামা ইবনে আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيْعُ، قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلٰى فِيْهِ.

অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিল। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন : ডান হাতে খাও। সে বলল : আমি ডান হাতে খেতে পারব না। রাসূল করীম ﷺ বললেন, ঠিক আছে; তুমি আর পারবেও না। দম্ভের কারণেই সে তা করতে রাজি হয়নি। সুতরাং সে আর কখনো ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে সক্ষম হননি। (মুসলিম ২০২১, ইবনে হিব্বান খণ্ড ১৪ হাদীস ৬৫১২, ৬৫১৩, বাইহাকী, হাদীস ১৪৩৮৮ ইবনু আবী শাইবাহ হাদীস ২৪৪৪৫)

শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা কোন দাম্ভিকের সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির সাথে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকেও পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপ্রধান ও দাম্ভিক ফকির। (মুসলিম ১০৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

(বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪; মুসলিম ২০৮৫)

www.pathagar.com

২০

মদ্যপান কিংবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা

মদ্যপান কিংবা যে কোন নেশাগ্রস্ত দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন (চাই তা খেয়ে অথবা পান করেই হোক কিংবা ঘ্রাণ নেয়া অথবা ইন্‌জেকশন গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল করীম ﷺ -এর অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদের মধ্যে মধ্যপান তথা যে কোন নেশাগ্রস্ত দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে মানুষকে গাফিল করে খারাপের পথে নিয়ে যেতে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাগ্রস্ত দ্রব্য) জুয়া, মূর্তি পূজার ভাগ্য নির্ণায়ক শরাব এসব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং তোমরা এগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও সালাত থেকে তোমরা বিরত থাক। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে নিবৃত্ত থাকবে না? (সূরা মা'য়িদাহ্ : আয়াত-৯০-৯১)

উক্ত আয়াতে মদ্যপানকে শিরকের পাশাপাশি উল্লেখ করা, একে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার প্রভুর আদেশ, তা বর্জনসমূহ কল্যাণ নিহিত রয়েছে, এরই মাধ্যমে শয়তান মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও সালাত থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে নিবৃত্ত থাকার আদেশ থেকে মদ্যপানের ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشٰى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ، وَقَالُوْا : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِدْلاً لِلشِّرْكِ .

অর্থাৎ, যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হলো তখন সাহাবারা একে অপরের নিকট গিয়ে বলতে লাগল : মদ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং তাকে শিরকের পাশাপাশি অবস্থানে রাখা হয়েছে।

(ত্বাবারানী/ কাবীর খণ্ড ১২, হাদীস ১২৩৯৯ ; হা'কিম খণ্ড ৪ হাদীস ৭২২৭)

মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ ও অঘটনের মূল।

আবু দারদা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু রাসূল ﷺ এ মর্মে ওয়াসিয়াত করেন–

لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

অর্থাৎ, (কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের মূল চাবিকাঠি। (ইব্নে মাজাহ্ ৩৪৩৪)

একদা বনী ইসরাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে চারটি কাজের যে কোন একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলো : মদ্যপান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শুকরের মাংশ ভক্ষণ করা। এমনকি তাকে এর কোন না কোন একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেল তখন উক্ত সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেল।

এ কথা সবারই জানা একান্তই প্রয়োজন যে, হাদীসের পরিভাষায় সকল মাদক দ্রব্যকেই 'খাম্র' বলা হয় তথা সবই মদের অন্তর্ভুক্ত। আর মদ বলতেই তো সবই হারাম। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক নেশাগ্রস্ত বস্তুই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রত্যেক নেশাগ্রস্ত বস্তুই তো হারাম। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক মদ জাতীয় বস্তুই হারাম।

(মুসলিম ২০০৩; আবু দাউদ ৩৬৭৯; ইবনু মাজাহ্ ৩৪৫০, ৩৪৫৩)

www.pathagar.com

আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ, মু'আবিয়াহ্ ও আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ -কে মধুর শরাব কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন–

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

অর্থাৎ, প্রত্যেক পানীয় যা নেশাকর তা সবই হারাম। অন্য শব্দে, প্রত্যেক নেশাগ্রস্ত বস্তুই হারাম।

(মুসলিম ২০০১; আবূ দাউদ ৩৬৮২; ইব্‌নে মাজাহ্ ৩৪৪৫১, ৩৪৫২, ৩৪৫৪)

তেমনিভাবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, যে বস্তুটি বেশি পরিমাণে সেবন করলে নেশায় আসক্তি হয় তা সামান্য পরিমাণে সেবন করাও হারাম।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক নেশাগ্রস্ত বস্তুই হারাম এবং যে বস্তুটির বেশি পরিমাণ নেশাকর তার সামান্যটুকুও হারাম।

(আবূ দাউদ ৩৬৮১ ; তিরমিযী ১৮৬৪, ১৮৬৫ ; ইব্‌নে মাজাহ্ ৩৪৫৫, ৩৪৫৬, ৩৪৫৭)

শুধু আঙ্গুরের মধ্যেই মদের ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা যে কোন বস্তু থেকেও বানানো যেতে পারে এবং তা সবই হারাম।

নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ. وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আঙ্গুর থেকে যেমন মদ উৎপন্ন হয় তেমনিভাবে খেজুর, মধু, গম এবং যব থেকেও তা হয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কিসমিস থেকেও মদ প্রস্তুত হয়। (আবূ দাউদ ৩৬৭৬; তিরমিযী ১৮৭২)

www.pathagar.com

নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মদ যেমন যে কোন ফলের রস বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস থেকে উৎপন্ন হয় তেমনিভাবে কিসমিস, খেজুর, গম, যব এবং ভুট্টা থেকেও তা উৎপন্ন করা হয়। আর আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যেক নেশাগ্রস্ত দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করছি। (আবু দাউদ ৩৬৭৭)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন একদিন উমর (রা) মিম্বরে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূল করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের পর বললেন–

نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ : اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ -

অর্থাৎ, মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছে। তখন পাঁচটি বস্তু দ্বারাই মদ তৈরি হতো। আর তা হচ্ছে, আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবং যব। তবে মদ বলতে এমন সব বস্তুকেই বুঝানো হয় যা মানব মস্তিষ্ককে প্রমত্ত করে।

(বুখারী ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮, ৫৫৮৯, মুসলিম ৩০৩২; আবূ দাউদ ৩৬৬৯)

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল করীম ﷺ মদ সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণীর লোককে অভিসম্পাত করেন।

আনাস ইবনে মালিক ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً : عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَفِىْ رِوَايَةٍ : لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا .

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ মদের সম্পর্কে দশ জন ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিসম্পাত করেন : যে মদ তৈরি করে, যে মূল কারিগর, যে পান করে,

www.pathagar.com

বহনকারী, যার কাছে বহন করে নেয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি মদকেই অভিসম্পাত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন মদ ও মদপানকারীকে......।

(তিরমিযী ১২৯৫ ; আবু দাউদ ৩৬৭৪; ইব্‌নে মাজাহ্‌ ৩৪৪৩, ৩৪৪৪)

কেউ ইহকালে মদ পান করে থাকলে আখিরাতে সে আর পানির বস্তু পান করতে পারবে না। যদিও সে জান্নাতী হোক না কেন যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলার কাছে খাঁটি তাওবা করে নেয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا اَنْ يَّتُوْبَ، وَفِىْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِىْ : وَاِنْ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহকালে মদ পান করল সে আর আখিরাতে কোনো পানির বস্তু পান করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে খাঁটি তাওবা করে নেয়। ইমাম বায়হাক্বীর এক বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

(বুখারী ৫২৫৩; মুসলিম ২০০৩; ইব্‌নে মাজাহ্‌ ৩৪৩৬ তারগীবী ওয়াত্‌ তারহীবি, হাদীস ২৩৬১)

অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ :

অর্থাৎ, অভ্যস্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য। (ইব্‌নে মাজাহ্‌ ৩৪৩৮)

আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَا اُبَالِىْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ اَوْ عَبَدْتُّ هٰذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

অর্থাৎ, মদপান করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে এ (কাঠের) খুঁটিটির ইবাদাত করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করি না। কারণ, উভয়টিই আমার ধারণা মতে একই পর্যায়ের অপরাধ।

(নাসায়ী ৫১৭৩ সাহীহুত্‌ তারগীবি ওয়াত্‌ তারহীবি, হাদীস ২৩৬৫)

www.pathagar.com

আবু দারদা'থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল করীম (সা.) ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

অর্থাৎ, অভ্যস্ত মাদকসেবী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (ইবনে মাজাহ্ ৩৪৩৯)

কোন ব্যক্তি যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে নেশাগ্রস্ত বা মাতাল হলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশদিন পর্যন্ত তার কোন সালাত কবুল করবেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

অর্থাৎ, কেউ মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে যদি সে খাঁটি তাওবা করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবা করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাঁটি তাওবা করে নেয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার

www.pathagar.com

দায়িত্ব হবে শেষ বিচারের দিন তাকে 'রাদ্গাতুল্ খাবাল পান করানো। সাহাবারা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! "রাদ্গাতুল্ খাবা'ল" কি? রাসূল করীম ﷺ বললেন : তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজ। (ইব্নে মাজাহ্ ৩৪৪০)

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ পানের সময় ঈমানদার থাকে না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

অর্থাৎ, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার অবারিত সুযোগ দেয়া হয়। (বুখারী ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০; মুসলিম ৫৭; আবু দাউদ ৪৬৮৯)

স্বাভাবিকভাবে কোন এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ঘটলে তখন দুনিয়াতে স্বভাবতই ভূমি ধস হবে, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটবে এবং আকাশ থেকে আল্লাহর শাস্তি নাযিল হবে।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَتٰى ذَاكَ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

অর্থাৎ, এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, মানুষের আঙ্গিক কিংবা মানসিক বিকৃতি এবং আকাশ থেকে আল্লাহর শাস্তি নাযিল হবে। তখন জনৈক মুসলিম বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! সেটা আবার কখন? রাসূল করীম ﷺ বললেন : যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবং মদ্যপান করা হবে।

(তিরমিযী ২২১২)

www.pathagar.com

এর উপরে মদপানের পাশাপাশি মদপান করাকে বৈধ মনে করা হলে সে জাতির ধ্বংস তো একেবারেই অনিবার্য। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِيْ خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ : إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُوْرَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيْرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ .

অর্থাৎ, যখন আমার উম্মত পাঁচটি বস্তুকে বৈধ মনে করবে তখন তাদের ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য। আর তা হলো, একে অপরকে যখন প্রকাশ্যে অভিশপ্ত করবে, মদ্যপান করবে, পুরুষ হয়ে সিল্কের কাপড় পরিধান করবে, গায়িকাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে, (যৌন ব্যাপারে) পুরুষ পুরুষের জন্য যথেষ্ট এবং মহিলা মহিলার জন্য যথেষ্ট হবে।

(সাহীহুত তারগীবি, ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৮৬)

ফেরেশ্তারা মদ্যপায়ীর নিকটবর্তী হন না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : الْجُنُبُ وَالسَّكْرَانُ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ.

অর্থাৎ, ফেরেশতারা তিন ধরনের মানুষের নিকটবর্তী হন না। তারা হচ্ছে, জুনুবী ব্যক্তি (যার গোসল ফরয হয়েছে) মদ্যপায়ী এবং 'খালূক্ব' (যাতে যা'ফ্রানের মিশ্রণ খুবই বেশি) সুগন্ধ মাখা ব্যক্তি। (সাহীহুত তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৭৪)

ঈমানদার ব্যক্তি যেমন মদ পান করতে পারে না তেমনিভাবে সে মদ পানের মজলিসেও উপস্থিত হতে পারে না।

জাবের ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মদ পান না করে এবং যে মজলিসে মদপান করা হয় সেখানেও যেন সে না বসে।
(আহ্মদ্ ১৪৯৬২ ত্বাবারানী/ কাবীর খণ্ড ১১ হাদীস ১১৫৪৬২ আওসাতু,)

যে ব্যক্তি জান্নাতে কোনো পানির বস্তু পান করতে ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ইহকালে মদপান না করে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদপান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে তা পান করাবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْقِيَهُ اللّٰهُ الْخَمْرَ فِى الْاٰخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهَا فِى الدُّنْيَا ،
وَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكْسُوَهُ اللّٰهُ الْحَرِيْرَ فِى الْاٰخِرَةِ فَلْيَتْرُكْهُ فِى الدُّنْيَا .

অর্থাৎ, যার মনে চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে মদ-পান করাবেন সে যেন ইহকালে মদ-পান পরিত্যাগ করে এবং যার মনে চায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আখিরাতে সিল্কের কাপড় পরিধান করাবেন সে যেন ইহকালে সিল্কের কাপড় পরা পরিহার করে। (ত্বাবারানী/ আওসাত্ব খণ্ড ৮, হাদীস ৮৮৭৯)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَاَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِىْ حَظِيْرَةِ الْقُدُسِ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে তা পান করাবো।
(সাহীহুত, তারগীবি ওয়াত্ তারহীবি, হাদীস ২৩৭৫)

যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে সালাত পড়তে পারল না সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিল এবং তা তার থেকে একেবারেই কেড়ে নেয়া হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ فَكَاَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ

www.pathagar.com

حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قِيْلَ : وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : عُصَارَةُ اَهْلِ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিল এবং তা তার থেকে একেবারেই কেড়ে নেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ বারের মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে সালাত পরিত্যাগ করল আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল্' পান করানো। জিজ্ঞেস করা হলো : ''ত্বীনাতুল্ খাবাল্' কি? রাসূল করীম ﷺ বললেন : তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুঁজরক্ত।
(বাইহাক্বী হাদীস ১৬৯৯, ১৭১৫ ত্বাবারানী/ আওসাত্ব, হাদীস ৬৩৭১; আহ্মদ ৬৬৫৯)

কোন রোগের চিকিৎসা হিসেবেও মদ পান করা যাবে না।

ত্বারিক্ব ইবনে সুওয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে চিকিৎসার জন্য মদ বানানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

اِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ.

অর্থাৎ, মদ তো ওষুধ নয় বরং তা রোগই বটে। (মুসলিম ১৯৮৪ আবু দাউদ ৩৮৭৩)

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি। (বাইহাকী, হাদীস ১৯৪৬৩; ইব্নে হিব্বান খণ্ড ৪ হাদীস ১৩৯১)

নামের পরিবর্তনে কখনো কোন জিনিস বৈধ হয়ে যায় না। সুতরাং নেশাগ্রস্ত দ্রব্য যে কোন আধুনিক নামেই সমাজে প্রচলিত হোক না কেন তা কখনো বৈধ হতে পারে না। সুতরাং তামাক, সাদাপাতা, জর্দা, গুল, পচা তথা মদো সুপারি ইত্যাদি হারাম। কারণ, তা নেশাকর। সামান্য পরিমাণেই তা খাওয়া হোক কিংবা বেশি পরিমাণে। পানের সাথেই তা খাওয়া হোক কিংবা এমনিতেই চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া হোক। ঠোঁট ও দাঁতের মাড়ির ফাঁকেই সামান্য পরিমাণে তা রেখে দেয়া হোক অথবা তা গিলে ফেলা হোক। নেশা হিসেবেই তা ব্যবহার করা হোক কিংবা তা গিলে ফেলা হোক। নেশা হিসেবেই তা ব্যবহার করা হোক অথবা অভ্যাসগতভাবে। মোটকথা, এর সর্বপ্রকার ও সর্বপ্রকারের ব্যবহার সবই হারাম।

www.pathagar.com

আবু উমামাহ্ বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَالْأَيَّامُ حَتّٰى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ؛ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

অর্থাৎ, রাত-দিন অতিবাহিত হবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মদ পান করে। তবে তা মদের নামেই পান করবে না; বরং অন্য নামে। (ইবনে মাজাহ ৩৪৪৭)

উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا إِيَّاهُ.

অর্থাৎ, আমার একদল উম্মত মদ পান করবে। তবে তা নতুন নামে যা তারা তখন আবিষ্কার করবে। (ইব্নে মাজাহ্ ৩৪৪৮)

কেউ কেউ আবার মদ পান না করলেও মদের ব্যবসার সাথে যে কোনভাবে অবশ্যই জড়িত। মদ পান না করলেও মদ বিক্রির উপার্জন ভক্ষণ করে। ধূমপান না করলেও সিগারেট ও বিড়ি বিক্রির রোজগার খান। ধূমপান না করলেও তিনি সাদাপাতা, গুল ও জর্দা খাওয়ায় সরাসরি জড়িত। বরং কেউ কেউ তো কথার মোড় ঘুরিয়ে অথবা কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তা বৈধ করতে চান। অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করলেও নিজের পেটে কেজি কেজি সাদাপাতা ও জর্দা ঢুকাতে লজ্জাবোধ করেন না। তাদের অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। নিজে ভালো হতে না পারলেও অন্যকে ভালো হতে সুযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহর লা'নতকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

لَمَّا نَزَلَتِ الْأَيَاتُ مِنْ أٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا؛ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

অর্থাৎ, যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ্ নাযিল হয় তখন রাসূল করীম ﷺ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন।

(আবূ দাউদ ৩৪৯০, ৩৪৯১; ইব্নে মাজাহ ৩৪৪৫)

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন এবং এর বিক্রিমূল্যও। মৃত হারাম করে দিয়েছেন এবং এর বিক্রিমূল্য। শূকর হারাম করে দিয়েছেন এবং এর বিক্রিমূল্য। (আবু দাউদ ৩৪৮৫)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ . ثَلَاثًا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ عَلٰى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ : فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হোক ইহুদিদের উপর। রাসূল করীম ﷺ উক্ত বদদো'আটি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা তা সরাসরি না খেয়ে তা বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ উপার্জন খেতো। অথচ তাদের এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করে দিলে এর বিক্রিমূল্যও হারাম করে দেন। ইবনে মাজাহ্র বর্ণনায় রয়েছে, যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা চর্বিগুলো একত্র করে আগুনের তাপে গলিয়ে বাজারে বাজারে বিক্রি করে দিল। (আবু দাউদ ৩৪৮৫; ইবনে মাজাহ ৩৪৪৬)

মদ্যপান কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম।

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে কয়েকটি আলামত হলো, মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে, জ্ঞান হ্রাস পাবে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ পান করা হবে, পুরুষ কমে যাবে এবং মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দায়িত্বশীল শুধু একজন পুরুষই হবে। (বুখারী ৫৫৭৭; মুসলিম ২৬৭১)

মাদকদ্রব্য সেবনের অপকারসমূহ

ক. নিয়মিত প্রচুর মাদকদ্রব্য সেবনে মানব মেধা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়।

খ. এরই মাধ্যমে সমাজে বহু প্রকারের খুন খারাবী ও হত্যাকাণ্ড বিস্তার লাভ করে। তথা সামাজিক সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

গ. মাদক সেবনের মাধ্যমে অনেক সতী-সাধ্বী মহিলার ইজ্জত হানী হয়। এরই সুবাদে দিন দিন সকল প্রকারের অপকর্ম, ব্যভিচার ও সমকাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনো শোনা যায় যে, অমুক মদ্যপায়ী নেশার তাড়নায় নিজ মেয়ে, মা অথবা বোনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এমন অঘটন করতে তো মুসলিম দূরে থাক অনেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধরাও লজ্জা পায়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখনো কখনো নেশার তাড়নায় তার নিজ স্ত্রীকেও তালাক প্রদান করে থাকে; অথচ সে তখন তা এতটুকুও উপলব্ধিও করতে পারে না। মূলত: এ জাতীয় ব্যক্তির মুখে তালাক শব্দ বেশির ভাগই উচ্চারিত হতে দেখা যায়। আর এমতাবস্থায় সে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দরুণ তা ব্যভিচারে পরিগণিত হয়।

ঘ. এরই পেছনে বহু মানব সম্পদ যে বিনষ্ট হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। মাদকসেবীরা কখনো কখনো এক টাকার নেশার বস্তু একশ' টাকা দিয়ে কিনতেও দ্বিধাবোধ করে না। তা হাতের নাগালে না পেলে তারা অধিক অস্থির হয়ে পড়ে।

ঙ. এরই মাধ্যমে কোন জাতির সার্বিক শক্তি ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অংকুরেই বিনষ্ট হয়। কারণ, যুবকরাই তো জাতির শক্তি ও ভবিষ্যৎ কর্ণধার। মাদকদ্রব্য সেবনের সুবাদে বহুবিধ অঘটন ঘটিয়ে কতো যুবক যে আজ জেলহাজতে রাত পোহাচ্ছে তা আর কারোর অজানা নেই।

চ. এরই কারণে কোন জাতির অর্থনৈতিক, সামরিক ও উৎপাদন শক্তি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ, এ সকল ক্ষেত্র তো স্বভাবত যুবকদের উপরই নির্ভরশীল। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, খ্রিস্টীয় ষোলশ' শতাব্দীতে চাইনিজ

www.pathagar.com

ও জাপানিরা যখন পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তখন চাইনিজরা পরাজয় বরণ করে। তারা এ পরাজয়ের খতিয়ান খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের সেনাবাহিনীর মাঝে তখন আফিমসেবীর সংখ্যা খুবই বেশি ছিল। তাই তারা পরাজিত হয়েছে।

ছ. মাদকদ্রব্য সেবনে অনেকগুলো শারীরিক ক্ষতিও বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ফুসফুস প্রদাহ, বদহজমী, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, খিঁচুনি ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়াও মাদক সেবনের দরুণ আরো অনেক মানসিক ও তান্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। যা বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে না।

জ. মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে হিফাযতকারী ফেরেশতাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, তারা এর দুর্গন্ধে কষ্ট পায় যেমনিভাবে কষ্ট পায় আশে-পাশের মানুষেরা।

ঝ. মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে মাদকসেবীর কোন নেক ও দোয়া চল্লিশদিন পর্যন্ত কবুল করা হয় না।

ঞ. মৃত্যুর সময় মাদকসেবীরা ঈমানহারা হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হওয়ার বিশেষ কারণসমূহ

ক. পরকালে যে সর্বকাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে সে চেতনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া।

খ. সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার বিশেষ অবহেলা। যে বাচ্চা ছোট থেকেই গান-বাদ্য, নাটক ছবি দেখে অভ্যস্ত তার জন্য এ ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ যে, সে বড় হয়ে ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী, আফিমখোর ও গাঁজাখোরে পরিণত হবে। এমন হবেই না কেন অথচ তার হৃদয়ে কুরআন ও হাদীসের কোন অংশই অবশিষ্ট নেই যা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মাতা-পিতাকে অবশ্যই কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

গ. অধিক অবসর জীবন যাপন। কারণ, কেউ আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে থাকলে এমনকি দুনিয়ার যে কোন লাভজনক কাজ থেকেও দূরে থাকলে শয়তান অবশ্যই তাকে বিপথগামী করবে।

ঘ. অসৎ সাথী বা বন্ধু। কারণ, অসৎ সাথী বা বন্ধুরা তো এটাই চায় যে, তাদের দল আরো ভারী হোক। সবাই একই পথে পথ চলুক। এ কথা তো সবারই মুখে মুখে রয়েছে যে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

www.pathagar.com

মদখোরের শাস্তি দেয়া

কারোর ব্যাপারে মদ অথবা মাদকদ্রব্য পান কিংবা সেবন করে নেশাগ্রস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। সে যতবারই পান করে ধরা পড়বে ততবারই তার উপর উক্ত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে। তবে তাকে এ জন্য কখনোই হত্যা করা হবে না। যা সকল গবেষক ওলামাদের ঐকমত্যে প্রমাণিত।

মু'আবিয়া ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল করীম ﷺ মদখোর সম্পর্কে বলেন–

إِذَا سَكِرَ وَفِى رِوَايَةٍ : إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ : فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

অর্থাৎ, যখন কেউ (কোন নেশাকর দ্রব্য সেবন করে) নেশাগ্রস্ত হয় অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কেউ মদ পান করে তখন তোমরা তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবারো নেশাগ্রস্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। রাসূল করীম ﷺ চতুর্থবার বললেন : আবারো নেশাগ্রস্ত হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।

(আবু দাউদ ৪৪৮২; তিরমিযী ১৪৪৪; ইব্‌নে মাজাহ্ ২৬২ ; নাসায়ী ৫৬৬১)

ইমাম তিরমিযী (র) জাবির ও ক্বারীসাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম ﷺ এর কাছে চতুর্থবার মদ পান করেছে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে মেরেছেন। তবে হত্যা করেননি।

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أُتِىَ بِرَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ، وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ، عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ فَأَمَرَبِهِ عُمَرُ.

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ-এর কাছে একদা জনৈক মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে পাতাবিহীন দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। আবু বকর (রা) ও তাঁর খিলাফতকালে তাই করেছিলেন। তবে উমর (রা) যখন খলিফা হলেন তখন তিনি সাহাবাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন।

www.pathagar.com

তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন : সর্বনিম্ন দণ্ডবিধি হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত। তখন উমর (রা) তাই বাস্তবায়নের আদেশ জারি করেন।

(বুখারী ৬৭৭৩; মুসলিম ১৭০৬; আবূ দাউদ ৪৪৭৯)

আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ.

অর্থাৎ, রাসূল করীম ﷺ মদ্যপানের শাস্তি স্বরূপ মদ্যপায়ীকে জুতো ও খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করতেন।

'হুযাইন ইবনে মুন্যির আবু সাসান্ (রাহমাতুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি 'উসমান (রা)-এর কাছে হাজির হলাম। তখন ওয়ালীদ ইবনে 'উক্ববাকেও তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলো। সে মানুষকে ফজরের দু' রাক'আত সালাত পড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল : তোমাদেরকে আরো কয়েক রাক'আত বেশি আদায় করে দেব কি? তখন দু'জন ব্যক্তি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তাদের একজন তার ব্যাপারে এ বলে সাক্ষ্য দিল যে, সে মদপান করেছে। অপরজন এ বলে সাক্ষ্য দিল যে, সে তাকে বমি করতে দেখেছে। তখন উসমান (রা) বললেন : সে মদ পান করেছে বলেই তো বমি করেছে? তখন তিনি আলী (রা)-কে বললেন : হে আলী! দাঁড়াও। ওকে বেত্রাঘাত সেই করুক যে উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তখন আলী (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা)-কে বললেন: হে আব্দুল্লাহ! দাড়াও। তাকে বেত্রাঘাত করো। তখন আব্দুল্লাহ (রা) বেত্রাঘাত করছিলেন, আর আলী (রা) তা গণনা করছিলেন। চল্লিশটি বেত্রাঘাতের পর আলী (রা) বললেন : বেত্রাঘাত বন্ধ করো। অতঃপর তিনি বললেন–

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهٰذَا اَحَبُّ اِلَيَّ.

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। আবু বকরও চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু হয়ত উমর (রা) আশিটি বেত্রাঘাত করেন। তবে চল্লিশটি বেত্রাঘাতই আমার কাছে বেশি গ্রহণীয়।

(মুসলিম ১৭০৭; আবু দাউদ ৪৪৮১; ইব্নে মাজাহ্ ২৬১৯)

www.pathagar.com

২১

জুয়া খেলা

জুয়া বলতে সে সকল খেলাকে বুঝানো হয় যাতে বাজি কিংবা হারজিতের প্রশ্ন রয়েছে। জুয়া যে ধরনেরই হোক না কেন তা হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ، فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ـ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাগ্রস্ত দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক কার এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। অতএব তোমরা এগুলো সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এমনটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও সালাত থেকে তোমরা বিরত থাক। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না? (সূরা মা'য়িদা : আয়াত-৯০-৯১)

উক্ত আয়াতে জুয়াকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, একে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার প্রভুর আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে জুয়ার ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

জুয়ার অনেকগুলো নতুন-পুরাতন ধরণ রয়েছে যা হাতে গুনে উল্লেখ করা সত্যি কষ্টসাধ্য। সময়ের পরিবর্তনে আরো যে কতো ধরনের জুয়ার পথ আবিষ্কৃত হবে

www.pathagar.com

তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবুও নিম্নে জুয়ার কয়েকটি ধরনের কথা উল্লেখ করা হলো–

ক. লটারি বা ভাগ্যনির্ধারণ পরীক্ষা অর্থের বিনিময়ে কোন সংস্থা বা সংগঠনের প্রাইজ বণ্ড ক্রয় করে বেশি, সমপরিমাণ কিংবা কম মূল্যের পুরস্কার পাওয়া কিংবা একেবারেই কিছু না পাওয়া। এ পন্থা একেবারেই হারাম। চাই উক্ত লটারির অর্থ জনকল্যাণেই ব্যবহার হোক না কেন। কারণ, পরকালের সাওয়াব তো শরীয়ত পরিপন্থী কোন পন্থায় অর্জন করা যায় না।

খ. জাহিলী যুগে দশজন লোক একত্রে মিলে একটি উট ক্রয় করত। প্রত্যেকেই সমানভাবে উট কেনার মূল্য পরিশোধ করত। কিন্তু জবাইয়ের পর তারা লটারির মাধ্যমে শুধু সাত ভাগই নির্ধারণ করে নিত। আর বাকি তিনজনকে কিছুই দেয়া হতো না। এটি হচ্ছে জুয়ার প্রাচীনতম রূপ।

গ. কার্ডের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে জুয়া খেলা তো বর্তমান সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ। যা ছোট-বড় কারোর অজানা নয়। শুধু এরই মাধ্যমে মানুষের কতো টাকা যে আজ পর্যন্ত বেহাত হয়েছে বা হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

ঘ. এমন কোন পণ্য খরিদ করা যার মধ্যে অজানা কিছু পুরস্কার রয়েছে। কখনো পাওয়া যায় আবার কখনো কিছুই পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে পণ্য ক্রয়ের সময় দোকানদাররা গ্রাহকদের মাঝে কিছু নম্বর বিতরণ করে থাকে। যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে লটারির মাধ্যমে অথবা লটারি ছাড়াই পুরস্কার দেয়া হয়। তাতে কেউ পায় আবার অনেকেই বঞ্চিত হয়।

ঙ. সকল ধরনের বীমা কার্যকলাপও জুয়ার অন্তর্গত। জীবন বীমা, গাড়ি বীমা, বাড়ি বীমা, ব্যবসা কার্যকলাপও বীমা, বিশেষ কোন পণ্যের বীমা, সাধারণ বীমা ইত্যাদি। এমনকি বর্তমানে গায়ক-গায়িকারা কণ্ঠস্বর বীমাও করে থাকে। বীমাগুলোতে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা জমা রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন হলেই ক্ষতি সমপরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। নতুবা নয়। ক্ষতিপূরণ জমা দেয়া টাকা থেকে কম, এর সমপরিমাণ অথবা তা থেকে অনেকগুণ বেশিও হয়ে থাকে।

চ. জায়েয খেলাধুলাসহ খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে পুরস্কার সম্বলিত হলে তাও জুয়ার অন্তর্গত। কিন্তু পুরস্কারটি তৃতীয় পক্ষ থেকে হলে তা অবশ্য জায়েয। তবে শরীয়তের কোন ফায়েদা রয়েছে এমন সকল খেলাধুলা পুরস্কার সম্বলিত হলেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর ইসলাম বিরোধী খেলাধুলা তো কোনভাবেই জায়েয নয়। চাই তাতে পুরস্কার থাকুক বা নাই থাকুক।

www.pathagar.com

২২

সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া

সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া আরেকটি জঘন্য অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ؛ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা সতী-সাধ্বী সরলমনা মু'মিন মহিলাদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা ইহ্কাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখিরাতে) রয়েছে মহাশাস্তি। (সূরা নূর : আয়াত-২৩)

২৩

চুরি করা

চুরি এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটায়।

অভিধানের পরিভাষায় চুরি বলতে কারোর কোন জিনিস সুকৌশলে গোপনীয়ভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে নিয়ে নেয়াকে বুঝানো হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় চুরি বলতে যথাযথভাবে সংরক্ষিত কারোর কোন মূল্যবান সম্পদ বা জিনিসপত্র লোক চক্ষুর অন্তরালে নিয়ে নেয়াকে বুঝানো হয় যা নিজের বলে তার কোন সন্দেহ নেই।

চুরি তো চুরিই। তবে তুচ্ছ কোন জিনিস চুরি করা যা অন্যের কাছে চাইলে এমনিতেই পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিকৃষ্টতম চুরি। এ জাতীয় চোরকে রাসূল করীম ﷺ বিশেষভাবে অভিশপ্ত করেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা অভিশপ্ত করেন এমন চোরকে যার হাতখানা কাটা গেল একটি লোহার টুপি কিংবা একখানা রশি চুরির জন্য। (বুখারী-৬৭৮৩; মুসলিম-১৬৮৭)

এর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট চুরি হচ্ছে হজ্জ কিংবা উমরা পালনকারীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বা পথখরচা চুরি করা। তাতে পবিত্র ভূমির সম্মানও ক্ষুণ্ন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার মেহ্মানদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। রাসূলে করীম ﷺ সূর্য গ্রহণকালীন সালাত পড়ার সময় তাঁর সম্মুখে জাহান্নাম উপস্থাপন করা হলে তিনি তাতে এ জাতীয় একজন চোর দেখতে পান। তিনি বলেন–

وَحَتّٰى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ : إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِىْ، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ.

অর্থাৎ, এমনকি আমি জাহান্নামে সে মাথা বাঁকানো লাঠিওয়ালাকে দেখতে পেলাম যে নিজ নাড়িভুঁড়ি টেনে বেড়াচ্ছে। সে নিজ লাঠিটি দিয়ে হাজীদের আসবাবপত্র চুরি করত। ধরা পড়ে গেলে সে বলত : এটা তো আমার আংটায় এমনিতেই লেগে গেল। আর কেউ বুঝতে না পেলে সে জিনিসটি নিয়ে চলে যেত।
(মুসলিম ৯০৪)

চোর চুরি করার সময় ঈমানদার থাকে না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

অর্থাৎ, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদপান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে মালামাল লুট করে তখনও সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয়। (বুখারী ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ৬৮১০; মুসলিম ৫৭; আবূ দাউদ ৪৬৮৯)

www.pathagar.com

চোরের শাস্তি

কারোর ব্যাপারে তার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অথবা গ্রহণযোগ্য যে কোন দু' জন সাক্ষীর মাধ্যমে চৌর্যবৃত্তি প্রমাণিত হয়ে গেলে অথচ চোরা বস্তুটি যথাযোগ্য হিফাযতে ছিলো এবং বস্তুটি তার মালিকানাধীন হওয়ার ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিলো না এমনকি বস্তুটি সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ অথবা পৌনে তিন গ্রাম রূপা সমমূল্য কিংবা এর চাইতেও বেশি ছিলো তখন তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে, আবার চুরি করলে তার বাম পা, আবার চুরি করলে তাঁর বাম হাত এবং আবার চুরি করলে তার ডান পা কেটে ফেলা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থাৎ তোমরা চোর ও চুন্নির (ডান) হাত কেটে দিবে তাদের কৃতকর্মের (চৌর্যবৃত্তি) দরুণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান মহান প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ : আয়াত-৩৮)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

অর্থাৎ সিকি দিনার তথা এক গ্রাম থেকে একটু বেশি স্বর্ণ (অথবা উহার সমমূল্য) এবং এর চাইতে বেশি চুরি করলেই কোন চোরের হাত কাটা হয়। নতুবা নয়।

(বুখারী ৬৭৮৯, ৬৭৯০, ৬৭৯১; মুসলিম ১৬৮৪; তিরমিযী ১৪৪৫; আবূ দাউদ ৪৩৮৪)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

অর্থাৎ রাসূল ﷺ জনৈক চোরের হাত কাটলেন একটি ঢাল চুরির জন্য যার মূল্য ছিলো তিন দিরহাম তথা প্রায় নয় গ্রাম রূপা কিংবা তার সমমূল্য।

(বুখারী ৬৭৯৫, ৬৭৯৬, ৬৭৯৭, ৬৭৯৮; মুসলিম ১৬৮৬; তিরমিযী ১৪৪৬)

কারোর চুরির ব্যাপারটি যদি বিচারকের নিকট না পৌঁছায় এবং সে এতে অভ্যস্তও নয় এমনকি সে উক্ত কাজ থেকে অতিসত্বর তাওবা করে নেক আমলে মনোনিবেশ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট না পৌঁছানোই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

অর্থাৎ অনন্তর যে ব্যক্তি জুলুম তথা চুরি করার পর (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) তাওবা করে এবং নিজ আমলকে সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল অতিশয় দয়ালু।

(সূরা মায়িদা : আয়াত-৩৮)

আর যদি কোন ব্যক্তি চুরিতে অভ্যস্ত হয় এবং সে চুরিতে কারোর হাতে ধরাও পড়েছে তখন তার ব্যাপারটি বিচারকের নিকট অবশ্যই জানাবে। যাতে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে অপকর্মটি ছেড়ে দেয়।

কারোর নিকট কোন কিছু আমানত রাখার পর সে তা আত্মসাৎ করলে এবং কেউ কারোর কোন সম্পদ লুট অথবা ছিনতাই করে ধরা পড়লে চোর হিসেবে তার হাত খানা কাটা হবে না। পকেটমারের বিধানও তাই। তবে তারা কখনোই শাস্তি পাওয়া থেকে একেবারেই ছাড় পাবে না। এদের বিধান হত্যাকারীর বিধানাধীন উল্লেখ করা হয়েছে।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ -

অর্থাৎ আমানত আত্মসাৎকারী, লুটেরা এবং ছিনতাইকারীর হাতও কাটা হবে না।

(আবূ দাউদ ৪৩৯১, ৪৩৯২, ৪৩৯৩; তিরমিযী ১৪৪৮; ইবনে মাজাহ ২৬৪০, ২৬৪১)

কেউ কারোর কোন ফলগাছের ফল গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে খেয়ে ধরা পড়লে তার হাতও কাটা হবে না। এমনকি তাকে কোন কিছুই দিতে হবে না। আর যদি সে কিছু সাথে নিয়ে যায় তখন তাকে জরিমানাও দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যদি গাছ থেকে ফল পেড়ে নির্দিষ্ট কোথাও শুকাতে দেয়া হয় এবং সেখান থেকেই কেউ চুরি করলো তখন তা হাত কাটার সমপরিমাণ হলে তার হাতও কেটে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

রাফি ইবনে খাদীজ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ .

অর্থাৎ কেউ কারোর ফলগাছের ফল গাছ থেকে ছিঁড়ে খেলে অথবা কারোর খেজুর গাছের মাথি-মজ্জা খেয়ে ফেললে তার হাতও কাটা হবে না।

(আবূ দাউদ ৪৩৮৮; তিরমিযী ১৪৪৯; ইবনে মাজাহ ২৬৪২, ২৬৪৩; নাসায়ী ৮/৮৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা রাসূল ﷺ কে গাছের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُوْنَ ذٰلِكَ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ .

অর্থাৎ কেউ প্রয়োজনের খাতিরে সাথে কিছু না নিয়ে (কারোর কোন ফলগাছের ফল) শুধু খেলে তাকে এর জরিমানা স্বরূপ কিছুই দিতে হবে না। আর যে শুধু খায়নি বরং সাথে কিছু নিয়ে গেলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যে ফল শুকানোর জায়গা থেকে চুরি করলো এবং তা ছিলো একটি ঢালের সমমূল্য তখন তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে। আর যে এর কম চুরি করলো তাকে ডবল জরিমানা দিতে হবে এবং যথোচিত শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

(আবূ দাউদ ৪৩৯০; ইবনে মাজাহ ২৬৪৫ নাসায়ী ৮/৮৫; হা'কিম ৪/৩৮০)

কেউ কারোর কাছ থেকে কোন কিছু ধার নিয়ে তা অস্বীকার করলে এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হলে এমনকি বস্তুটি হাত কাটার সমপরিমাণ হলে তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا .

অর্থাৎ জনৈকা মাখজূমী মহিলা মানুষ থেকে আসবাবপত্র ধার নিয়ে তা অস্বীকার করতো তাই নবী ﷺ তার হাত খানা কাটতে আদেশ করলেন।

(মুসলিম ১৬৮৮; আবূ দাউদ ৪৩৭৪, ৪৩৯৫, ৪৩৯৬, ৪৩৯৭)

তবে কোন কোন বর্ণনায় তার চুরির কথাও উল্লেখ করা হয়। কেউ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন কিছু চুরি করলে এবং তা হাত কাটা সমপরিমাণ হলে তার হাত খানা কেটে দেয়া হবে।

স্বাফওয়ান বিন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كُنْتُ نَائِمًا فِيْ الْمَسْجِدِ، عَلَيَّ خَمِيْصَةٌ لِيْ ثَمَنُ ثَلاَثِيْنَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّيْ، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ .

অর্থাৎ আমি একদা মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিলো ত্রিশ দিরহামের। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি এসে চাদরটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিলো। লোকটিকে ধরে রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত খানা কেটে ফেলতে বলেন।

(আবূ দাউদ ৪৩৯৪; ইবনে মাজাহ ২৬৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯; আহমাদ ৬/৪৬৬)

অনেকেই রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় সম্পদ চুরি করতে একটুও দ্বিধা করে না। তাদের ধারণা, সবাই তো করে যাচ্ছে তাই আমিও করলাম। এতে অসুবিধে কোথায়? মূলত এ ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ, জাতীয় সম্পদ বলতে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সম্পদকেই বুঝানো হয়। সুতরাং এর সাথে বহু লোকের অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষভাবে তাতে রয়েছে গরিব, দুঃখী, ইয়াতীম, অনাথ ও বিধবাদের অধিকার। তাই ব্যক্তি সম্পদের তুলনায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এর চুরিও খুবই মারাত্মক।

আবার কেউ কেউ কোন কাফিরের সম্পদ চুরি করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। তাদের ধারণা, কাফিরের সম্পদ আত্মসাৎ করা একেবারেই জায়িয। মূলত এরূপ

www.pathagar.com

ধারণাও সম্পূর্ণটাই ভুল। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সকল কাফিরের সম্পদই হালাল যাদের সঙ্গে এখনো মুসলিমদের যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান। মুসলিম এলাকায় বসবাসরত কাফির ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির এদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেউ কেউ তো আবার অন্যের ঘরে মেহমান হয়ে তার আসবাবপত্র চুরি করে। কেউ কেউ আবার ঠিক এরই উল্টো। সে তার মেহমানের টাকাকড়ি বা আসবাবপত্র চুরি করে। এ সবই নিকৃষ্ট চুরি।

আবার কোন কোন পুরুষ বা মহিলা তো এমন যে, সে কোন না কোন দোকানে ঢুকলো পণ্য খরিদের জন্য গাহক বেশে অথচ বের হলো চোর হয়ে।

কেউ শয়তানের ধোঁকায় চুরি করে ফেললে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাঁটি তাওবা করে চুরিকৃত বস্তুটি উহার মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। চাই সে তা প্রকাশ্যে দিক অথবা অপ্রকাশ্যে। সরাসরি দিক অথবা কোন মাধ্যম ধরে। যদি অনেক খোঁজাখুঁজির পরও উহার মালিক বা তার ওয়ারিশকে পাওয়া না যায় তা হলে সে যেন বস্তুটি অথবা বস্তুটির সমপরিমাণ টাকা মালিকের নামে সদকা করে দেয়। যার সাওয়াব মালিকই পাবে। সে নয়।

২৪

জুলুম, অত্যাচার ও অন্যায়মূলক আক্রমণ করা

কারোর জন্য অন্যের উপর যে কোনভাবে জুলুম, অত্যাচার কিংবা অন্যায়মূলক আক্রমণ হারাম ও কবীরা গুনাহ্। কাউকে আঘাত করা, হত্যা করা, আহত করা, গালি দেয়া, অভিসম্পাত করা, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা, দুর্বলের উপর হাত উঠানো চাই সে হোক নিজের কাজের ছেলে কিংবা নিজের কাজের মেয়ে অথবা নিজ স্ত্রী-সন্তান; তেমনিভাবে জোর করে কারোর কোন অধিকার হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি জুলুমেরই অন্তর্গত।

জুলুম পারস্পারিক বন্ধুত্ব বিনষ্ট করে। আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করে। মানুষের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় এবং এরই কারণে ধনী ও গরীবের মাঝে ধীরে ধীরে ঘৃণা ও শত্রুতা বেড়ে উঠে। তখন উভয় পক্ষই পৃথিবীর বুকে অশান্তি নিয়েই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। যা তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ، بِئْسَ الشَّرَابُ، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

অর্থাৎ, আমি জালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানি। যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে দিবে। এটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং সে জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (সূরা কাহ্ফ : আয়াত-২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ.

অর্থাৎ, অত্যাচারীরা শীঘ্রই অবগত হবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল।

(সূরা শু'আরা' : আয়াত-২২৭)

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا.

অর্থাৎ, হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার উপর জুলুম হারাম করে দিয়েছি সুতরাং তোমাদের উপরও তা হারাম। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না। (মুসলিম ২৫৭৭)

কেউ কেউ কোন জালিমকে অনায়াসে মানুষের উপর যুলুম করতে দেখলে এ কথা ভাবে যে, হয়তো বা সে ছাড় পেয়ে গেল। তাকে আর কোন শাস্তিই পেতে হবে না। ব্যাপারটা কখনোই এমন হতে পারে না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শেষ বিচারের দিনের কঠিন শাস্তির অপেক্ষায় রেখেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ، اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ، مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُؤُوْسِهِمْ، لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.

অর্থাৎ, তুমি কখনো মনে কর না যে, অত্যাচারিরা যা করে যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যাপারে গাফিল। বরং তিনি তাদেরকে সুযোগ দিচ্ছেন কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। যে দিন সবার চক্ষু হবে স্থির বিস্ফোরিত। সে দিন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দিকবেদিক ছুটোছুটি করবে। তাদের চক্ষু এতটুকুর জন্যও নিজের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে একেবারেই আশা শূন্য।

(সূরা ইব্রাহীম : আয়াত-৪২-৪৩)

কারোর মধ্যে বিনয় ও নম্রতা না থাকলে সে কারোর উপর উদ্যত ও আক্রমণাত্মক আচরণ করতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে বিনয়ী ও নম্র হতে আদেশ করেন।

ইয়ায ইবনে হিমার মুজাশিয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ একদা খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন–

وَاِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা নম্র ও বিনয়ী হও; যাতে করে একে অন্যের উপর গর্ব করার পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় এবং একে অন্যের উপর অত্যাচার বা আক্রমণাত্মক আচরণ করার সুযোগ না আসে। (মুসলিম ২৮৬৫)

আবু মাসউদ আন্সারী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِيْ. فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا : اِعْلَمْ، اَبَا مَسْعُوْدٍ اَللّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ. فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ

www.pathagar.com

اللّٰهِ ﷺ . فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ، فَقَالَ : اَمَا لَوْ لَوْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.

অর্থাৎ আমি আমার একটি গোলামকে প্রহার করছিলাম এমতাবস্থায় পেছন থেকে শুনতে পেলাম, কে যেন আমাকে উচ্চ আওয়াজে বলছে : শুনো, হে আবু মাসউদ! তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতাশীল তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাশীল আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর। অতঃপর আমি (পেছনে) তাকিয়ে দেখি, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং রাসূল করীম ﷺ। সুতরাং আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূলে করীম ﷺ! একে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বাধীন করে দিলাম। তখন রাসূল করীম ﷺ বললেন : তুমি যদি এমন না করতে তা হলে তোমাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করত অথবা ভষ্ম করে দিত। (মুসলিম ১৬৫৯)

হিশাম ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে (অন্যায়ভাবে) শাস্তি দেয়। (মুসলিম ২৬১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী ও কারোর উপর অন্যায়মূলক আক্রমণকারীর শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। উপরন্তু পরকালের শাস্তি তো তার জন্য প্রস্তুত রয়েছেই। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ .

অর্থাৎ দু'টি গুনাহ ছাড়া এমন কোন গুনাহ্ নেই যে গুনাহ্গারের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা ইহকালেই দিবেন এবং তা দেয়াই উচিত উপরন্তু তার জন্য পরকালের শাস্তি তো রয়েছেই। গুনাহ্ দু'টি হচ্ছে, অত্যাচার তথা কারোর উপর অন্যায়মূলক আক্রমণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী। (আবু দাউদ ৪৯০; তিরমিযী ২৫১১; ইবনে মাজাহ্ ৪২৮৬; ইবনে হিব্বান ৪৫৫, ৪৫৬)

www.pathagar.com

২৫

হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন-যাপন করা

হারাম ভক্ষণ ও হারামের উপর জীবন যাপন করা কবীরা গুনাহগুলোর অন্যতম। তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন।

বর্তমান যুগের দর্শন তো খাও দাও, ফূর্তি কর। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য সকলেই ওঠে-পড়ে লাগছে। সবার মধ্যে শুধু সম্পদ অর্জনেরই নেশা। চাই তা চুরি করে হোক কিংবা ডাকাতি করে হোক। সুদ-ঘুষ খেয়ে হোক অথবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে হোক। কোন অবৈধ বস্তুর ব্যবসা করে হোক অথবা সমকাম, ব্যভিচার, গান-বাদ্য, অভিনয়, যাদু ও গণক বিদ্যা চর্চা করে হোক। জাতীয় বা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদ লুট করেই হোক কিংবা কাউকে বিপদে ফেলে হোক। শরীয়তে এ জাতীয় অর্জনের কোন স্থান নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করো না এবং তা ঘুষরূপে বিচারকদেরকেও দিও না, জেনেশুনে মানুষের কিছু ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য। (সূরা বাক্বারাহ : আয়াত-১৮৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়রূপে আত্মসাৎ কর না। তবে যদি তা পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তা হলে তাতে কোন অপরাধ নেই। (সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

www.pathagar.com

হারামখোরের দোয়া আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কবুল করেন না। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

ثُمَّ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ .

অর্থাৎ, অতঃপর রাসূল করীম ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা তুলে ধরলেন যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত, মাথার চুল যার এলোমেলো ধুলোধূসরিত সে নিজ উভয় হাত আকাশের দিকে সম্প্রসারিত করে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম তথা তার পুরো জীবনপোকরণই হারামের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে? (মুসলিম ১০১৫)

উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে হারাম ভক্ষণের ভয়াবহতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধিতে আসে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের দোয়া ফিরায়ে দেন না অথচ এখানে তার দোয়া কবুলই করা হচ্ছে না। আর তা এ কারণেই যে, তার জীবন পুরোটাই হারামের উপর নির্ভরশীল।

হারামখোর পরকালে একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জান্নাতের নয়।

রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلٰى بِهِ.

অর্থাৎ, যে শরীর হারাম দিয়ে তৈরি তা একমাত্র জাহান্নামের জন্যই উপযুক্ত।

(ত্বাবারানী/ কবীর ১৯/১৩৬ সা'হীহুল জামি' হাদীস ৪৪৯৫)

www.pathagar.com

২৬

আত্মহত্যা করা

আত্মহত্যা একটি গুরুতর পাপ, যেভাবেই সে আত্মহত্যা করুক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَ لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

অর্থাৎ, এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

জুন্দাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ، فَقَالَ اللّٰهُ : بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি গুরুতর আহত হলে সে তার ক্ষতগুলোর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : আমার বান্দাহ্ নিজের জান কবযের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করেছে সুতরাং আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম। (বুখারী ১৩৬৪)

সাবিত ইবনে যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِشَىْءٍ فِى الدُّنْيَا عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহকালে কোন বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করল আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি দিবেন।

(বুখারী ১৩৬৩, ৬০৪৭, ৬১০৫, ৬৬৫২; মুসলিম ১১০)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهٗ فِىْ يَدِهٖ يَتَوَجَّاُ بِهَا فِىْ بَطْنِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا.

وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন লোহা বা লোহা জাতীয় বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করল সে লোহা বা লোহা জাতীয় বস্তুটি তার হাতেই থাকবে। তা দিয়ে সে জাহান্নামের আগুনে নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং এভাবে সে চিরকাল করতে থাকবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামের আগুনে বিষ পান করতেই থাকবে এবং তাতে সে চিরকাল করতে থাকবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামের আগুনে লাফাতেই থাকবে এবং এভাবেই সে চিরকাল করতে থাকবে। (বুখারী ৫৭৭৮; মুসলিম ১০৯)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِيْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবেই করতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি নিজকে বর্শা বিংবা অন্য কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে আত্মহত্যা করল সেও জাহান্নামে গিয়ে এভাবেই চিরকাল করতে থাকবে। (বুখারী ১৩৬৫)

আত্মহত্যা জাহান্নামে যাওয়ার একটি বিশেষ কারণ। রাসূল করীম ﷺ এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা রাসূল করীম ﷺ-এর সাথে হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পথিমধ্যে রাসূল করীম ﷺ জনৈক মুসলিম ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন : এ ব্যক্তি জাহান্নামী। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন লোকটি এক ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং সে তাতে প্রচুর ক্ষত-বিক্ষত হলো। জনৈক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যার সম্পর্কে আপনি ইতোপূর্বে বললেন : সে জাহান্নামী সে তো আজ এক ভয়ানক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূলে করীম ﷺ আবারো বললেন : সে জাহান্নামী। তখন মুসলিমদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সন্দিহান প্রকাশ করল।

এমতাবস্থায় সংবাদ এলো : সে মৃত্যুবরণ করেনি; সে এখনো জীবিত। তবে তার দেহে অনেকগুলো মারাত্মক ক্ষত রয়েছে। যখন রাত হলো তখন লোকটি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আত্মহত্যা করল। এ ব্যাপারে রাসূল করীম ﷺ-কে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন : আল্লাহ্ সুমহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা আর প্রেরিত রাসূল।

অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে এ মর্মে ঘোষণা দিতে বললেন যে–

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

অর্থাৎ, একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো কোন কোন গুনাহগার ব্যক্তির মাধ্যমেও ইসলামকে শক্তিশালী করে থাকেন। (মুসলিম ১১১)

২৭

বিচারকের নিকট অভিযোগ পৌঁছাতে বাধা দেয়া

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও তা যথাস্থানে প্রয়োগ করার যথেষ্ট প্রজ্ঞা ছাড়া বিচারকার্য পরিচালনা করা কিংবা কোন ব্যাপারে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়ার পরও তা পাশ কাটিয়ে অন্যায়মূলক বিচার করা একটি গুরুতর অপরাধ।

বুরাইদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِى النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ؛ فَهُوَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ؛ فَهُوَ فِى النَّارِ.

অর্থাৎ, বিচারক তিন প্রকারের। তন্মধ্যে একজন জান্নাতী আর অপর দু'জন জাহান্নামী।

১. যিনি জান্নাতী তিনি হচ্ছেন এমন বিচারক যে সত্য উদ্ঘাটন করে এর আলোকেই বিচার পরিচালনা করেন।

www.pathagar.com

২. আরেকজন এমন যে, তিনি সত্য উদঘাটন করতে পেরেছেন ঠিকই তবে তিনি তা সূক্ষ্মভাবে পাশ কাটিয়ে অন্যায় ও অবিচারমূলক বিচার করে থাকেন। এমন বিচারক জাহান্নামী।

৩. আরেকজন এমন যে, তিনি অজ্ঞতা ও মূর্খতাকেই পুঁজি করে বিচার ফয়সালা করে থাকেন। সুতরাং তিনিও জাহান্নামী।

(আবূ দাউদ ৩৫৭৩; তিরমিযী ১৩২২; ইব্নু মাজাহ্ ২৩৪৪)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের সহযোগিতা করে থাকেন যতক্ষণ না সে বিচারে কারোর উপর অবিচার করে। তবে যখন সে বিচারে কারোর উপর অবিচার করে বসে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত তুলে নেন এবং শয়তান তাকে আঁকড়ে ধরে। (তিরমিযী ১৩৩০; ইবনে মাজাহ্ ২৩৪১)

বিচারসংক্রান্ত কিছু কথা

বিচার করার সময় উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে তা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে হয়।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন। তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক হিসেবে পাঠাচ্ছেন; অথচ আমি অল্প বয়সের একজন যুবক এবং বিচার কার্য সম্পর্কে আমার কোনরূপ জ্ঞান নেই। তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন-

إِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ؛ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ؛ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ، قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করবেন। যখন তোমার সামনে উভয় পক্ষ হাজির হবে তখন তুমি দ্রুত বিচার সম্পাদন করবে না যতক্ষণ না তুমি দ্বিতীয় পক্ষ থেকে তাদের কথা শুনো যেমনিভাবে শুনেছিলে প্রথম পক্ষ থেকে। কারণ, তখনই তোমার সামনে বিচারের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আলী (রা) বলেন : তখন থেকেই আমি বিচারক কিংবা তিনি বললেন : অতঃপর আমি আর বিচারের ক্ষেত্রে কখনোই কোন সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হননি। (আবূ দাউদ-৩৫৮২; তিরমিযী-১৩৩১)

বিচারকের কাছে অভিযোগ পৌঁছানো বাধাগ্রস্ত করা

আমর ইবনে মুর্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ؛ إِلَّا أَغْلَقَ اللّٰهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ.

অর্থাৎ, কোন সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রপতি কিংবা বিচারকের কাছে তার অভিযোগ উত্থাপন করতে বাধাগ্রস্ত হলে সেও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে বাধাগ্রস্ত হবে। (তিরমিযী ১৩৩২)

বিচারক বিচারের সময় কোন ব্যাপারেই রাগান্বিত হতে পারবেন না–

আবূ বাক্‌রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

অর্থাৎ, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'পক্ষের মাঝে বিচার ফয়সালা না করে। (তিরমিযী ১৩৩৪; আবূ দাউদ ৩৫৮৯; ইব্‌নে মাজাহ্ ২৩৪৫)

২৮

কারো বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা

কারো বংশ মর্যাদা হানি করাও কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম। যা রাসূল করীম ﷺ-এর ভাষায় কুফরি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَابِهِمْ كُفْرٌ، اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ সাধন করা। (মুসলিম ৬৭)

২৯

আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা না করা

আল্লাহ তা'আলার দেয়া কল্যাণময় বিধানকে লঙ্ঘন করে মানবরচিত যে কোন মতবাদ ও বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা বা গ্রহণ করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না সে তো কাফির। (সূরা মা'য়িদা : আয়াত-৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার করে না তারা তো জালিম। (সূরা মা'য়িদা : আয়াত-৪৫)

তিনি আরো বলেন–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধানানুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা তো ফাসিক তথা ধর্মচ্যুত নাফরমান। (সূরা মা'য়িদাহ্ : আয়াত-৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদের মধ্যে মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরকেও ঈমান শূন্য তথা কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا يَكْفُرُوْا بِهٖ، وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থাৎ, আপনি কি তাদের ব্যাপারে অবহিত নন? যারা আপনার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান এনেছে বলে ধারণা করছে, অথচ তারা তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী যে কোন শক্তি) ফায়সালা প্রত্যাশা করে। বস্তুত: তাদেরকে ওদের বিরুদ্ধাচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান চায় তাদেরকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করতে।

সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং আপনার সকল ফায়সালা নিঃসঙ্কোচে তথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।
(সূরা নিসা : আয়াত-৬০ ও ৬৫)

তবে মানব রচিত বিধান কর্তৃক বিচার কার্য পরিচালনা করার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

ক. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধান বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য কোনভাবেই যুযোপযোগী নয় তা হলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে সকল মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, সে আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অস্বীকার করেছে যা নিশ্চিত কুফরি বলে সাব্যস্ত।

www.pathagar.com

খ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত বিধানই বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য অত্যন্ত যুগ উপযোগী; আল্লাহ্ তা'আলার বিধান নয়, চাই তা সর্ববিষয়েই হোক অথবা শুধুমাত্র নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলিতে হোক, তা হলে সেও কাফির বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারেও সকল মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে। কারণ, সে মানব রচিত বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের উপর প্রাধান্য দিয়েছে যা কুফরি।

গ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধান যেমন বর্তমান যুগে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য উপযোগী তেমনিভাবে মানব রচিত বিধানও, তা হলে সেও কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়েছে যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত তথা কুফরিও বটে।

ঘ. যে বিচারক বিশ্বাস করে যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের আলোকে যেভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব তেমনিভাবে মানব রচিত যে কোন বিধানের আলোকেও বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্ভব তা হলে সেও কাফির। যদিও সে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানই সর্বোত্তম। কারণ, সে নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল মনে করছে। যা কুফরিরই অন্তর্ভুক্ত।

ঙ. যে বিচারক ধারণা করে যে, বর্তমান যুগের শরীয়ত বিরোধী আদালতসমূহই মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল, ইসলামী শরীয়ত নয় তা হলে সেও কাফির বলে গণ্য হবে। কারণ, সেও নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল বলে সাব্যস্ত করছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

চ. যে গ্রাম্য মোড়ল বা পণ্ডিত মনে করে যে, তার এ অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারই মানুষের সমস্যা সমাধানের একমাত্র অবলম্বন বা উপায় তা হলে সেও কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সেও নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল বলে ধরে নিয়েছে। যা কুফরিরই অন্তর্গত।

ছ. যে বিচারক মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানই বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধান; অন্য কোন মানব রচিত বিধান নয়। এরপরও সে মানব রচিত কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করে যাচ্ছে এবং সে এও মনে করছে যে, আমার এ কর্মনীতি কখনোই ঠিক হতে পারে না, তা হলে সে সত্যিই বড় পাপী। কারণ, সে নিজ স্বার্থ বা প্রবৃত্তির পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

মানব রচিত আইন গ্রহণকারীদেরও কয়েকটি পর্যায় রয়েছে যা নিম্নরূপ–

ক. যে বিচারপ্রার্থী এ কথা অবগত যে, তার প্রশাসক বা বিচারক আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী বিচার করছে না। তবুও সে তার প্রশাসক বা বিচারকেরই অনুসরণ করছে এবং এও মনে করছে যে, তার প্রশাসক বা বিচারকের বিচার কার্যই যথার্থই সঠিক। তারা যা হালাল বলে তাই হালাল এবং তারা যা হারাম বলে তাই হারাম, তা হলে সে কাফির বলে সাব্যস্থ হবে। কারণ, সে তার প্রশাসক বা বিচারককে তার প্রভু বানিয়ে নিয়েছে যা শিরক তথা কুফরিও বটে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا، لَآ اِلٰهَ هُوَ سُبْحَانَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলাকে পরিত্যাগ করে নিজেদের আলিম, ধর্মযাজক ও মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ (ঈসা (আ)-কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে শুধু এতটুকুই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করবে। তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। তিনি তাদের শিরক থেকে একেবারেই পূত:পবিত্র।

(সূরা তাওবা : আয়াত-৩১)

আদি ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ عُنُقِىْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : يَا عَدِىُّ اِطْرَحْ عَنْكَ هٰذَا الْوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٌ. اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ قَالَ : اَمَا اِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوْهُ وَاِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আমি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলিয়ে হাজির হলে তিনি আমাকে ডেকে বলেন : হে 'আদি'! এ মূর্তিটি (ক্রুশ) গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। তখন আমি তাঁকে উক্ত আয়াতটি পড়তে শুনেছি। 'আদি' বলেন : মূলতঃ খ্রিস্টানরা কখনো তাদের আলিমদের উপাসনা করত না। তবে তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে বিনা প্রমাণে আলিমদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিত। আর এটিই হচ্ছে আলেমদেরকে প্রভু মানার অর্থ তথা আনুগত্যের শিরক। (তিরমিযী ৩০৯৫)

উক্ত বিধান আলেম ও ধর্মযাজকদের ব্যাপারে যেমন প্রযোজ্য তেমনিভাবে বিচারক ও প্রশাসকদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

খ. যে বিচারপ্রার্থী মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিচারই যথার্থই সঠিক। তার বিচারকের বিচার সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যাই হালাল বলেন তাই হালাল আর তিনি যাই হারাম বলে তাই হারাম। তবুও সে তার বিচারকের বিচারই মেনে নিয়েছে তার কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে তা হলে সে সত্যিই বড় পাপী। কারণ, সে স্বার্থ পূজারী। তবে সে কাফির নয়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَاِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি তার উপরস্থের যে কোন কথা শ্রবণ করতে ও তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য তা তার পছন্দই হোক বা নাই হোক যতক্ষণ না তিনি তাকে কোন গুনাহের আদেশ করেন। তবে যদি তিনি তাকে কোন গুনাহের আদেশ করেন তখন তার জন্য উক্ত কথাটি শ্রবণ করা বা মান্য করা বৈধ নয়। (বুখারী ৭১৪৪; মুসলিম ১৮৩৯)

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূল করীম ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীকে আমীর নির্বাচন করে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে তাদের আমীরের যাবতীয় কথা শুনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে নিদের্শ দেন। পথিমধ্যে তারা উক্ত আমীরকে কোন এক ব্যাপারে রাগন্বিত করে তুললে তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যে, তোমরা আমার জন্য কিছু জ্বালানি কাঠ একত্রিত কর। তখন তারা তাই করল। আমীর সাহেব

www.pathagar.com

তাদেরকে সেগুলোতে আগুন জ্বালাতে বললেও তারা তাই করল। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন : রাসূল ﷺ কি তোমাদেরকে আমার যাবতীয় কথা শুনতে ও আমার আনুগত্য করতে আদেশ করেননি? তারা সকলেই বলল : অবশ্যই। আমীর বললেন : তা হলে তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। তখন তারা একে অপরের প্রতি তাকাতে লাগল। তারা বলল : আমরা তো রাসূল করীম ﷺ-এর নিকট ছুটেই আসলাম আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। এভাবেই কিছু সময় কেটে গেল। ইতোমধ্যে তাঁর রাগ দমন হয়ে গেল এবং আগুন নিভিয়ে দেয়া হলো।

তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন–

لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا، اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

অর্থাৎ, যদি তারা তাতে (আগুনে) প্রবেশ করত তা হলে তারা আর সেখান থেকে বের হতে পারত না। নিশ্চয়ই আনুগত্য হচ্ছে (কুরআন ও হাদীসসম্মত) সৎ কাজেই। (বুখারী ৭৪৫; মুসলিম ১৮৪০)

গ. যে বিচারপ্রার্থী বাধ্য হয়েই শরীয়ত বিরোধী বিচার গ্রহণ করেছে; সন্তুষ্টচিত্তে নয় তাহলে সে কাফিরও নয় এবং গুনাহগারও নয়।

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ.

অর্থাৎ, তোমাদের উপর এমন আমীর নিযুক্ত করা হবে যাদের কিছু কর্মকাণ্ড হবে মেনে নেয়ার মতো, আর কিছু মেনে নেয়ার মতো নয়। অতএব যা মেনে নেয়ার মতো নয় তা কেউ অপছন্দ করলে সে দায়মুক্ত হলো। আর যে তা মেনে নিলো না সে নির্ভেজাল থাকল। আর যে তাতে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং তার অনুসরণ করল সে হবে নিশ্চিত অপরাধী। (মুসলিম ১৮৫৪)

www.pathagar.com

৩০

ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করা

ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করাও একটি গুরুতর পাপ এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে অভিসম্পাত করেন। আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ.

অর্থাৎ, রাসূল করীমে ﷺ বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিযী ১৩৩৬, ১৩৩৭, আবূ দাউদ ৩৫৮০; ইব্নু মাজাহ্ ২৩৪২)

৩১

তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ্ করা

কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য হালাল করে দেয়া কিংবা নিজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আরেকটি মহাপাপ এবং হারাম কাজও বটে। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল করীম ﷺ এ জাতীয় মানুষকে লা'নত ও অভিসম্পাত করেন।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে। (আবু দাউদ ২০৮৬)

জাবের, আলী ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ্-১৯৬১, '৯৬২; তিরমিযী-১১১৯, ১১২০)

www.pathagar.com

উক্ববাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে ধার করা পাঠার সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেন : হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তখন তিনি বললেন : সে হচ্ছে হালালকারী। আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামেমাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালাকারীকে এবং যার জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ্ ১৯৬৩)

৩২

পুরুষ মহিলার পরস্পরের মধ্যে বেশ-ভূষা ধারণ করা

পুরুষদের মহিলার সাথে কিংবা মহিলাদের পুরুষের সাথে যে কোনভাবেই সাদৃশ্য বজায় রাখাও আরেকটি গুরুতর অপরাধ এবং হারাম কাজ। চাই তা পোশাক-আশাকে হোক অথবা চাল-চলনে, উঠা-বসায় অথবা কথা-বার্তায়। অতএব পুরুষরা মহিলাদের স্বর্ণের চেইন, গলার হার, হাতের চুড়ি, কানের দুল, পায়ের খাড় ইত্যাদি এবং মহিলারা পুরুষের পেন্ট, শার্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, জুব্বা, পাজামা, টুপি ইত্যাদি পরিধান করতে পারে না। তাই তো রাসূল করীম ﷺ এ জাতীয় পুরুষ ও মহিলাকে অভিসম্পাত করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ অভিসম্পাত করেন এমন পুরুষকে যারা মহিলাদের সাথে যে কোনভাবে (পোশাকে, চালন-চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে

www.pathagar.com

উৎসাহী এবং সে মহিলাদেরকে যারা পুরুষদের সাথে যে কোনভাবে (পোশাকে, চাল-চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী। (বুখারী ৫৮৮৫, ৫৮৮৬)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ এমন পুরুষকে অভিসম্পাত করেন যে পুরুষ মহিলার ঢঙে পোশাক পরে এবং এমন মহিলাকে অভিসম্পাত করেন যে মহিলা পুরুষের ঢঙে পোশাক পরে। (আবূ দাউদ ৪০৯৮; ইব্নে হিব্বান ৫৭৫১, ৫৭৫২; হাকিম ৪/১৯৪; আহ্মদ্ ২/৩২৫)

৩৩

অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হয়ে নীরব থাকা

নিজ অধীনস্থ মহিলাদের অশ্লীলতায় খুশি হওয়া অথবা তা চোখ বুজে মেনে নেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম কাজ। যাকে আরবী ভাষায় দিয়াসাহ্ এবং উক্ত ব্যক্তিকে দাইয়ুস বলা হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তারা হলো মধ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং এমন আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি যে নিজ পরিবারবর্গের ব্যাপারে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা মেনে নেয়া। (আহ্মদ্ ২/৬৯, ১২৮ সা'হীহুল জ'মি' হাদীস ৩০৫২ সাহীহুত্ তারগীবি ওয়াত তারহীব, হাদীস ২৩৬৬)

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ أَبَدًا : اَلدَّيُّوْثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ

عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُّوْثُ؟ قَالَ : اَلَّذِىْ لاَ يُبَالِىْ مَنْ دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهِ، قُلْنَا : فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ الَّتِىْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ .

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি, পুরুষ মার্কা মেয়ে এবং মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। সাহাবা কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! মধ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে তো আমরা চিনি তবে আত্মমর্যাদাহীন বা ঈর্ষাহীন ব্যক্তি বলতে আপনি কাকে বুঝিয়েছেন? রাসূল করীম ﷺ বললেন : যে নিজ পরিবারবর্গের কাছে কে বা কারা- আসা-যাওয়া করছে এর কোন খোঁজ খবরই রাখে না বা –এর কোন পরোয়াই করে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে পুরুষ মার্কা মেয়ে বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন? রাসূল করীম ﷺ বললেন : যে মহিলা পুরুষের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রেখে চলে।

(সাহীহুত, তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ২০৭১, ২৩৬৭)

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় হলো যে, কেউ নিজ মেয়ে বা স্ত্রীকে গায়রে মাহরাম তথা যার সাথে দেখা দেয়া হারাম এমন কারোর সাথে সরাসরি, টেলিফোন কিংবা মোবাইলে কথা বলতে বা হাসাহাসি করতে অথবা নির্জনে বসে গল্প-গুজব করতে দেখল অথচ সে কিছুই বলল না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় এটাও যে, কারোর কাজের ছেলে বা গাড়ি চালক তার অন্দরমহলে যখন-তখন ঢুকে পড়ছে এবং তার স্ত্রী-কন্যার সাথে গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলছে। তার স্ত্রী-কন্যারা যখন-তখন গাড়ি চালকের সাথে একাকী মার্কেটে, পার্কে, বিয়ে বাড়িতে ইত্যাদির দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে অথচ সে তা জানো সত্ত্বেও তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় হলো যে, কারোর স্ত্রী-কন্যা বেপর্দাভাবে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। আর পিপাসার্ত যুবকরা ওদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে বার বার তাকিয়ে আত্মতৃপ্ত লাভ করছে অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছে না।

আত্মমর্যাদাহীনতা বা ঈর্ষাহীনতার আরেকটি পর্যায় হচ্ছে যে, কারোর স্ত্রী-কন্যা টিভির পর্দায় অর্ধ উলঙ্গ-নায়ক-নায়িকার গলা ধরাধরি, জড়াজড়ি, চুমোচুমি ইত্যাদি দেখে উক্ত নায়কের প্রতি নিজের অজান্তেই আসক্ত হয়ে পড়ছে অথচ সে নিজেই জেনে-শুনে তাদের জন্য এ অশ্লীল ব্যবস্থা চালু করে রেখেছে।

www.pathagar.com

৩৪

প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন না করা

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করাও আরেকটি কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম গুনাহ। যা খ্রিস্টানদের একান্ত বৈশিষ্ট্য এবং যে কারণে কবরে শাস্তি পেতে হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : بَلٰى إِنَّهُ كَبِيْرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

অর্থাৎ, একদা নবী করীম ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি বললেন : এ দু'জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাতদৃষ্টিতে কোন বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্তুত : উক্ত দু'টি গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের জন্য কোন কষ্টকরই ছিল না। তাদের একজন নিজ প্রস্রাব থেকে উত্তমরূপে পবিত্রতার্জন করত না। আর অপরজন মানুষের মাঝে চোগলখরী করে বেড়াত। অতঃপর রাসূল করীম ﷺ খেজুর গাছের একটি তাজা ডালকে দু'ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কেন এমন করলেন ? রাসূল করীম ﷺ বললেন : হয়তো বা তাদের শাস্তি কিছুটা হলেও হালকা করে দেয়া হবে যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকিয়ে যাবে। (বুখারী ২১৮; মুসলিম ২৯২)

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন না করার মধ্যে এটিও যে, আপনি প্রস্রাব শেষেই দ্রুত উঠে গেলেন অথচ প্রস্রাবের কয়েক ফোঁটা এখনো থেকে গেছে যা পরবর্তীতে আপনার কাপড়কে অপবিত্র করে দিচ্ছে অথবা প্রস্রাবের পর আপনি

www.pathagar.com

পানি বা ঢিলা কিছুই ব্যবহার করেননি। তাই প্রস্রাবের ফোঁটায় আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যাচ্ছে।

এর চেয়েও আরো কঠিন অপরাধ হলো যে, অনেক খ্রিস্টান মার্কা ভদ্রলোক দেয়ালে ফিট করা ইংলিশ প্রস্রাব খানায় অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রস্রাব করে সাথে সাথেই কাপড় পরে নেয় অথচ সে ঢিলা বা পানি কোন কিছুই ব্যবহার করেনি। এমতাবস্থায় দু'টি অপরাধ একত্রে পাওয়া যায়। খোলা জায়গায় অর্ধ উলঙ্গ হওয়া এবং পবিত্রতার্জন না করা। কখনো কখনো এ সব প্রস্রাবখানায় প্রস্রাবের পর পানি ছাড়তে গেলে প্রস্রাব গায়ে আসে। এমন অনেক কাণ্ড আমাদের স্বচক্ষে দেখা। যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

৩৫

চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা

কারো সাথে কোন ব্যাপারে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ। তাই তো এ জাতীয় ব্যক্তিকে মুনাফিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

অর্থাৎ, চারটি চরিত্র কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি বিদ্যমান থাকে তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর এটি চরিত্রই পাওয়া গেল যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। উক্ত চরিত্রগুলো হলো : যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা কথা বলে, যখন সে কারো সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারো সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে।

(বুখারী হাদীস নং ৩৪)

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারী বা ওয়াদা খেলাফীর পাছার কাছে একটি করে ঝাণ্ডা প্রোথিত থাকবে এবং যা দিয়ে সে কিয়ামতের দিন বিশ্বজন সমাবেশে পরিচিতি লাভ করবে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাণ্ডা হবে যা দিয়ে সে পরিচিতি লাভ করবে। (মুসলিম হাদীস ১৭৩৭)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাণ্ডা হবে যা তার পাছার নিকট প্রোথিত থাকবে। (মুসলিম হাদীস ১৭৩৮)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর একটি করে ঝাণ্ডা হবে যা তার চুক্তি ভঙ্গের পরিমাণ অনুযায়ী উত্তোলন করা হবে। জেনে রাখ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় চুক্তি ভঙ্গকারী আর কেউ হতে পারে না যে সাধারণ জনগণের দায়িত্বভার হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গেই চুক্তি ভঙ্গ করে। (মুসলিম হাদীস নং ১৭৩৮)

www.pathagar.com

৩৬

কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়া

কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর অবাধ্য হওয়াও কবীরা গুনাহের অন্যতম। তাই তো আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالّٰتِى تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ، فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

অর্থাৎ, আর যে নারীদের তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও তথা আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয়-ভীতি প্রদর্শন কর, তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ করো এবং প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার কর। এতে করে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের ব্যাপারে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমুন্নত মহীয়ান। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৪)

কোন মহিলা তার স্বামীর প্রয়োজনের ডাকে সাড়া না দিলে যদি সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফেরেশতারা তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকেন যতক্ষণ না সে সকাল উপনীত হয়।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ .

অর্থাৎ, কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তাঁর শয্যার দিকে আহ্বান করলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তাঁর উপর ক্রোধ হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফেরেশতারা তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে যতক্ষণ না সে সকাল উপনীত হয়। (বুখারী ৩২৩৭ ; মুসলিম ১৪৩৬)

www.pathagar.com

আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْا امْرَأَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهَا، فَتَأْبِىْ عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا.

অর্থাৎ, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে আহ্বান করলে সে যদি তাতে সাড়া দিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করে তা হলে সে সত্তা যিনি আকাশে রয়েছেন (আল্লাহ্ তা'আলা) তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না তার উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে না আসে।

(বুখারী ৩২৩৭, ৫১৫৩; মুসলিম ১৪৩৬)

কোন মহিলা নিজ স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় না করলে সে আল্লাহ্ তা'আলার সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّيْ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ، حَتّٰى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ.

অর্থাৎ, আমি যদি কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম তা হলে নারীদেরকে তাঁর স্বামীর জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম। কারণ, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন মহিলা নিজ প্রভুর সমূহ অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর সমূহ অধিকার আদায় করে। এমনকি কোন মহিলাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য আহ্বান করলে তাতে তার অস্বীকার করার কোন অধিকার নেই। যদিও সে তখন উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় থাকুক না কেন।

(ইব্নে মাজাহ ১৮৮০; আহ্মদ্ ৪/৩৮১ ইবনু হিব্বান/ ইহ্সান, হাদীস ৪১৫৯)

www.pathagar.com

স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে স্ত্রীর জান্নাত এবং তার অসন্তুষ্টির মধ্যেই রয়েছে স্ত্রীর জাহান্নাম। একদা জনৈকা মহিলা সাহাবী রাসূল করীম ﷺ-এর নিকট তার স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকে বললেন–

اُنْظُرِىْ اَيْنَ اَنْتِ مِنْهُ فَاِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

অর্থাৎ, ভেবে দেখো তার সাথে তুমি কি ধরনের আচরণ করছ কারণ, সে তো তোমার জান্নাত এবং সে তো তোমার জাহান্নাম। (আহমদ, ৪/৩৪১ নাসায়ী/ ইশ্‌রাতুন নিসা; হাদীস ৭৬, ৭৭, ৭৮,৭৯, ৮০, ৮১; ইবনে আবী শাইবাহ্ ৪/৩০৪)

কোন মহিলা তার স্বামীর অবদানসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি কখনো সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দৃষ্টি দিবেন না।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى امْرَاَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِىَ لَا تَسْتَغْنِىْ عَنْهُ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; অথচ সে তার স্বামীর প্রতি সর্বদাই মুখাপেক্ষিণী। (নাসায়ী ইশরাতুন নিসা; হাদীস ২৪৯; হা'কিম ২/১৯০ বায়হাক্বী ৭/২৯৪)

কোন মহিলা তার স্বামীকে ইহকালে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী তথা হুররা সে মহিলাকে তিরস্কার করতে থাকে।

মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تُؤْذِىْ امْرَاَةٌ زَوْجَهَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، لَا تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا.

অর্থাৎ, কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তাঁর জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীরা বলে : তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক! কারণ, সে তো তোমার কাছে মাত্র কিছু দিনের জন্য। বেশি দূরে নয় যে, সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে আসবে। (ইব্‌নে মাজাহ্ ২০৪৪)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা, তদীয় রাসূল করীম ﷺ এবং স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণেই অধিকাংশ মহিলারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ.

অর্থাৎ, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর এবং জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা। (বুখারী ৩২৪১; মুসলিম ২৭৩৮)

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম ﷺ মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন–

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَاِنِّى اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ. وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ.

অর্থাৎ, হে মহিলারা! তোমরা (বেশি বেশি) সদকা আদায় কর। কারণ, আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হিসেবে দেখেছি। মহিলারা বলল : কেন? হে আল্লাহর রাসূলে করীম ﷺ! তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন : তোমরা বেশি অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(বুখারী ৩০৪; মুসলিম ৮০)

www.pathagar.com

৩৭

প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করা

যে কোন প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করাও কবীরা গুনাহ্। শেষ বিচারের দিন এ জাতীয় চিত্রাঙ্কনকারীরা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন–

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে তারা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে।
(বুখারী ৫৯৫০; মুসলিম ২১০৯)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন, আমি আমার বৈঠকখানা তথা খেলনাপাতি রাখার জায়গাকে এমন একটি পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি যার উপর কিছু ছবি অঙ্কিত ছিল। তখন রাসূল করীম ﷺ তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন–

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে তারা যারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির অনুরূপ কোন কিছু তৈরি করতে চায়।
(বুখারী ৫৯৫৪; মুসলিম ২১০৭; বাগাওয়ী ৩২১৫; নাসায়ী : ৮/২১৪ বায়হাক্বী : ২৬৯)

আয়েশা (রা) বলেন : অতঃপর আমি সে ছিঁড়া পর্দাটি দিয়ে হেলান দেয়ার জন্য একটি বা দু'টি তাকিয়া তৈরি করে নিয়েছি।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন–

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামী। প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি প্রয়োগ করতে থাকবে। (মুসলিম ২১১০)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মুহাম্মদ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন–

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহকালে কোন ছবি এঁকেছে শেষ বিচারের দিন তাকে এ ছবিগুলোতে রূহ দিতে বলা হবে। কিন্তু সে কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না।

(বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২; মুসলিম ২১১০; বাগাওয়ী ৩২১৯; নাসায়ী: ৮/২১৫)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَاتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এ সকল চিত্রকরদেরকে শেষ বিচারের দিন কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা তৈরি করেছ তাতে জীবন দাও। কিন্তু তারা কখনো তা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে ছবি রয়েছে। (বুখারী ২১০৫, ৫৯৫৭ ; মুসলিম ২১০৭)

আল্লাহ তা'আলা চিত্রাঙ্কনকারীদেরকে সর্ববৃহৎ জালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ، فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً، وَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً.

অর্থাৎ, ওই ব্যক্তির মতো জালিম আর কেউ হতে পারে না– যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ কোন কিছু তৈরি করতে চায়। মূলত: সে কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না। যদি সে তা করতে সক্ষম হয় বলে দাবি করে তাহলে সে যেন একটি দানা, একটি পিঁপড়া এবং একটি যব বানিয়ে দেখায়।

(বুখারী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯; মুসলিম ২১১১ বায়হাক্বী: ৭/২৬৮; বাগাওয়ী ৩২১৭)

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، وَأُذُنَانِ تَسْتَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُوْلُ: اِنِّىْ وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَامَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِيْنَ.

অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন জাহান্নাম থেকে ঘাড়সহ একটি মাথা বেরিয়ে আসবে যার দু'টি চোখ হবে যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান হবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা হবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে : তিন জাতীয় মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তারা হচ্ছে, ১. প্রত্যেক প্রভাবশালী গাদ্দার, ২. প্রত্যেকে এমন ব্যক্তি যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করেছে এবং ৩. যারা ছবি অঙ্কন করে।

(তিরমিযী ২৫৭৪; আহ্মদ ৮৪৩০)

কারোর ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকলে সে ঘরে রহমতের ফিরিশ্তা প্রবেশ করবেন না। আবু ত্বালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ.

অর্থাৎ, যে ঘরে কুকুর এবং (কোন প্রাণীর) ছবি রয়েছে সে ঘরে (রহ্মতের) ফেরেশতা প্রবেশ করবেন না। (বুখারী ৫৯৪৯; মুসলিম ২১০৬)

www.pathagar.com

৩৮

বিপদের সময় ধৈর্যহারা হয়ে গর্হিত কাজ করা

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পাঠ থেকে কোন বিপদ-আপদ পতিত হলে তাতে অধৈর্য হয়ে কোন রূপ বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ، اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরির পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা। (মুসলিম ৬৭)

আবু মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

অর্থাৎ, বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস-পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে। (মুসলিম ৯৩৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, সে আমার উম্মত হিসেবে গণ্য হবে না যে (বিপদে পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে) নিজ গণ্ড দেশে সজোরে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহিলী যুগের মতো বিলাপ করে। (বুখারী ১২৯৪, ১২৯৭; মুসলিম ১০৩ ; নাসায়ী ১৮৬২; ইব্নে মাজাহ্ ১৬০৬)

রাসূল করীম ﷺ এ জাতীয় মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার থেকে নিজ দায়মুক্তি ও অসম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন।

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাসূল করীম ﷺ অভিসম্পাত করেছেন মাথা মুণ্ডনকারিণী, বিলাপকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলাকে। (নাসায়ী ১৮৬৯)

আবু উমামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাসূলে করীম ﷺ অভিসম্পাত করেছেন সে মহিলাকে যে নিজ চেহারায় খামচি মারে, নিজ বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং নিজ ধ্বংসকে আহ্বান করে। (ইবনে মাজাহ্)

আবু মূসা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন–

إِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাসূলে করীম ﷺ বিলাপকারিণী, মাথা মুণ্ডনকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলা থেকে নিজ দায়মুক্তি ঘোষণা করেন।

(বুখারী ১২৯৬; মুসলিম ১০৪; ইব্নে মাজাহ্ ১৬০৮)

কেউ জীবিত থাকাবস্থায় নিজ পরিবারকে বিলাপের ব্যাপারে সতর্ক না করলে সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবার তাঁর জন্য বিলাপ করলে তাকে সে জন্য কবরে শাস্তি প্রদান করা হবে।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে তার উপর কারোর বিলাপের কারণে তার কবরেই তাকে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। (বুখারী ১২৯২)

www.pathagar.com

৩৯

কোন মুসলিমকে গাল-মন্দ করে কষ্ট দেয়া

কোন মুসলিমকে গালি দেয়া বা যে কোনভাবে কষ্ট দেয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ। যদিও সে লোকটি মৃত হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

অর্থাৎ, যারা মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দিয়ে থাকে তারা অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করে। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থাৎ, কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরি।
(বুখারী ৬০৪৪, ৭০৭৬; মুসলিম ৬৪)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ. فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا.

অর্থাৎ, তোমরা মৃতদেরকে গালি-গালাজ করো না। কারণ, তারা দুনিয়াতে যা করেছে তার প্রতিফল তো এমনিতেই ভোগ করবে। (বুখারী ১৩৯৩, ৬৫১৬)

কোন কোন মানুষ অন্যের অনিষ্ট করতে বা তাকে কষ্ট দিতে সিদ্ধহস্ত। তাই অন্যরা সাধ্যমতো তার থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। এমন মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বনিকৃষ্ট। আয়েশা (রা) ইবনে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যাকে অন্যেরা পরিত্যাগ করে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে।
(বুখারী ৬০৩২; মুসলিম ২৫৯১)

www.pathagar.com

একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ .. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

অর্থাৎ, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কাজেই সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না, তার অসহযোগিতা করতে পারে না এবং তাকে নীচও ভাবতে পারে না। একজন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার জন্য মুসলিম ভাইকে নীচু বলে মনে করবে একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম। সে তা কোনভাবেই হরণ বা ক্ষুণ্ন করতে পারে না। (মুসলিম ২৫৬৪)

৪০

নবী ﷺ-এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া

রাসূল করীম ﷺ-এর সাহাবাদেরকে গালি দেয়া আরেকটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَسُبُّوْ أَصْحَابِىْ، لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের কেউ আল্লাহ তা'আলার পথে উহুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ কিংবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না। (মুসলিম ২৫৪০)

www.pathagar.com

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর মাঝে কোন একটি ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে গালি দেয়। রাসূলে করীম ﷺ তা শ্রবণ করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لَا تَسُبُّوْا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِيْ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

অর্থাৎ, তোমরা আমার (প্রথম যুগের) কোন সাহাবাকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ আল্লাহ্ তা'আলার পথে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সদকা প্রদান করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ কিংবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না। (বুখারী ৩৬৭৩; মুসলিম ২৫৪১)

যারা রাসূলে করীম ﷺ-এর সাহাবাদেরকে গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার কোন সাহাবাকে গালি দিল তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

(ত্বাবারানী/কবীর ১২৭০৯ সা'হীহুল জামি; হাদীস ৫২৮৫)

আলী, আনসারী সাহাবা এমনকি যে কোন সাহাবাকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِيْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِيْ إِلَّا مُنَافِقٌ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, সে সত্তার কসম যিনি বীজ থেকে উদ্ভিদ এবং সকল প্রাণী করেছেন। নবী করীম ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : একমাত্র মু'মিনই তোমাকে ভালোবাসবে এবং একমাত্র মুনাফিকই তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। (মুসলিম ৭৮)

আনাস্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ، وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ.

অর্থাৎ, আনসারী সাহাবাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মুনাফিকির পরিচায়ক। (বুখারী ১৭, ৩৭৮৪; মুসলিম ৭৪)

বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ আনসারী সাহাবাদের সম্পর্কে বলেন–

اَلْاَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ.

অর্থাৎ, একমাত্র মু'মিনই আনসারী সাহাবাদেরকে ভালোবাসবে এবং একমাত্র মুনাফিকই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসল আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন এবং যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা তথা বিদ্বেষ পোষণ করল আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে শত্রুতা তথা বিদ্বেষ পোষণ করবেন। (বুখারী ৩৭৮৩; মুসলিম ৭৫)

www.pathagar.com

৪১

নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া

নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহের অন্যতম। যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে সত্যিকারের মু'মিন নয়। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ : وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَلَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি কখনো মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি কখনো মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি কখনো মু'মিন হতে পারে না। রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রাসূল করীম ﷺ! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী ৬০১৬)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাত লাভ করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (মুসলিম ৪৬)

নিজ প্রতিবেশীর প্রতি দয়াশীল হওয়া সত্যিকারের ঈমানের পরিচায়ক। আবু হুরায়রা এবং আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। (মুসলিম ৪৭, ৪৮)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম হেতু। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فُلَانَةً تُصَلِّىْ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ، وَفِىْ لِسَانِهَا شَيْئٌ يُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا سَلِيْطَةٌ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيْهَا هِىَ فِى النَّارِ.

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো : হে আল্লাহর রাসূলে করীম ﷺ! অমুক মহিলা রাতের বেলায় নফল সালাত পড়ে এবং দিনের বেলায় নফল রোযা রাখে অথচ সে কর্কশভাষী তথা নিজ মুখ দিয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

তখন রাসূল করীম ﷺ বললেন : তার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। সে জাহান্নামী। (হা'কিম ৪/১৬৬)

জিবরাঈল (আ) রাসূলে করীম ﷺ-কে নিজ প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এতো বেশি তাকিদ দিয়েছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ নিজ প্রতিবেশীকে তাঁর ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়ার আশঙ্কা পোষণ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ، حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

অর্থাৎ, জিবরাঈল (আ) আমাকে এতো বেশি প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার অসিয়ত করছিলেন যে, তখন আমার আশঙ্কাবোধ হচ্ছিল হয়তোবা তিনি তাকে আমার ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন। (বুখারী ৬০১৫; মুসলিম ২৬২৫)

জিনিস যতই সামান্য হোক না কেন তা প্রতিবেশীকে দিতে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। কারণ, কিছু না দেয়ার চেয়ে সামান্য দেয়াই ভালো। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ প্রায়ই বলতেন–

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

অর্থাৎ, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকবে না তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন। (বুখারী ৬০১৭ ; মুসলিম ১০৩০)

www.pathagar.com

জিনিস কম হলে তা নিকটতম প্রতিবেশীকেই দিবে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল করীম ﷺ-কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি কাকে হাদিয়া দান করব? তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন–

اِلَى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

অর্থাৎ, নিকটবর্তী প্রতিবেশীকেই হাদিয়া দিবে। যার ঘরের দরোজা তোমারই দরোজার পাশে। (বুখারী ৬০২০)

৪২

আল্লাহর নেক বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করা

আল্লাহর কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করা কিংবা তাঁকে যে কোনভাবে কষ্ট দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। কারণ, তাদেরকে কষ্ট দেয়া অর্থ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল করীম ﷺ-কে কষ্ট দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন এবং আখিরাতে রয়েছে তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলে করীম ﷺ-কে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করবেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা আহ্যাব : আয়াত-৫৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ، فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ

www.pathagar.com

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করল আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয আমলের চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয় এমন কোন আমল নেই যার মাধ্যমে কোন বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এসব সত্ত্বেও কোন বান্দা যদি বিরামহীমভাবে নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি কখনো কাউকে ভালোবাসলে তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই শ্রবণ করে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার চোখও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই অবলোকন করে যাতে আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাই। তার হাতও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই সম্পাদন করে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার পাও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুর প্রতিই চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট। সে আমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে আমি তাকে তা দিয়ে প্রদান করি। আমার কাছে সে কোন কিছু থেকে আশ্রয় কামনা করলে আমি তাকে তা থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কিছু করতে এতটুকুও ইতস্তত করি না যতটুকু ইতস্তত করি কোন মু'মিনের জীবন সংহারে। সে মৃত্যু চায় না। আর আমি তাকে কোন ভাবেই দুঃখে দিতে চাই না। (বুখারী ৬৫০২)

আয়িয ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আবু সুফফান নিজ দলবল নিয়ে সালমান সুহাইব ও বিলাল (রা)-এর পাশ দিয়ে গমন করছিলাম। তখন তাঁরা আবু সুফ্ফানকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আল্লাহর তরবারি এখনো তাঁর এ শত্রুর গর্দান উপড়ে ফেলেনি। তখন আবু বকর (রা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা কুরাইশ নেতার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারলে?

অতঃপর রাসূল করীম ﷺ কে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেন–

يَا اَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ اَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتُهُمْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ .

অর্থাৎ, হে আবু বকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে দিলে! যদি তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাক তা হলে যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে রাগান্বিত করলে। (মুসলিম ২৫০৪)

অতঃপর আবু বকর (রা) তাঁদের নিকট এসে বললেন : হে আমার ভাইয়েরা! আমি তো তোমাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেন : না, হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই! বরং আমরা আপনাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

তবে একটি কথা না বললেই হয় না। আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার ওলী হওয়ার জন্য এ ব্যাপারে কারোর ইজাযত বা খিলাফত পেতে হবে কি? তার বংশটি কোন ওলীর বংশ হতে হবে কি? ওলী হওয়ার জন্য সুফিবাদের ধরা-বাঁধা নিয়ামানুযায়ী রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে কি? উক্ত পথ পাড়ি দিতে কোন ইযাযতপ্রাপ্ত ওলীর হাত ধরতে হবে কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব নিষ্প্রয়োজন। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলে করীম ﷺ-এর দেয়া ওলীর নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদেরকে উক্ত পথ পাড়ি দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ، لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ, জেনে রেখো, (শেষ বিচারের দিন) নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই শেষ বিচারে তাঁদের কোন চিন্তা ও আশঙ্কাও নেই। যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাঁদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ দুনিয়া এবং আখিরাতেও। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর কোন হেরফের নেই। এটাই মহাসফলতা। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৬২-৬৪)

উক্ত আয়াতে ওলী হওয়ার জন্য খাঁটি ঈমান এবং সত্যিকার খোদাভীতি থাকার শর্ত দেয়া হয়েছে। তথা সকল ফরজ কাজসমূহ পালন করা এবং সকল

www.pathagar.com

পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিভৃত থাকা। কখনো হঠাৎ কোন পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে গেলে তাওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির পথ রয়েছে। উপরন্তু নফল আমলসমূহের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা।

মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ، لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَلِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার কর্তব্য তাদেরকে ভালোবাসা, যারা আমার জন্য অন্য কাউকে ভালোবাসে, আমার জন্য অন্যের সাথে উঠা-বসা করে, আমার জন্য অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য কাউকে দান করে।

(ইবনু হিব্বান/ মাওয়ারিদ, হাদীস ২৫১০ ; বাগাওরী ৩৪৬৩ কোযায়ী, হাদীস ১৪৪৯, ১৪৫০)

৪৩

গর্ব অহঙ্কার করে লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট টাখনুর নিচে পরা

লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট অথবা যে কোন কাপড় টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে পরা কবীরা গুনাহ্। চাই তা গর্ব করেই হোক অথবা এমনিতেই হোক।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

অর্থাৎ, লুঙ্গি, পাজামা বা প্যান্টের যে অংশটুকু পায়ের গিঁটের নিচে যাবে তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী ৫৭৮৭)

যে ব্যক্তি টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধান করে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন তার সাথে কোন কথা বলবেন না, তার দিকে ফিরেও তাকাবেনও না, এমনকি তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্ত তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

www.pathagar.com

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ : فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَفِىْ رِوَايَةٍ: اَلْمَنَّانُ الَّذِىْ لَا يُعْطِىْ شَيْئًا اِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলে করীম ﷺ কথাগুলো তিন বার উচ্চারণ করেছেন। আবু যর (রা) বলেন : তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! রাসূলে করীম ﷺ বললেন : টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী, কাউকে কোন কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সরবরাহকারী। (মুসলিম ১০৬; আবু দাউদ ৪০৮৭, ৪০৮৮)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى مَنْ خَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গর্ব করে নিজ নিম্ন বসন মাটিতে হেচড়ে টেনে চলবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহ্মতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

(বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪; মুসলিম ২০৮৫)

একজন মু'মিনের লুঙ্গি, পাজামা ইত্যাদি পায়ের গিরা পর্যন্তই হওয়া উচিত। পায়ের গিঁট পর্যন্ত হলেও চলবে। তবে যে ব্যক্তি গিঁটের নিচে পরবে সে গর্বকারীরই অন্তর্ভুক্ত। জাবির ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ، فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, তোমার লুঙ্গি বা পায়জামা উঠিয়ে নাও। তা না করলে অন্ততপক্ষে পায়ের গিঁট পর্যন্ত। তবে গিঁটের নিচে পরা থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। কারণ, তা অহঙ্কারের পরিচায়ক। আর আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

(আবু দাউদ ৪০৮৪)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِزَارَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.

অর্থাৎ, একজন মুসলিমের লুঙ্গি বা পায়জামা পায়ের গিরা পর্যন্তই হওয়াই সঠিক। তবে তা এবং পায়ের গিঁটের মাঝে থাকলেও কোন সমস্যা নেই। (আবু দাউদ ৪০৯৩)

জামা এবং পাগড়িও গিঁটের নিচে যেতে পারবে না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, গিঁটের নিচে পরা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, জামা, পাগড়ি ইত্যাদির মধ্যেও ধরা হয়। যে ব্যক্তি অহংকারবশত এগুলোর কোনটি মাটিতে টেনে চলবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি রহ্মতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। (আবু দাউদ ৪০৯৪)

অসতর্কতাবশত প্যান্ট, লুঙ্গি বা পাজামা গিঁটের নিচে চলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তা গিঁটের উপরে উঠিয়ে নিবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যখন আমার নিম্ন বসন ছিল গিঁটের নিচে। তখন রাসূলে করীম ﷺ বললেন–

يَا عَبْدَ اللّٰهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ : زِدْ، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ! তোমার নিম্ন বসন (গিঁটের উপর) উঠিয়ে নাও। তখন আমি উপরে উঠিয়ে নিলাম। রাসূলে করীম ﷺ আবারো বললেন : আরো উপরে। তখন আমি আরো উপরে উঠিয়ে নিলাম। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছি। উপস্থিত লোকদের কেউ বলে উঠল : তখন আপনি কোন পর্যন্ত উঠিয়েছিলেন? তিনি বললেন : পায়ের গিরায় অর্ধ ভাগ পর্যন্ত। (মুসলিম ২০৮৬)

৪৪

সোনা, রূপার প্লেট ও গ্লাসে পানাহার করা

সোনা বা রূপার প্লেট অথবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِىْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِىْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সোনা বা রুপার আসবাবপত্রে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়। (বুখারী ৫৬৩৪; মুসলিম ২০৬৫)

সোনা, রুপার প্লেট-বাটি এবং পাতলা বা ঘন সিল্ক ইহকালে কাফির পুরুষেরাই পরিধান করবে, মুসলিমরা নয়। কারণ, মুসালিমদের জন্য তা প্রস্তুত রয়েছে পরকালে। হুযাইফাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوْا فِىْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا، وَلَنَا فِى الْآخِرَةِ.

অর্থাৎ, তোমরা পাতলা বা ঘন সিল্ক পরিধান করো না। তেমনিভাবে সোনা রূপার পেয়ালায় পান কর না এবং এগুলোর প্লেটে খেও না। কারণ, সেগুলো ইহকালে কাফিরদের জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্য।

(বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১; মুসলিম ২০৬৭)

www.pathagar.com

৪৫

পুরুষেরা স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা

কোন পুরুষের জন্য স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

আবু মূসা আশআরী, আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ اُمَّتِىْ وَاُحِلَّ لِاِنَاثِهِمْ.

অর্থাৎ, সিল্ক ও স্বর্ণ আমার পুরুষ উম্মতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে মহিলাদের জন্য।

(তিরমিযী ১৭২০; ইবনে মাজাহ ৩৬৬৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِىْ يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِىْ يَدِهِ، فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خُذْ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعْ بِهِ، قَالَ : لَا وَاللّٰهِ لَا اٰخُذُهُ اَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

অর্থাৎ, একদা রাসূল করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি সোনার আংটিটি তার হাত থেকে খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিতে চায়? রাসূল করীম ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হলো : আংটিটা তুলে নাও। অন্য কোন কাজে লাগাতে পারবে। লোকটি বলল : আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তা কখনোই কুড়িয়ে নিতে পারবো না, যা রাসূল করীম ﷺ খুলে ফেলে দিলেন। (মুসলিম ২০৯০)

সোনা, রূপার প্লেট-বাটি এবং পাতলা বা ঘন সিল্ক ইহকালে কাফির পুরুষেরাই ব্যবহার করবে, মুসলিমরা নয়। কারণ, মুসলিমদের জন্য তা প্রস্তুত রয়েছে পরকালে।

www.pathagar.com

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, তোমরা পাতলা বা ঘন সিল্ক পরিধান করো না। তেমনিভাবে সোনা রূপার পেয়ালায় পান করো না এবং এ গুলোর প্লেটে খেও না। কারণ, সেগুলো ইহ্কাল কাফিরদের জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্য।

(বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১ ; মুসলিম ২০৬৭)

উমর ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহ্কালে সিল্ক পরিধান করবে সে আর পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না। (বুখারী ৫৮৩৩, ৫৮৩৪)

আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন :

اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ, দুনিয়াতে সিল্কের কাপড় সেই পরিধান করবে যার জন্য পরকালে এ জাতীয় কিছুই থাকবে না। (বুখারী ৫৮৩৫)

www.pathagar.com

৪৬

হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়া

হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, দালালি ও কারোর পেছনে পড়া হারাম। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَنَاجَشُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا، اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهٗ، وَلاَ يَخْذُلُهٗ، وَلاَ يَحْقِرُهٗ، اَلتَّقْوٰى هَاهُنَا، وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ.

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ কর না। ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি কর না। একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর না। কারোর পেছনে পড় না। কেউ অন্যের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করবে না; বরং তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। সত্যিই এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। তাই কোন মুসলিম ভাইয়ের উপর যুলুম করা যাবে না, তাকে বিপদে ফেলে রাখা যাবে না। তাকে কোন ভাবেই হীন মনে করা যাবে না। রাসূলে করীম ﷺ নিজের বুকের দিকে তিন বার ইঙ্গিত করে বললেন : আল্লাহ ভীরুতার স্থান তো এটিই। কারোর খারাপ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে অন্য মুসলিম ভাইকে হীন মনে করবে। এক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত হারাম। (মুসলিম ২৫৬৪)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَنَافَسُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَقَاطَعُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

অর্থাৎ, তোমরা কারোর ব্যাপারে অমূলক ধারণা কর না। কারণ, অমূলক ধারণা মিথ্যা কথারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা গোয়েন্দাগিরি কর না। (দুনিয়ার ব্যাপারে) কারোর সাথে প্রতিযোগিতা কর না। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা কর না। কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর না। কারোর পেছনে পড় না; বরং তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। (মুসলিম ২৫৬৩)

৪৭

জেনেশুনে অন্যের পিতাকে নিজের পিতা বলে গ্রহণ করা

নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও নিজ পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া (যদিও তা শুধু কাগজপত্রে এবং যে কোন কারণেই হোক না কেন) হারাম ও কবীরা গুনাহ।

সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয়; অথচ সে জানে যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁর পিতা নয় তা হলে জান্নাত তার উপর নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।(বুখারী ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৬৭৬৬; মুসলিম ৬৩)

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয়, কিংবা নিজ মনিবকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ মনিব হিসেবে পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত

www.pathagar.com

হোক। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন নফল অথবা ফরয আমল কবুল করবেন না। (মুসলিম ১৩৭০)

কতিপয় সন্তান তো এমনও আছে যে, ছোটবেলায় তার পিতা তার প্রতি বহু অবহেলা করেছে। এমনকি তার কোন খোঁজ খবরই সে রাখেনি। তখন বড় হয়ে সে সন্তান তার পিতাকেই অস্বীকার করে বসে কিংবা পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। হয়তো বা সে কখনো তার সৎ বাবাকেই আপন বাবা হিসেবে পরিচয় দেয়। এমতাবস্থায় সত্যিই সে মহাঅপরাধী। পিতার কৃতকর্মের জন্য সে অবশ্যই পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাতে সন্তানের নিজ পিতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ.

অর্থাৎ, তোমরা নিজ পিতার প্রতি অনীহা প্রকাশ কর না। কারণ, যে ব্যক্তি নিজ পিতার প্রতি অনীহা প্রকাশ করল সে কুফরি করল। (বুখারী ৬৭৬৮; মুসলিম ৬২)

৪৮

কারো সাথে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা

কারো সাথে কোন বিষয় নিয়ে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হওয়া আরেকটি কবীরা গুনাহ। তা এভাবে যে, কোন সত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নেই; বরং অন্যকে অপমান, অপদস্থ করা এবং নিজের কৃতিত্ব যাহির করার উদ্দেশ্যেই কারোর কথায় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে এ জাতীয় লোকদের গোপনীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ، اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ، فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ، اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহঙ্কার, যা সফল হবার, নয়; সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা গাফির/মু'মিন : আয়াত-৫৬)

কারোর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তা একমাত্র সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এবং সুন্দর পন্থায় হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

অর্থাৎ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে একমাত্র উত্তম পন্থায়ই তর্কে লিপ্ত হবে। (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৬)

কোন ব্যক্তির সাথে অনর্থক ঝগড়া-বিবাদকারী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একেবারেই ঘৃণিত এবং তারাই তাঁর কোপানলে পতিত।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে অহেতুক ঝগড়া-বিবাদকারীই। (বুখারী ২৪৫৭, ৪৫২৩; মুসলিম ২৬৬৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ؛ لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন ব্যক্তির সাথে বাতিল কোন জিনিস নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করল আল্লাহ তা'আলা সত্যিই তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। (আবু দাউদ্, হাদীস ৩৫৯৭; আহ্মদ ৫৩৮৫)

কুরআন নিয়ে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরির কাজ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

অর্থাৎ, কুরআন নিয়ে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা কুফরি।

(আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৩; আহ্মদ-৭৮৪৮ ইব্নু হিব্বান/ মাওয়ারিদ্, হাদীস ৫৯)

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তি হিদায়াতের পথ থেকে **ফসকে** গেলেই বিনা কারণে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়। আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَّا اُوْتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ.

অর্থাৎ, কোন জাতি হিদায়াত পাওয়ার পর আবারো পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে (আল্লাহ তা'আলা) তাদেরকে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে ব্যতি-ব্যস্ত করে রাখেন। অতঃপর রাসূল করীম ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : যার মর্মার্থ– তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এমন কথা বলল। বস্তুত তারা বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (যুখরুক : ৫৮ তিরমিযী ৩২৫৩ ; আহ্মদ্ ৫/২৫২-২৫৬; ইব্নে মাজাহ্ ৪৮ 'হাকিম/২৪৪৮)

রাসূলে করীম ﷺ নিজ উম্মতের মধ্যে এ জাতীয় বাকপটু মুনাফিকের আশঙ্কাই করেছিলেন। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

অর্থাৎ, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে প্রত্যেক বাকপটু মুনাফিকেরই বেশি আশঙ্কা করছি। (ত্বাবারানী/ কবীর খন্ড ১৮ হাদীস ৫৯৩; ইব্নে হিব্বান ৮০)

www.pathagar.com

৪৯

অতিরিক্ত পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করা

নিজ প্রয়োজনের অধিক পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করাও কবীরা গুনাহ্। আমর ইবনে শু'আইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ أَوْ كَلَا مَنَعَهُ اللّٰهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাড়তি পানি ও ঘাস অন্যকে দিতে অস্বীকার করল আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন তাকে তাঁর অনুগ্রহ করতে অস্বীকার করবেন।

(আহ্মদ ৬৬৭৩, ৬৭২২, ৭০৫৭; সহীহুল, জামি' হাদীস ৬৫৬০)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اَعْطَى بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِىْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ তা'আলা রোজ কিয়ামতে কথা বলবেন না; এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। তারা হলো, এমন এক ব্যক্তি যে কোন পণ্যের ব্যাপারে এ কথা বলে মিথ্যা কসম খেল যে, ক্রেতা যা দিয়েছে সে তার বেশি দিয়েই পণ্যটি ক্রয় করেছে; অথচ কথাটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। আরেক জন ব্যক্তি এমন, যে অন্য মুসলিমের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার জন্য আসরের পর মিথ্যা কসম খেল। আরেকজন ব্যক্তি এমন যে, সে বাড়তি পানি অন্যকে দিতে অস্বীকার করল। আল্লাহ্ তা'আলা শেষ বিচারের দিন তাকে বললেন : আজ আমি তোমাকে অনুগ্রহ করতে অস্বীকার করলাম, যেমনিভাবে তুমি অস্বীকার করেছিলে অন্যকে বাড়তি পানি দেয়া থেকে; অথচ তা তুমি সৃষ্টি করোনি। (বুখারী ২৩৬৯)

www.pathagar.com

৫০

ওজনে বা পরিমাণে কম দেয়া

কাউকে ওজনে বা পরিমাণে কম দেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থাৎ, জাহান্নামের 'ওয়াইল' নামক উপত্যকা তাদের জন্য যারা পরিমাণে ওজনে কম দেয়। তবে অন্যদের থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণভাবেই নিয়ে নেয়। কিন্তু অন্যকে দেয়ার সময় মাপে বা ওজনে কম দেয়। তারা কি ভাবে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সে মহান দিবসে যে দিন সব মানুষ একত্রিত হবে (হিসাব দেয়ার জন্য) সর্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে। (সূরা মুত্বাফফিফীন : আয়াত-১-৬)

৫১

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ ভাবা

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ.

অর্থাৎ, তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুত: একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে না। (সূরা আ'রাফ : আয়াত-৯৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُوْنَ، اُولٰئِكَ مَاْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, নিশ্চিয়ই যারা (পরকালে) আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং যারা পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্বন্ধেও গাফিল। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। তা একমাত্র তাদেরই কৃতকর্মের জন্য। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৭-৮)

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করা এটাও যে, বান্দাহ্ গুনাহ্ করতে থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমার আশা করবে।

ইসমাঈল ইবনে রাফি' (রা) বলেন–

مِنَ الْاَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ اِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَى الذَّنْبِ يَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ الْمَغْفِرَةَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নির্ভয় হওয়ার মানে হলো, বান্দাহ গুনাহ করতে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমার আশা করবে।

(আল্ ইরশাদ : ৮০)

আমি বা আপনি যতই নেক আমল করি না কেন তাতে অহংকার করার কিছুই নেই এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। কারণ, আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, আমাদের আমলগুলো আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা কবুল করছেন। আর কবুল করে থাকলেও আমরা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত নই যে, আমরা সর্বদা এ জাতীয় আমল করার সুযোগ পাব। এ কারণে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া করতে হবে।

আবার কেউ কেউ তো এমন আছে যে, সে আমল ততো বেশি করে না ঠিকই এরপরও আরেক জনের ব্যাপারে এতটুকু বলতে দ্বিধা করে না যে, আমরা তো অন্তত এতটুকু হলেও করছি। অমুক তো এতটুকুও করছে না। আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার এতটুকু আমলই আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়েছে। বরং প্রত্যেকের উচিত সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বদাকান্নাকাটি করা। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে দ্বীনের উপর অটল থাকার দোয়া করা।

উকবা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ

www.pathagar.com

কে উদ্দেশ্য করে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! নাজাত পাওয়া যাবে কিভাবে? তিনি বললেন–

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

অর্থাৎ, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ কর, নিজ ঘরেই অবস্থান কর এবং গুনাহ্'র জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে কান্নাকাটি কর। (তিরমিযী ২৪০৬)

শাহ্র ইবনে হাউশার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ. قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ. فَتَلَا مُعَاذٌ : رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا.

অর্থাৎ, আমি উম্মে সালামা (রা)-কে বললাম : হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার কাছে অবস্থানের সময় রাসূলে করীম ﷺ অধিকাংশ সময় কি দোয়া করতেন? তিনি বললেন : অধিকাংশ সময় রাসূলে করীম ﷺ বলতেন : হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনি ইসলামের উপর দৃঢ় অবিচল রাখুন। উম্মে সালামা (রা) বললেন : আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনাকে দেখছি আপনি অধিকাংশ সময় উপরোক্ত দোয়া করেন। মুলতঃ এর রহস্য কি? রাসূলে করীম ﷺ বললেন : হে উম্মে সালামা! প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর সঠিক পথে প্রদর্শন করেন। আর ইচ্ছে করলে তিনি কারোর অন্তর বক্র পথে পরিচালিত করেন। বর্ণনাকারী মু'আয বলেন : এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সদা-সর্বদা তাঁর কাছে নিম্নোক্ত দোয়া করতে আদেশ করেন যার অর্থ– "হে আমার প্রভু! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের অন্তরকে আর বক্র পথে পরিচালিত করবেন না।" (তিরমিযী ৩৫২২)

www.pathagar.com

৫২

আল্লাহর রহ্মত থেকে নিরাশ হওয়া

আল্লাহ তা'আলার রহ্মত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ.

অর্থাৎ, একমাত্র পথভ্রষ্টরাই নিজ প্রভুর করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। (সূরা হিজর : আয়াত-৫৬)

তিনি আরো বলেন–

وَلَا تَيْاَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ، اِنَّهٗ لَا يَيْاَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে কেউ নিরাশ নয়। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-৮৭)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) বলেন–

اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَالْاَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ وَالْقُنُوْطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ وَالْيَاْسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, সর্ববৃহৎ পাপ হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্থ করা, তাঁর শাস্তি থেকে নিজকে নিরাপদ মনে করা এবং তাঁর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া। (আব্দুর রাযযাক, হাদীস ১৯৭০১)

তবে মঙ্গলজনক নিয়ম হলো এই যে, সুস্থতার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাওয়া এবং অসুস্থতা বা মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলার রহ্মতের প্রত্যাশা করা। আর উভয়টির মধ্যে সর্বদা সমতা বজায় রাখাই তো সর্বোত্তম।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্ তা'আলার উপর সুধারণা নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম ২৮৭৭; আবু দাউদ ৩১১৩; ইব্‌নে মাজাহ্ ৪২৪২)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ شَابٌّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ : وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرْجُو اللّٰهَ، وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ، وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

অর্থাৎ, একদা নবী করীম ﷺ জনৈক যুবকের কাছে গেলেন তখন সে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল। রাসূলে করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি অবস্থায় আছ? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ তা'আলার রহ্‌মতের আশা করছি এবং নিজের গুনাহ্'র ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : এমন সময় কোন বান্দাহ্‌র অন্তরে এ দু'জিনিস থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা তার আশা পূর্ণ এবং তার ভয়-ভীতি দূরীভূত করবেন।

(তিরমিযী ৯৮৩; ইবনে মাজাহ্ ৪৩৩৭)

মানুষ যতই গুনাহ করুক না কেন তবুও সে কখনো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ .

অর্থাৎ,, হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা গুনাহের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি অধিক অত্যাচার-অবিচার করেছ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে কখনো নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তোমরা নিজ প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে। জেনে রাখো, এরপর কিন্তু তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না। (সূরা যুমার : আয়াত-৫৩-৫৪)

www.pathagar.com

আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণকেই ঈমান বলা হয়। নবী ও রাসূল করীমদের ঈমান এ পর্যায়েরই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ.

অর্থাৎ, তারা (নবী ও রাসূলের) সৎ কাজে দৌড়ে আসত এবং আমাকে ডাকত আশা ও ভয়ের মাঝে। তেমনিভাবে তারা ছিল আমার নিকট সুবিনীত।
(সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৯০)

তিনি আরো বলেন–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا.

অর্থাৎ, তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো নিজ প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জনের উপায় অনুসন্ধান করে বেড়ায়। এ প্রতিযোগিতায় যে, কে কতটুকু আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করতে পারে এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়। আপনার প্রতিপালকের শাস্তি সত্যিই ভয়াবহ। (সূরা ইসরা/বানী ইস্রাঈল : আয়াত-৫৭)

৫৩

জুম'আ ও জামায়াতে সালাত আদায় না করা

জুম'আ ও জামায়াতে সালাত আদায় না করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্। কেউ ধারাবাহিক কয়েকটি জুমু'আহ পরিত্যাগ করল আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে মোহর অঙ্কিত করে দেন। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কিছু সংখ্যক লোক জুমু'আ আদায় করা থেকে অবশ্যই বিরত রয়েছে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দিবেন। তখন তারা নিশ্চয়ই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম ৮৬৫)

এমনকি যে ব্যক্তি অলসতাবশত তিন ওয়াক্ত জুমু'আহর সালাত ছেড়ে দিয়েছে তার অন্তরেও আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিবেন। আবুল জা'দ যামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তিন ওয়াক্ত জুমু'আহ্'র সালাত অলসতাবশত ছেড়ে দিলো আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। (আবূ দাউদ ১০৫২)

যারা জামায়াতে উপস্থিত হয়ে ফরয সালাতগুলো আদায় করছে না রাসূলে করীম ﷺ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

অর্থাৎ, আমার ইচ্ছে হয় কাউকে সালাত পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামায়াতে হাজির হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই।

(বুখারী ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০; মুসলিম ৬৫১; আবু দাউদ ৫৪৮; আহ্মদ ৩৮১৬)

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে সালাত পড়ল তার সালাত আদায় হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِيْ صَلّٰى، قِيْلَ : وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ .

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি মুয়া্যযিনের আযান শ্রবণ করেও মসজিদে উপস্থিত না হয়ে ঘরে বসে সালাত আদায় করল অথচ তার কাছে মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শরয়ী কোন ওযর নেই। তা হলে তার আদায়কৃত সালাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হবে না। সাহাবাগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাইছেন? তিনি বললেন : ভয় অথবা রোগ।

(আবু দাউদ ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে গমন করেনি অথচ তার কোন ওযর নেই। তা হলে তার সালাত হবে না। (বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَجِدْ خَيْرًا وَلَمْ يُرَدْ بِهِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে হাজির হয়নি অথচ তার কোন ওযরই ছিল না, সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় কিংবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি। (ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩৪৬৬)

৫৪

কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা

যে কোনভাবে কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র লিপ্ত হওয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.

অর্থাৎ, কূট ষড়যন্ত্র একমাত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই বেষ্টন করে দেয়।

(সূরা ফাতির : আয়াত-৪৩)

ক্বাইস ইবনে সা'দ ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ.

অর্থাৎ, ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

(ইবনে 'আদি' ২/৫৮৪ বায়হাকী/শু'আবুল ঈমান ২/১০৫/২; হাকিম ৪/৬০৭)

www.pathagar.com

৫৫

কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা

কারো সাথে তর্কের সময় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

অর্থাৎ, চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলে তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেল যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। উক্ত চরিত্রগুলো হলো : যখন তাঁর কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে তা খেয়ানত করে বসে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা কথা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া বাধে তখন সে অশ্লীল গালি-গালাজ করে।

(বুখারী : হাদীস নং-৩৪)

৫৬

কারো জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা

কারো জমিনের সীমানা ঠেলে তার কিয়দংশ নিজের অধিকারর্ভুক্ত করে নেয়াও আরেকটি কবীরা গুনাহ।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন সে ব্যক্তিকে যে অন্যের জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে। (মুসলিম ১৯৭৮; আহ্মদ ২৯১৩; হা'কিম ৪/১৫৩)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কারোর জমিনের কিয়দংশ অবৈধভাবে অধিকার করল তাকে শেষ বিচারের দিন সাত জমিন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।
(বুখারী : হাদীস নং-২৪৫৪, ৩১৯৬)

৫৭

বিদ'আত বা কুসংস্কার চালু করা

সমাজে কোন বিদ্'আত অথবা কুসংস্কার চালু করা অথবা এগুলোর দিকে কাউকে আহ্বান করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَنَّ فِىْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদআত কিংবা কুসংস্কার চালু করল সে কুসংস্কারের গুনাহ তো তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে, উপরন্তু যারা তার পরবর্তীতে উক্ত গুনাহ্ করবে তাদের সকলের গুনাহ্ও তাকে বহন করতে হবে। অথচ তাদের গুনাহ এ কারণে এতটুকুও কম করা হবে না। (মুসলিম হাদীস-১০১৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাউকে কোন গুনাহ্ তথা ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করল তার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা উক্ত গুনাহর কাজে লিপ্ত হবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে অথচ এ কারণে তাদের গুনাহ্ এতটুকুও কম করা হবে না। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৪)

www.pathagar.com

৫৮

কারোর দিকে ছুরি বা অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করা

কারোর দিকে দা, ছুরি বা অন্য কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাও একটি কবীরা গুনাহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَدَعَهُ، وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ.

অর্থাৎ, কেউ নিজের কোন মুসলিম ভাইয়ের দিকে লোহা জাতীয় কোন অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করলে ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদিও উক্ত ব্যক্তি তার সহোদর ভাইই হোক না কেন।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৬১৬)

রাসূলে করীম ﷺ অন্য হাদীসে এ নিষেধের কারণও উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلَى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ، فَاِنَّهُ لَا يَدْرِيْ اَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهٖ فَيَقَعُ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন অন্য মুসলিম ভাইয়ের দিকে অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত না করে। কারণ, তোমাদের কারোরই জানা নেই যে, হয়তো বা শয়তান তার হাত টেনে অন্যের গায়ে লাগিয়ে দিবে। তখন সে জাহান্নামের অতলে নিক্ষিপ্ত হবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৭০৭২, মুসলিম, হাদীস ২৬১৭)

৫৯

কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা

কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাও কবীরা গুনাহ। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْمَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا .

অর্থাৎ কেউ অন্য কারোর স্ত্রী বা কাজের লোককে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললে সে আমার উম্মত নয়। (আবূ দাউদ ৫১৭০; আহ্‌মাদ ৯১৫৭; 'হা'কিম ২/১৯৬)

৬০

মক্কা শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা

মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার মর্যাদা ক্ষুন্ন করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার ইচ্ছে-পোষণ করবে আমি তাকে আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ : আয়াত-২৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبٌ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ.

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। হারাম শরীফের সম্মান ক্ষুণ্নকারী, মুসলিম হয়ে জাহিলিয়াতের মত ও পন্থা অন্বেষণকারী এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করতে উদ্যোগী। (বুখারী, হাদীস নং-৬৮৮২)

www.pathagar.com

৬১

অহেতুক কোন মুসলিমকে কাফির বলা

শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়াই অহেতুক কোন মুসলিমকে কাফির বলা আরেকটি কবীরা গুনাহ। আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ، وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَالِكَ.

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি কাউকে ফাসিক বা কাফির বললে তা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে যদি উক্ত ব্যক্তি এমন শব্দের উপযুক্ত না হয়। (বুখারী, হাদীস নং ৬০৪৫)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِاَخِيْهِ : يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا، اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَاِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, কেউ নিজ কোন মুসলিম ভাইকে কাফির বললে তা উভয়ের কোন এক জনের উপরই পতিত হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কাফির হয়ে থাকে তবে তো হলো আর যদি সে সত্যিকারার্থে কাফির না হয়ে থাকে তা হলে তা তার উপরই বর্তাবে। (মুসলিম হাদীস নং-৬০)

www.pathagar.com

৬২

শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা

শরীয়তের যে কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কোন ব্যক্তি কারোর ক্বিসাস অথবা দিয়াত বাস্তবায়নের পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফেরেশ্‌তা ও সকল মানুষের অভিশাপ পতিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ قُتِلَ عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

অর্থাৎ, যার হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি অথবা যাকে পাথর মেরে কিংবা লাঠি ও বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হচ্ছে ভুলবশত হত্যার দিয়াত। তবে যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে তার শাস্তি হবে ক্বিসাস। যে ব্যক্তি উক্ত ক্বিসাস বা দিয়াত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে তার উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার তাওবা অথবা ফিদ্‌য়া (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করা হবে না। অন্য অর্থে, তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করা হবে না।

(আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৫৪০, ৪৫৯১ নাসায়ী, ৮/৩৯; ইবনে মাজাহ ২৬৮৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ.

অর্থাৎ, যার সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার কোন দণ্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করল সে সত্যিই আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করল।

(আবু দাউদ, ৩৫৯৭, আহমদ, ৫৩৮৫ ত্বাবারানী, হাদীস ১৩০৮৪; হাকিম, ৪/৩৮৩)

www.pathagar.com

৬৩

মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা

কো মৃত ব্যক্তির কবর খনন করে তার কাফনের কাপড় চুরি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লা'নত করেন কাফন চোর ও চুন্নিকে।

(বায়হাক্বী ৮/৩৭০ সিলসিলাতুল আহা'দীসিস সা'হীহাহ, হাদীস ২১৪৮)

৬৪

কোন জীবিত পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করা

কোন জীবিত পশুর এক বা একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিশ্রী বা বিকৃত করা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্। আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيْوَانِ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে কোন জীবিত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাকে বিকৃত করে দেয়। (নাসায়ী-৪১৩৯)

এমন অপকর্ম সংঘটন করা যদি কোন জীবিত পশুর সাথে গুরুতর অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে তা কোন মানুষের সাথে সংঘটন করা যে কতটুকু ভয়াবহ তা এখান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এ জাতীয় হিংস্র অমানুষদের সুবুদ্ধি ফিরে আসবে কি?

www.pathagar.com

৬৫

অহঙ্কারকারী, কৃপণ ও কঠিন হৃদয়ের হওয়া

কোন মু'মিন বা মুসলিম ব্যক্তি অহঙ্কারকারী কৃপণ অথবা কঠিন হৃদয় সম্পন্ন হওয়া একটি কবীরা গুনাহ ও হারাম। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظَرِىُّ

অর্থাৎ, অহঙ্কারকারী কৃপণ ও কঠিন হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (স'হীহুল্ জামি, হাদীস নং-৪৫১৯)

•

৬৬

শরীয়তের বিধান অমান্য করার কূটকৌশল অবলম্বন করা

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিধান অমান্য করার জন্য যে কোন ধরনের কূটকৌশল অবলম্বন করা একটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَّلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে অভিসম্পাত করুক। কারণ, তাদের উপর যখন (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) চর্বি হারাম ঘোষণা হয়েছে তখন তারা তা গলিয়ে তেল বানিয়ে বিক্রি করেছে। (বুখারী : হাদীস নং-৩৪৬০)

অথচ আল্লাহ তা'আলা যখন কারো উপর কোন জিনিস হারাম ঘোষণা করেন তখন তার বিক্রিলব্ধ অর্থও হারাম করে দেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদা রাসূলে করীম ﷺ কে বায়তুল্লাহ্ এর রুক্নে ইয়ামানীর পাশে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ ثَلاَثًا، اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا، وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَرَّمَ عَلٰى قَوْمٍ اَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে অভিসম্পাত করুক। রাসূলে করীম ﷺ এ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন; অথচ তারা তা বিক্রি করে সে পয়সা ভক্ষণ করে। বস্তুত: আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করলে তার বিক্রিলব্ধ অর্থও হারাম করে দেন। (আবু দাউদ : হাদীস নং-৩৪৮৮)

বর্তমান যুগে হারামকে হালাল করার জন্য হরেক রকমের কূট কৌশলই গ্রহণ করা হয়। সুদ খাওয়ার জন্য বর্তমান সমাজে বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি-কৌশল যে গ্রহণ করা হয়েছে তা আজ কারোরই অজানা নয়। আবার কখনো কখনো হারাম বস্তুর নাম পাল্টিয়ে তাকে হালাল বানিয়ে নেয়া হয়। রাসূলে করীম ﷺ বহু পূর্বেই এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আবু উমামাহ বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِيْ وَالْأَيَّامُ حَتّٰى تَشْرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

অর্থাৎ, দিনরাত শেষ হবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করবে। তারা মদকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবে। (ইবনে মাজাহ ৩৪৪৭)

অথচ রাসূলে করীম ﷺ এর বহু পূর্বেই এ জাতীয় সকল পথ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ। আর সকল প্রকারের মদই হারাম।

(মুসলিম : হাদীস নং-২০০৩)

কোন হারাম বস্তুকে হালাল করার জন্য এ জাতীয় কূটকৌশল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কারণ, মানুষ তখন কোন লজ্জা বা ভয় ছাড়াই নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে এ সকল গর্হিত কাজ করে থাকে এ কথা ভেবে যে, তা তো হালালই এবং তা অতি দ্রুত গতিতেই সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

৬৭

মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা

মানুষকে অযথা শাস্তি দেয়া কিংবা প্রহার করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ.

অর্থাৎ দু' জাতীয় মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ এমন যে, তাদের হাতে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। এগুলো দিয়ে তারা অযথা মানুষকে প্রহার করবে। (মুসলিম ২১২৮)

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

يَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ، وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ غَضَبِهِ.

অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে শেষ যুগে এমন কিছু লোক পরিলক্ষিত হবে যাদের সাথে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের ন্যায়। তারা সকালে বের হবে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি নিয়ে এবং বিকেলে ফিরবে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ নিয়ে।

(আহমাদ্ ৫/২৫০; 'হা'কিম ৪/৪৩৬ ত্বাবারানী, হাদীস ৮০০০)

www.pathagar.com

৬৮

কোন বিপদ আসলে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হওয়া

কোন বিপদ আপদ আসলে তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নিয়ে বরং আল্লাহ তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া একটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম কাজ।

মু'মিন বলতেই তাকে এ কথা অবশ্যই নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে যে, তার জীবনে যে কোন অঘটন ঘটুক না কেন তা একমাত্র তারই কিঞ্চিৎ কর্মফল। এর চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْعَنْ كَثِيْرٍ.

অর্থাৎ, তোমাদের যে কোন বিপদাপদ আসুক না কেন তা তো একমাত্র তোমাদেরই কর্মফল। তবুও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক অপরাধই মার্জনা করে দেন। (সূরা শূরাহ : আয়াত-৩০)

বিপদ যতো বড়ই হোক প্রতিদানও ততো বড়। তবে বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকা চাই। বরং বিপদাপদ আসা তো আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার পরিচায়কও বটে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই বিপদ যতো বড় প্রতিদানও ততোই বড়। আর আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসলেই তো তাদেরকে বিপদের সম্মুখীন করেন। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকল তার জন্যই তো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি আর যে ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হলো তার জন্যই তো আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি।
(তিরমিযী ২৩৯৬, ইব্নে মাজাহ্ ৪১০৩ সাহীহ্ জা'মি, হাদীস ১১০)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কারোর সাথে ভালোর ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাকে বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। (বুখারী হাদীস নং-৫৬৪৫)

www.pathagar.com

মু'মিনের উপর যে কোন বিপদ-আপদ আসুক না কেন সে জন্য তাকে একটি করে সাওয়াব এবং একটি করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ شَيْئٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ حَتّٰى الشَّوْكَةَ تُصِيْبُهُ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، اَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ.

অর্থাৎ, মু'মিনের উপর যে কোন বিপদই পতিত হোক না কেন এমনকি তার পায়ে একটি কাঁটা বিধঁলেও আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তার জন্য একটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম : হাদীস নং-২৫৭২)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

অর্থাৎ, মুসলিমের কোন কষ্ট হলে চাই তা অসুখের কারণেই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণে হোক আল্লাহ তা'আলা সে জন্য তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন যেমনিভাবে গাছ থেকে পাতা ঝড়ে পড়ে। (মুসলিম : হাদীস নং-২৫৭১)

যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর যত বেশি অটল তার বিপদও ততো বেশি। এ কারণেই নবীগণেরা বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এরপর যে যতটুকু নবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে সে ততো বেশি বিপদের সম্মুখীন হবে। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ : اَلْاَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَاِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَاِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتّٰى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الْاَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মানুষের মধ্যে কারা বেশিরভাগ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়? রাসূলে করীম ﷺ বললেন : নবীগণ। অতঃপর যারা তাদের আদর্শে অধিক অনুপ্রাণিত অতঃপর যারা এর পরের অবস্থানে। অতএব যে কোন ব্যক্তিকে তার ধার্মিকতার ভিত্তিতেই বিপদের সম্মুখীন করা হয়। সুতরাং তার ধার্মিকতা যদি মজবুত হয় তার বিপদও ততো কঠিন হবে। আর যার ধার্মিকতায় দুর্বলতা রয়েছে তাকে তার ধার্মিকতা অনুযায়ীই বিপদের সম্মুখীন করা হবে। কাজেই বিপদ বান্দাহ'র সাথে ওৎ-পোত লেগেই থাকবে। এমনকি পরিশেষে তার অবস্থা এমন হবে যে, সে দুনিয়ার বুকে বিচরণ করছে ঠিকই অথচ তার কোন গুনাহই নেই। (তিরমিযী : হাদীস-২৩৯৮, ইবনে মাজাহ্ : হাদীস-৪০৯৫)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

অর্থাৎ, মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সাথে সর্বদা বিপদ লেগেই থাকবে চাই তা তার ব্যক্তি সংক্রান্ত হোক অথবা সন্তান ও সম্পদ সংক্রান্ত হোক। এমনকি পরিশেষে অবস্থা এমন হবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করছে ঠিকই অথচ তার কোন গুনাহই নেই। (তিরমিযী : হাদীস নং-২৩৯৯)

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রা) বলেন–

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً وَالرَّخَاءَ مُصِيْبَةً. وَحَتّٰى لَا يُحِبَّ اَنْ يُحْمَدَ عَلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থাৎ, বান্দা কখনো ঈমানের মূলে পৌঁছতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে বিপদকে নিয়ামত এবং সচ্ছলতাকে বিপদ মনে করবে এবং যতক্ষণ না সে আল্লাহর ইবাদাতের উপর মানুষের প্রশংসা অপছন্দ করবে।

ধৈর্য যে কোন মুসলিমের স্বাভাবিক ভূষণ হওয়া উচিত। বিপদের সময় যেমন সে ধৈর্য ধারণ করবে তেমনিভাবে সুখের সময়ও তাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বরং এ সময়ের ধৈর্য প্রথমোক্ত ধৈর্যের চেয়ে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

শাইখুল ইসলাম ইব্‌নু তাইমিয়্যা (রা) বলেন–

أَمَّا نِعْمَةُ الضَّرَّاءِ فَاحْتِيَاجُهَا إِلَى الصَّبْرِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا نِعْمَةُ السَّرَّاءِ فَتَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ فِيْهَا، فَإِنَّ فِتْنَةَ السَّرَّاءِ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ، اَلْفَقْرُ يَصْلُحُ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ، وَالْغِنَى لَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْهُمْ، وَلِهٰذَا كَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَسَاكِيْنُ، لِأَنَّ فِتْنَةَ الْفَقْرِ أَهْوَنُ، وَكِلَاهُمَا يَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي السَّرَّاءِ اللَّذَّةُ، وَفِي الضَّرَّاءِ الْأَلَمُ اشْتَهَرَ ذِكْرُ الشُّكْرِ فِي السَّرَّاءِ، وَالصَّبْرِ فِي الضَّرَّاءِ.

অর্থাৎ, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা ব্যাপারটি একেবারেই সুস্পষ্ট যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামতও বটে। তেমনিভাবে সুখের সময়ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত স্বরূপ। তবে সুখের পরীক্ষা বেশি কঠিন দুঃখের পরীক্ষার চেয়েও। দরিদ্রতা বেশি সংখ্যক মানুষকেই মানায় কিন্তু ধন-সম্পদ খুব অল্প সংখ্যক লোককেই মানায়। এ কারণে দরিদ্ররাই বেশির ভাগ জান্নাতী হবে। কারণ, দরিদ্রতার পরীক্ষা অনেকটাই সহজ। তবে উভয় অবস্থায়ই ধৈর্য ও আল্লাহ্'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু সুখে বেশির ভাগ মজা এবং দুঃখে বেশির ভাগ কষ্ট থাকার দরুণই সুখের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ব্যবহার বেশি এবং দঃখের ক্ষেত্রে ধৈর্য।

আপনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সুতরাং এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যে বস্তুটিকে আপনার জন্য কল্যাণকর মনে করছেন তা সত্যিই আপনার জন্য অকল্যাণকর, আর আপনি যে বস্তুটিকে আপনার জন্য অকল্যাণকর মনে করছেন তা সত্যিই আপনার জন্য কল্যাণকর।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, এমনও তো হতে পারে যে, তোমরা কোন বস্তুকে নিজের জন্য অপছন্দ মনে করছ অথচ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তেমনিভাবে তোমরা কোন বস্তুকে নিজের জন্য পছন্দ করছ; অথচ সেটিই হলো তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত: আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সঠিক অবহিত আর তোমরা তা অবহিত নয়। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-২১৬)

বস্তুত: মু'মিনের জন্য সবই কল্যাণকর। তার জীবনে কোন খুশির ব্যাপার ঘটলে সে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় প্রকাশ করবে তখন তা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে। তেমনিভাবে তার জীবনে কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সে তা ধৈর্যের সাথে মেনে নিবে তখনও তা তার জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে।

সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ لِلْمُؤْمِنِ، اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

অর্থাৎ, মু'মিনের ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। কারণ, তার সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। আর এ ব্যাপারটি একমাত্র মু'মিনের জন্য। অন্য কারোর জন্য নয়। কারণ, তার জীবনে যখন কোন আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসে তখন সে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সুতরাং তা তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। তেমনিভাবে তার জীবনে যখন কোন দুঃখের সংবাদ আনে তখন সে ধৈর্যের সাথে তা মেনে নেয়, সুতরাং তাও তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়।

(মুসলিম : হাদীস নং-২৯৯৯)

www.pathagar.com

৬৯

বেগানা পুরুষের সামনে খাটো, স্বচ্ছ ও সংকীর্ণ পোশাক পড়া

কোন বেগানা পুরুষের সামনে কোন মহিলার খাটো, স্বচ্ছ কিংবা সংকীর্ণ পোশাক পরিধান করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

অর্থাৎ, দু'জাতীয় মানুষ এমন রয়েছে যারা জাহান্নামী। তবে আমি তাদেরকে এখনো দেখিনি। তাদের মধ্যে এক জাতীয় মানুষ হলো, তাদের হাতে থাকবে লাঠি যা দেখতে গাভীর লেজের মতো। এগুলো দিয়ে তারা অযথা মানুষকে প্রহার করবে। তাদের মধ্যে আরেক জাতীয় মানুষ হবে এমন মহিলারা যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ। তারা বেগানা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে ঝুলে পড়া উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি এর সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।

(মুসলিম : হাদীস নং-২১২৮)

বর্তমান যুগে এমন আপত্তিকর সংকীর্ণ কাপড়-চোপড় পরা হচ্ছে যে, বলাই মুশকিল, তা সেলাই করে পরা হয়েছে না কি পরে সেলানো হয়েছে। আবার এমন খাটো কাপড়ও পরা হয় যে, বলতে ইচ্ছে হয়; যখন লজ্জার মাথা খেয়ে এতটুকুই খুলে দিলে তখন আর বাকিটাই বা খুলতে অসুবিধে কোথায়? আবার এমন খোলা কাপড়ও পরিধান করা হয় যে, বাতাস তাদের মনের গতি বুঝে তা উড়িয়ে দিয়ে তাদের সবটুকুই মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে যায়। তখনই তাদের লুক্কায়িত প্রদর্শনেচ্ছা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। আবার কখনো এমন স্বচ্ছ কাপড় পরিধান করা হয় যে, তা পরেও না পরার মতো। বরং তা পরার পর মানুষ তাদের দিকে যতটুকু তাকায় পুরো কাপড় খুলে চললে ততটুকু তাকাত না।

www.pathagar.com

৭০

ঝগড়া-ফাসাদে অত্যাচারীর সহযোগিতা করা

কোন ঝগড়া-ফাসাদে অত্যাচারীর সহযোগিতা করাও আরেকটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম কাজও বটে।

কেউ অবৈধভাবে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তা জেনেশুনেও অন্য কেউ এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতায় হাত বাড়ালো আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ؛ لَمْ يَزَلْ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ عَنْهُ.

অর্থাৎ, কেউ যদি জেনেশুনে অন্যায়ভাবে বিবাদে জড়ায়ে অন্যকে সহযোগিতা করে আল্লাহ তাআলা তার উপর খুবই রাগান্বিত হন, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। (ইবনে মাজাহ্ : হাদীস নং-২৩৪৯; হা'কিম : হাদীস নং-৪/৯৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ،

অর্থাৎ, কেউ যদি কোন অত্যাচারীকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করল যে, সে তার মিথ্যা দিয়ে কোন সত্যকে প্রতিহত করবে তখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলে করীম ﷺ এর যিম্মাদারি তাঁর উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়।

(সাহীহুল্ জামি ৬০৪৮)

www.pathagar.com

অতিরিক্ত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কবিরা গুনাহ্

৭১

আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা

আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই কামনা করে মানুষের ব্যাপারে তাঁর জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র মানুষের সন্তুষ্টিই কামনা করে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। তিনি আর তার কোন ধরনের সহযোগিতা করেন না। (তিরমিযী : হাদীস নং ২৪১৪)

৭২

অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা

অমূলকভাবে কোন নেককার ব্যক্তিকে রাগান্বিত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

'আয়িয ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা আবূ সুফিয়ান নিজ দলবল নিয়ে সালমান, সুহাইব ও বিলাল (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন তাঁরা আবু সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আল্লাহ্‌র তরবারি এখনো তাঁর এ শত্রুর গর্দান উড়িয়ে দেয়নি। তখন আবু বকর (রা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা কুরাইশ নেতার ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারলে?! অতঃপর রাসূল ﷺ-কে ঘটনাটি জানানো হলে তিনি বললেন–

يَا اَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ اَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ.

অর্থাৎ হে আব বকর! সম্ভভত তুমি তাদেরকে রাগিয়ে দিলে! যদি তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো তা হলে যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে রাগান্বিত করলে।

(মুসলিম ২৫০৪)

অতঃপর আবু বকর (রা) তাঁদের নিকট এসে বললেন : হে আমার ভাইয়েরা! আমি তো তোমাদেরকে রাগিয়ে দিয়েছি। তাঁরা বললেন : না, হে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই! বরং আমরা আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করছি তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

বর্তমান যুগে পরিস্থিতি আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এখন তো রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, খেলাধুলা, গানবাদ্য ইত্যাকার যে কোন বিষয় এমনকি সাধারণ বিষয় নিয়েও একে অপরের সাথে তর্কবিতর্ক করে পরস্পর গালাগালি, হাতাহাতি এমনকি একে অপরকে হত্যা করতেও সচরাচর দেখা যায়। কখনো কখনো তো পরিস্থিতি এমন পর্যায়েও দাঁড়ায় যে, সমাজে পরিচিত তথাকথিত বহু পাক্কা নামাযীকেও একজন কাফির বা ফাসিককে নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ সৃষ্টি করে তর্কবিতর্ক করতে দেখা যায়।

৭৩

কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করা

কারোর নিজের জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করাও হারাম এবং কবীরা গুনাহ্।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللّٰهُ.

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হবেন সে ব্যক্তির উপর এবং সে তাঁর নিকট সর্বনিকৃষ্টও বটে যাকে একদা রাজাধিরাজ বলে ডাকা হতো। অথচ সত্যিকার রাজা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

(মুসলিম ২১৪৩; বাগাওয়ী ৩৩৭০)

রাসূল ﷺ আরো বলেন–

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللّٰهُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হবেন সে ব্যক্তির উপর এবং সে তাঁর নিকট সর্বনিকৃষ্টও বটে যাকে একদা রাজাধিরাজ বলে ডাকা হতো। অথচ সত্যিকার রাজা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

(মুসলিম ২১৪৩; বাগাওয়ী ৩৩৭০)

৭৪

আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা

যে কথায় আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلٰى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلٰى يَوْمٍ يَلْقَاهُ.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যার দরুণ আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর ভীষণ সন্তুষ্ট হন। যে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথার দরুণই শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তার উপর তাঁর সন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। আবার তোমাদের কেউ কখনো এমন কথাও বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছবে; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথার দরুণই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তার অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। (তিরমিযী ২৩১৯; ইবনে মাজাহ ৪০৪০; আহমদ ৩/৪৬৯; হাকিম ১/৪৪-৪৬; ইবনে হিব্বান ২৮০; মালিক ২/৯৮৫)

www.pathagar.com

৭৫

বেগানা পুরুষ ও মহিলা নির্জনে অবস্থান করা

কোন পুরুষ বেগানা কোন মহিলার সাথে কিংবা কোন মহিলা বেগানা কোন পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। চাই তা কোন ঘরেই হোক অথবা কোন রুমে কিংবা কোন গাড়িতে অথবা লিফটে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ.

অর্থাৎ, কোন পুরুষ যেন বেগানা কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করে সে মহিলার এগানা কোন পুরুষের উপস্থিতি ব্যতীত। (মুসলিম : হাদীস নং ১৩৪১)

রাসূলে করীম ﷺ আরো ইরশাদ করেন–

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

অর্থাৎ, কোন পুরুষ যেন বেগানা কোন মহিলার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান না করে। এমন কেউ করলে তখন শয়তানই হবে তাদের তৃতীয় জন।

(তিরমিযী, হাদীস নং-১১৭১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِىْ هٰذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ.

অর্থাৎ, আজকের পর কোন পুরুষ যেন এমন মহিলার ঘরে প্রবেশ না করে যার স্বামী তখন উপস্থিত নেই। তবে তার সাথে অন্য এক বা দু'জন পুরুষ থাকলে তখন তারা প্রবেশ করতে অসুবিধা নেই। (মুসিলম, হাদীস নং-২১৭৩)

অন্য হাদীসে রাসূলে করীম ﷺ এ নিষেধাজ্ঞার কারণও উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো শয়তানের প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণার ভয়।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ : وَمِنِّىْ؛ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, তোমরা এমন মহিলার ঘরে প্রবেশ করো না, যার স্বামী তখন উপস্থিত নেই। কারণ, শয়তান তোমাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। সাহাবাগণ বললেন : আমরা বললাম : আপনারও? তিনি বললেন : আমারও। তবে আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাই আমি তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ অথবা তাই সে এখন আমার অনুগত। (তিরমিযী, হাদীস নং-১১৭২)

৭৬

বেগানা মহিলার সাথে পুরুষের মুসাফাহা করা

বেগানা কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের মুসাফাহা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَاَنْ يُّطْعَنَ فِىْ رَأْسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.

অর্থাৎ, তোমাদের কারোর মাথায় লোহার সুঁই দিয়ে আঘাত করা তার জন্য অনেক উত্তম বেগানা কোন মহিলাকে স্পর্শ করার চেয়ে যা তাঁর জন্য হালাল নয়। (সহীহুল্ জা'মি' ৪৯২১)

কেউ কেউ মনে করেন, আমার মন খুবই পূতঃপবিত্র। তাঁকে আমি মা, খালা অথবা বোনের মতোই মনে করি ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হলে মুসাফাহা করতে অসুবিধে কোথায়। আমরা তাদেরকে বলব : আপনার চেয়েও বেশি সাদা মনের মানুষ ছিল রাসূলে করীম ﷺ এর অন্তর। এরপরও তিনি যে কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে অস্বীকৃতি জানান।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন :

اِنِّىْ لَا اُصَافِحُ النِّسَاءَ اَوْ اِنِّىْ لَا اَمَسُّ اَيْدِىْ النِّسَاءِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি কোন বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে সম্মত নই। (স'হীহুল জা'মি; ৩০৫৪)

বর্তমান সমাজে এমনো কিছু আত্মমর্যাদাহীন লোক রয়েছে যাদের নেককার স্ত্রী, মেয়ে ও বোনের বেগানা পুরুষের সাথে মুসাফাহা করতে সম্মত নয়; চাই তা লজ্জাবশত হোক কিংবা ঈমানী চেতনার দরুণ; তবুও এ ধর্মহীন লোকেরা

www.pathagar.com

তাদেরকে উক্ত কাজ করতে বাধ্য করে। তাদের এ কথা মনে রাখা দরকার যে, একবার যদি তাদের লজ্জা উঠে যায় দ্বিতীয়বার তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারেও এ কথা চিন্তা করা প্রয়োজন যে, যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قُرِنَا جَمِيْعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ.

অর্থাৎ, লজ্জা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। তার মধ্যে একটি ফসকে গেলে অন্যটিও ফসকে যাবে। (স'হীহুল জা'মি ৩২০০)

৭৭

মাহরাম ছাড়া কোন মহিলা দূর-দূরান্ত সফর করা

কোন মাহ্‌রাম তথা যে পুরুষের সাথে মহিলার দেখা দেয়া জায়েয এমন কোন পুরুষের সঙ্গ ছাড়া যে কোন মহিলার দূর-দূরান্ত সফর করা হারাম। চাই তা হজ্ব, উমরা তথা ধর্মীয় যে কোন কাজের জন্যই হোক অথবা শুধু বেড়ানোর জন্য হোক। চাই তা গাড়িতেই হোক অথবা প্লেনে হোক।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে এক দিনের দূরত্ব সমপরিমাণ পথ সফর করবে অথচ তার সাথে তার কোন মাহরাম নেই। (মুসলিম, হাদীস নং-১৩৩৯)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিন অথবা তিন দিনের বেশি দূরত্ব সমপরিমাণ পথ সফর করবে অথচ তার সাথে তার পিতা, ছেলে, স্বামী, ভাই অথবা যে কোন মাহ্‌রাম নেই।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৩৪০)

অনেক মহিলা তো কোন মাহরাম ব্যতীত শুধু একাই সফর করে থাকে। তার এ কথা জানা নেই, সে গাড়ি বা প্লেনে কার সাথেই বা বসবে। পুরুষের সাথে না মহিলার সাথে। পুরুষের সাথে বসলে সে কি ভালো পুরুষ হবে না খারাপ পুরুষ। মহিলারা সাথে বসলে গাড়ি কি ঠিক জায়গায় সময় মতো পৌঁছবে না কি অসময়ে। পথিমধ্যে হঠাৎ সে কোন বিপদে পতিত হলে কেউ কি তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে সাওয়াবের আশায় না ভোগের আশায়।

এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মাহ্‌রাম পুরুষটি জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম সাবালক হওয়া চাই। তা না হলে তার মধ্যে আর মহিলার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যই বা থাকল কোথায় বরং তখন সে নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। অন্য মহিলার নিরাপত্তার ব্যাপার তো এরপরেই আসছে।

৭৮

গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শ্রবণ করা

গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাও হারাম কাজ এবং কবীরা গুনাহ্। আবু মা'লেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড়, মদ্যপান ও বাদ্যকে বৈধ মনে করবে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বলেন : আল্লাহর বাণী–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

অর্থাৎ, মানুষের মধ্য থেকে তো কেউ অজ্ঞতাবশত: আল্লাহ্ তা'আলার পথ থেকে অন্যদেরকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য তথা গান (কিংবা সেগুলোর আসবাবপত্র) খরিদ করে এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে (পরকালে) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সূরা লুকমান : আয়াত-৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কসম খেয়ে বলেন : উপরোক্ত আয়াত থেকে একমাত্র উদ্দেশ্যেই হচ্ছে গান-বাদ্য।

রাসূলে করীম ﷺ বাদ্যকে অভিসম্পাতও করেন। তিনি বলেন–

صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ.

অর্থাৎ, দুধরনের আওয়াজ ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাতপ্রাপ্ত। তার মধ্যে একটি হলো সুখের সময়ের বাদ্য। আর অপরটি হলো বিপদের সময়ের চিৎকার।
(সাহীহুল জা'মি', হাদীস নং ৩৮০১)

বর্তমান যুগে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কার, গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সরগরম বাজার, আধুনিক রকম সুরের, গানের ভাষা ও ইঙ্গিতের ভয়ানকতা ব্যাপারটিকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কাজেই তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আর কারোর সামান্যটুকু সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না। উপরন্ত গান হচ্ছে ব্যভিচারের প্রথম ধাপ এবং গান মানুষের মধ্যে মুনাফিকীরও জন্ম দেয়।

৭৯

বিদ'আতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসা করা

বিদ'আতী কিংবা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে উঠা-বসা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ, তারা ইসলামের ব্যাপারে একজন খাঁটি মুসলিমের সামনে বিভিন্ন রকমের সংশয়-সন্দেহ উত্থাপন করে তাঁর মূল পুঁজি তথা বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসকেই বিনষ্ট করে দেয়। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ.

অর্থাৎ, খাঁটি মু'মিনই যেন তোমার একমাত্র সঙ্গী সাথী হয় এবং একমাত্র পরহেযগার ব্যক্তিই যেন তোমার খাবার ভক্ষণ করে। (আবু দাউদ, হাদীস-৪৮৩২)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَا تُجَالِسْ اَهْلَ الْاَهْوَاءِ؛ فَاِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقَلْبِ.

অর্থাৎ, তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের পাশে উঠাবসা করো না। কারণ, তাদের সাথে উঠা-বসা করলে অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। (ইবানাহ ২/৪৪০)

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রা) বলেন–

صَاحِبُ بِدْعَةٍ لَا تَاْمَنْهُ عَلٰى دِيْنِكَ، وَلَا تُشَاوِرْهُ فِىْ اَمْرِكَ، وَلَا تَجْلِسْ اِلَيْهِ، وَمَنْ جَلَسَ اِلٰى صَاحِبِ بِدْعَةٍ اَوْرَثَهُ اللّٰهُ الْعَمٰى.

অর্থাৎ, তোমার ধর্মকর্ম একজন বিদ্'আতীর হাতে কখনোই নিরাপদ নয়। অতএব তোমাদের কোন ব্যাপারে তার কোনরূপ পরামর্শও নিবে না। এমনকি তার নিকটেও কখনো বসবে না। কারণ, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীর কাছে বসল সে অচিরেই তার অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল। (ইবানাহ : ২/৪৪২)

মুসলিম ইবনে ইয়াসা'র (রা) বলেন–

لَا تُمَكِّنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ سَمْعِكَ فَيَصُبُّ فِيْهِ مَا لَا تَقْدِرُ اَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ قَلْبِكَ.

অর্থাৎ, কোন বিদ'আতীকে কখনো তোমার কানের কাছে ঘেঁষতে দিবে না। কারণ, সে তখন তোমার কানে এমন কিছু প্রবেশ করিয়ে দিবে যা আর কখনো তোমার অন্তর থেকে বের করতে সক্ষম হবে না। (ইবানাহ : ২/৪৫৯)

মুফাযযাল ইবনে মুহালহাল (রা) বলেন–

لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ اِذَا جَلَسْتَ اِلَيْهِ يُحَدِّثُكَ بِبِدْعَتِهِ حَذِرْتَهُ وَفَرَرْتَ مِنْهُ، وَلٰكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِاَحَادِيْثِ السُّنَّةِ فِىْ بُدُوِّ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْكَ بِدْعَتَهُ فَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ، فَمَتٰى تُخْرِجُ مِنْ قَلْبِكَ؟

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যদি কোন বিদ'আতীর সন্নিকটে বসলে সে তোমার সাথে বিদ'আতের কথা আলোচনা করে তা হলে তুমি তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং তার থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কিন্তু সে তো তা করছে না এবং সে সর্বপ্রথম তোমাকে সুন্নাতের কিছু হাদীস আওড়াবে অতঃপর তার বিদ'আত তোমার কাছে সরবরাহ করবে। তখন তা তোমাদের অন্তরের সাথে গেঁথে যাবে যা অন্তর থেকে বের করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। (ইবানাহ : ২/৪৪৪)

বর্তমান বিশ্বের অনেকেই অন্যের সাথে তার পারস্পরিক সম্পর্ক রাখার ব্যাপারটিকে সংখ্যাধিক্যের সাথে জুড়ে দেয়। তখন সে নিজ সুবিধার স্বার্থে যাদের সংখ্যা বেশি তাদের সাথেই উঠা-বসা করে এবং তাদের সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলে। কে সত্যের উপর আর কে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তা সে কখনই ভেবে দেখে না। অথচ ধর্মের খাতিরে তাকে একমাত্র সত্যের সাথীই গ্রহণ করতে হবে, মিথ্যার নয়।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রা) বলেন–

اِتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى، وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِيْنَ، وَاِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ، وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِيْنَ.

অর্থাৎ, একমাত্র হিদায়াতের পথই অনুসরণ কর; এ পথের লোক সংখ্যা কম হলে তাতে তোমার কোন সমস্যা নেই এবং পথ ভ্রষ্টতার থেকে বহু দূরে অবস্থান কর; সে পথের লোক সংখ্যা বেশি বলে তুমি তাতে প্রতারিত হয়ো না।

(আল্ ইতিসাম : ১/১১২)

৮০

কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হওয়া

যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন মহিলার রাস্তায় বের হওয়া কিংবা বেগানা কোন পুরুষের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করা একটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ। চাই সে পুরুষ কাজের লোক হোক অথবা গাড়ি চালক হোক। চাই পণ্য বিক্রেতা হোক অথবা দারোয়ান হোক। চাই সে যুবক হোক অথবা বৃদ্ধা। চাই কোন ইবাদত পালনের জন্য হোক অথবা এমনতিই ঘোরা-ফেরার জন্য হোক।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ اِسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যে মহিলা কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে বেগানা কোন পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রয় করল; যাতে তারা সুগন্ধি গ্রহণ করতে পারে তাহলে সে সত্যিই ব্যভিচারিণী হিসেবে গণ্য হবে। (সাহী'হুল্ জা'মি' ২৭০১)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يُقْبَلْ صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

অর্থাৎ, কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদ অভিমুখে বের হলো : যাতে তার সুগন্ধি অন্য পুরুষের নাকে যায় তা হলে তার সালাত কবুল করা হবে না যতক্ষণ না সে অপবিত্রতার গোসল তথা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে নেয়।

(সাহীহুল্ জা'মি' ২৭০১)

কোন মহিলা যদি যে কোন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে নিজ ঘর থেকে সালাতের জন্য মসজিদে রওয়ানা হলে সে নাপাক হয়ে যায়; যাতে করে তার সালাত কবুল হওয়ার জন্য তাকে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতে হয়, তা হলে যে মহিলা শুধু ঘোরা-ফেরার জন্য ঘর থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করে পার্ক বা নদীকুল অভিমুখে বের হয় সে আর কতটুকুই বা পবিত্র থাকতে সক্ষম। তাই তো এদের অনেককেই শুধু বিধানগত নাপাকই নয়; বরং বাস্তবে অপবিত্র হয়ে ঘরে ফিরছে বলে পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। এরপরও কি তাদের এতটুকু চেতনাও জাগ্রত হবে না?!

৮১

সুপারিশ করে তাঁর থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করা

কারোর জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে তার থেকে কোন উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا مِنْهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

অর্থাৎ, কেউ যদি কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য অন্যের কাছে কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে সে যদি তাকে এ জন্য কোন উপঢৌকন বা উপহার দেয় এবং

www.pathagar.com

উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তা হলে সে যেন সুদের এক বিরাট দরোজায় প্রবেশ করল। (আবু দাউদ ৩৫৪১)

বর্তমান যুগে তো এমন অনেক লোকই পাওয়া যায়, যার আয়ের অধিকাংশই এ জাতীয়। তার অবশ্যই এ কথা জানা প্রয়োজন যে, তার এ সকল সম্পদ একেবারেই হারাম। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় যখন এ জাতীয় উপঢৌকন অবৈধ কোন সুপারিশের জন্য হয়ে থাকে।

সুপারিশের মাধ্যমে কেউ কারোর বৈধ কোন উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন তা করে। কারণ, সে সত্যিই সাওয়াবের কাজ। কারণ, মানুষের মাঝে কারোর সম্মানজনক অবস্থান তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহ। সুতরাং সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। আর তা হলো কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য বৈধ সুপারিশের মাধ্যমে কোন উপকার সাধন করা। যাতে তার কোন বৈধ অধিকার আদায় হয়ে যায় অথবা কোন হৃত অধিকার উদ্ধার হয়। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মুসলিম ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম হয় তবে সে যেন তা করে। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৯৯)

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তাঁর নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি বললেন–

اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছা ফায়সালা করবেনই। এতদ্সত্ত্বেও তোমরা এর জন্য সুপারিশ কর: তোমাদেরকে সে জন্য সাওয়াব প্রদান করা হবে। (বুখারী ১৪৩২; মুসিলম হাদীস নং ২৬২৭)

তবে কারোর জন্য সুপারিশ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার খর্ব করা বা হরণ করা যাবে না। অন্যথায় একজনের সুবিধার জন্য অন্যের উপর জুলুম করা হবে। আর তখনই অন্যের সুবিধার জন্য নিজেকেই অযথা পাপের বোঝা বহন করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا.

অর্থাৎ, কেউ কারোর জন্য ভালো সুপারিশ করলে সে তার (সাওয়াবের) কিয়দংশ পাবে। আর কেউ কারোর জন্য অবৈধ সুপারিশ করলে সেও তার (পাপের) কিয়দংশ পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

(সূরা নিসা : আয়াত-৮৫)

৮২

শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক না দেয়া

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি প্রদান না করা আরেকটি মারাত্মক হারাম কাজ ও কবীরাহ্ গুনাহ্।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : শেষ বিচারের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেব। তাদের একজন হলো, যে ব্যক্তি আমার নামে কসম খেয়ে কারোর সাথে কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। দ্বিতীয়জন হলো, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন পুরুষকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ অর্থ ভক্ষণ করে। আর তৃতীয়জন হলো, যে ব্যক্তি কোন পুরষকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে তার মজুরি আদায় না করে।

(বুখারী, হাদীস নং ২২২৭, ২২৭০)

এ জাতীয় ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সত্যিকার অর্থেই কত দরিদ্র।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا : الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ، حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا

www.pathagar.com

مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ.

অর্থাৎ, তোমরা কি অবগত রয়েছ নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ বললেন, নিঃস্ব সে ব্যক্তিই যার কোন দিরহাম তথা টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই নিঃস্ব যে কিয়ামতের দিন (আল্লাহ তা'আলার সামনে) অনেকগুলো সালাত, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। অথচ হিসেব করতে গিয়ে দেখা যাবে যে, সে অমুককে গালি দিয়েছে। অমুককে ব্যভিচারের অপরাধ দিয়েছে অমুকের সম্পদ ভক্ষণ করেছে অমুকের রক্ত ঝরিয়েছে এবং অমুককে মেরেছে। তখন একে তার কিছু সাওয়াব দেয়া হবে এবং ওকে আরো কিছু দেয়া হবে। এমনিভাবে যখন তার সকল সাওয়াব ও পুণ্য শেষ হয়ে যাবে; অথচ এখনো তার দেনা বাকি তখন তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে। (মুসলিম-২৫৮১; তিরমিযী-২৪১৮)

কোন মজুরকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি না দেয়ার কয়েকটি ধরণ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

ক. সরাসরি তার মজুরি দিতে অস্বীকার করা। তাকে এমন বলা যে, তুমি আমার কাছে কোন মজুরিই পাবে না।

খ. পূর্ব চুক্তি মোতাবেক তার মজুরি না দেয়া। বরং নিজ ইচ্ছা মতো তার মজুরি কিছু কম দেয়া।

গ. কাগজপত্রে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন উল্লেখ করে অন্য দেশ থেকে কাজের লোক নিয়ে এসে তাকে এরকম মজুরিতে চাকুরি করতে বাধ্য করা। অন্যথায় তাকে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর হুমকি দেয়া: অথচ সে অনেকগুলো টাকা ব্যয় করে এখানে এসেছে।

ঘ. কোন মজুরকে নির্দিষ্ট কাজে বা নির্দিষ্ট সময় চাকুরি করার জন্য নিয়ে এসে তার সাথে নতুন কোন চুক্তি ব্যতীত অন্য কাজ বা বাড়তি সময় চাকুরি করার জন্য বাধ্য করা।

ঙ. মজুরের মজুরি দিতে বিলম্ভ করা; অথচ সে তার মজুরি সময় মতো পেলে তা অন্যত্র খাটিয়ে আরো লাভবান হতে পারত।

www.pathagar.com

৮৩

স্বচ্ছ ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করা ও টালবাহানা করা

কারো কাছে থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা কিংবা পরিশোধ করতে টালবাহানা করা একটি জঘণ্য কবীরা গুনাহ্ বা হারাম কাজ।

শরীয়তে ঋণের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা পরিশোধ না করে শেষ বিচারের দিন এক কদমও সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না। এমনকি যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহ্'র পথে বিলিয়ে দিয়েছে সেও নয়।

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

অর্থাৎ, শুধুমাত্র ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(সাহীহুল জা'মি', হাদীস ৮১১৯)

سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ دَيْنُهُ.

অর্থাৎ, কি আশ্চর্য! আল্লাহ্ তা'আলা ঋণের ব্যাপারে কতই না কঠোর বিধান অবতীর্ণ করেছেন! সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তিকে আল্লার পথে একবার শহীদ করা হলে অতঃপর আবারো জীবিত করা হলে অতঃপর আবারো শহীদ করা হলে অতঃপর আবারো পুনরায় জীবিত করা হলে অতঃপর আবারো শহীদ করা হলেও যদি তার উপর কোন ঋণ থেকে থাকে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার উক্ত ঋণ তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়। (সাহীহুল্ জা'মি', হাদীস ৩৫৯৪)

কাজটি আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন ব্যক্তি কারো থেকে ঋণ গ্রহণের সময়ই তা পরিশোধ না করার পরিকল্পনা করে কিংবা তখনই তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে কখনো পরিশোধ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

কেউ কেউ তো এমনো ধারণা করে যে, আমি যার থেকে ঋণ নিয়েছি সে বড় ধনবান ব্যক্তি। কাজেই তাকে উক্ত ঋণ না দিলে তার কোনরূপ ক্ষতি হবে না। এ চিন্তা কখনোই যথার্থ নয়। কারণ ঋণ তো ঋণই। তা অবশ্যই পরিশোধ করা অপরিহার্য। চাই ঋণদাতার এর প্রতি কোন প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক। চাই তা কম হোক কিংবা বেশি।

৮৪

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমন্বয় বজায় না রাখা

কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমন্বয় বজায় না রাখা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন−

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَ اَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَاهُمَا : جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

অর্থাৎ, যার দু'টি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে একজনের প্রতি অত্যাধিক পরিমাণে ঝুঁকে পড়ল তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে, তার এক পার্শ্ব নিম্নগামী থাকবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৩৩)

অতএব প্রত্যেক স্ত্রীর মাঝে খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাত্রি যাপনের ব্যাপারে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। তবে মনের টান অন্য জিনিস। তাতে সবার মধ্যে সমতা বজায় রাখা কখনোই সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন−

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থাৎ, আর তোমরা কখনো স্ত্রীদের মাঝে (সার্বিকভাবে) সুবিচার স্থাপন করতে পারবে না। এ ব্যাপারে যতই তোমাদের ইচ্ছা বা নিষ্ঠা থাকুক না কেন। সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না। যাতে করে অপরজন

www.pathagar.com

ঝুলানো অবস্থায় থেকে যায়। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা নিসা : আয়াত-১২৯)

তবে কোন স্ত্রীকে এমনভাবে ভালোবাসা যা অন্য স্ত্রীর উপর জুলুম করতে উৎসাহিত করে তা অবশ্যই অপরাধ। যেমন– তাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, সর্বদা তারই আবদার-আবেদন রক্ষা করা হয় অন্যজনের বেলায় তা করা হয় না এবং তার কাছেই বেশি বেশি রাত্রি যাপন করা হয় অন্যজনকে এক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি তাকে সর্বদা নিকটে রেখেই অন্যকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়।

৮৫

বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে সালাত আদায় করা

বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে সালাত আদায় করা কবীরা গুনাহ্ ও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

অর্থাৎ, নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর হলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং লালসা-পরবশ হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হবে না। (সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৯-৬০)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, 'উমর ইবনে আব্দুল আযিয, মাসরূক ও অন্যান্যদের মতে উক্ত আয়াতে সালাত বিনষ্ট করা বলতে ওয়াক্ত পার করে সালাত পড়াকে বুঝানো হয়েছে। সালাত তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়তে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا .

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সালাত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মুমিনদের উপর ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসা : আয়াত-১০৩)

www.pathagar.com

৮৬

সালাতের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা

সালাতের কোন রুকন ইমামের আগে আদায় করা একটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ। রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

অর্থাৎ, ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমামের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার আকৃতিতে পরিণত করবেন।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৯১; মুসলিম হাদীস নং ২৪৭, আবু দাউদ, হাদীস নং ৬২৩)

তিনি আরো বলেন–

لَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُوْدِ. وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ.

অর্থাৎ, তোমরা আমার অগ্রে রুকু, সিজদা, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না। (মুসলিম হাদীস নং ২৪৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কোন রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لَا وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَلَا بِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتَ.

অর্থাৎ, (তোমার সালাতই হয়নি) না তুমি একা পড়লে না ইমামের সাথে পড়লে।

(রিসালাতুল ইমাম আহমদ)

যে কোন কাজ ইমামের একটু পরেই করা উত্তম। অর্থাৎ, ইমাম যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবে। তেমনিভাবে ইমাম যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠেকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন।

www.pathagar.com

ইমামের আগে বহুপরেও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে না। রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْاِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ.

অর্থাৎ, ইমাম তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করবেন। (মুসলিম হাদীস নং ৪০৪, ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ১৫৯৩)

রাসূলে করীম ﷺ আরো ইরশাদ ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلَا تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ .

অর্থাৎ, ইমাম হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর শেষ করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি (ইমাম) তাকবীর দেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকুতে যাবে না।

(বুখারী, ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪, মুসলিম ৪১৪, ৪১৭; আবু দাউদ ৬০৩)

তিনি আরো বলেন–

اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا.

অর্থাৎ, যখন ইমাম তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে। আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ" বলবেন, তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদা শুরু করবে। (বুখারী, ৭২২; মুসলিম ৪১৪)

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لَا يَحْنِىْ اَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ যখন সিজদার জন্যে ঝুঁকে পড়তেন আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করত না যতক্ষণ নবী করীম ﷺ নিজ কপাল জমিনে রাখতেন।

(বুখারী ৬৯০, ৮১১; মুসলিম ৪৭৪; আবু দাউদ ৬২১)

www.pathagar.com

৮৭

তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা

শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানদের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম কাজ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

অর্থাৎ, কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তাঁর অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্কে ছিন্ন করবে। কেউ তা করলে সে মৃত্যুর পর জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ ৪৯১৪, সহীহুল জামি, হাদীস নং ৭৬৩৫)

এক বছর কারো সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করা তো তাকে হত্যা করার ন্যায়। আবু খিরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً؛ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ .

অর্থাৎ, কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন করা মানে তাকে হত্যা করা। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯১৫)

রাসূলে করীম ﷺ সম্পর্ক ছিন্নতার একটি ধরণও উল্লেখ করেছেন। যা থেকে অপরাধী ব্যক্তির বাস্তব চিত্র সবার সম্মুখে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয়ও ফুটে উঠে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَاذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ؛ كُلُّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ بَاءَ بِاثْمِهِ .

অর্থাৎ, কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। তা এমন যে, তার সাথে ওর সাক্ষাৎ হলে সে তাকে তিন বার সালাম প্রদান করে; অথচ সে তাঁর সালামের একটি বারও উত্তর দিল না। এতে তারই গুনাহ হবে: ওর নয়। (আবু দাউদ হাদীস-৪৯১৩)

www.pathagar.com

আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

অর্থাৎ, কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তাঁর অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তা এমন যে, তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হলো; অথচ তারা একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তবে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো ওই ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম সালাম বিনিময় করে।

(আবু দাউদ হাদীস নং ৪৯১১)

কারোর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে মন কষাকষি হলে তথা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষভাবে জন্ম নিলে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ ক্ষমা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন--

تُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَيُغْفَرُ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا، اِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا.

অর্থাৎ, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরোজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং উভয় দিনেই সকল শিরকমুক্ত বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে এমন দুজন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়; এদেরকে আরো কিছু সময় দাও যাতে তারা সমঝোতায় আসতে পারে। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৯১৬)

তবে সম্পর্ক ছিন্ন করা যদি শরয়ী কোন কারণে হয়ে থাকে তা হলে তা অবশ্যই বৈধ। যেমন : কেউ সালাত আদায় করে না অথবা কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করে। অতএব আপনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তবে এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি কারোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার মধ্যে পাপবোধ

www.pathagar.com

জন্ম নেয় অথবা তার সঠিক পথে ফিরে আসার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ, তা অসৎ কাজে বাধা দেয়ার শামিল। তবে যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে আরো গাদ্দার কিংবা আরো হঠকারী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করাই উত্তম। বরং তাকে মাঝে মাঝে নসীহত করবে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

নবী করীম ﷺ জনৈকা স্ত্রীর সাথে চল্লিশ দিন কথা বলেননি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর ছেলের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেননি। উমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) জনৈক ব্যক্তিকে দেখে নিজ চেহারা ঢেকে ফেলেন।

৮৮

মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত করা

নিজের মাতা-পিতাকে সরাসরি অভিসম্পাত করা তাদের অভিসম্পাতের কারণ হওয়া আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের একটি হলো, কোন ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত দেয়া। বলা হলো : হে আল্লাহ রাসূল করীম ﷺ! কিভাবেই বা কোন ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে অভিসম্পাত করতে পারে? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সে ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়; অনুরূপভাবে সে অন্যের মাকে গালি দেয় তখন সেও তার মাকে গালি দেয়। (বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭৩)

www.pathagar.com

৮৯

কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকা

কাউকে খারাপ কোন নামে ডাকা আরেকটি হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ، بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কারণ, ঈমানের পর মন্দ নাম অতিমন্দ। যারা উক্ত অপকর্ম থেকে তাওবা করবে না তারাই তো সত্যিকারার্থে জালিম।

(সূরা হুজূরাত : আয়াত-১১)

কোন মানুষকে এমন কোন উপাধিতে ভূষিত করা যা শুনলে তার মনে কষ্ট পায় তা সকল আলিমের মতেই হারাম। চাই তা সরাসরি তারই ভূষণ হোক কিংবা তার পিতা-মাতার। যেমন : কানা, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি অথবা কানার ছেলে, লম্পটের ছেলে ইত্যাদি।

৯০

কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা

শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের কোন আয়াতের মনগড়া অপব্যাখ্যা করা অথবা কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদ করা কবীরা গুনাহ্ ও হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا، وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য-ও গোপনী সকল প্রকার অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অসঙ্গতি বিরোধিতা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা; যে ব্যাপারে তিনি কোন দলীল-প্রমাণ প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত কিছু বলা।

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৩৩)

www.pathagar.com

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اقْـرَؤُوا الْـقُـرْاٰنَ عَـلٰـى سَـبْـعَـةِ اَحْـرُفٍ، فَـاَيَّـمَـا قَـرَاْتُـمْ اَصَـبْـتُـمْ، وَلَا تُـمَـارُوْا فِـيْـهِ، فَـاِنَّ الْـمِـرَاءَ فِـيْـهِ كُـفْـرٌ.

অর্থাৎ তোমরা কুরআন পড় সাত ক্বেরাতে তথা সাতটি আঞ্চলিক রূপে। এরূপগুলোর মধ্য থেকে তোমরা যেভাবেই পড়বে তাই বিশুদ্ধ। তবে কুরআনকে নিয়ে তোমরা অহেতুক ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়ো না। কারণ, তা করা কুফরি। (সহীহুল জা'মি'-১১৬৩)

আবু বকর (রা)-কে কুরআন মাজীদের নিম্ন আয়াত : وَفَاكِهَةً وَاَبًّا

(সূরা আবাসা : আয়াত-৩১)

উক্ত আয়াতের "আব্বুন" শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–

اَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِىْ، وَاَيُّ اَرْضٍ تُقِلُّنِىْ اِذَا قُلْتُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ.

অর্থাৎ কোন আকাশই বা আমাকে ছায়া প্রদান করবে এবং কোন জমিনই বা আমাকে বহন করবে যদি আমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছু না জেনেশুনে মনগড়া কোন কথা বলি।

৯১

সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে চলা

কোন সালাতের সামনে দিয়ে চলা হারাম। আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا كَانَ اَحَـدُكُـمْ يُـصَـلِّـىْ فَلَا يَـدَعْ اَحَـدًا يَـمُـرُّ بَـيْـنَ يَـدَيْـهِ، وَلْـيَـدْرَاْهُ مَـا اسْـتَـطَـاعَ، فَـاِنْ اَبٰـى فَـلْـيُـقَـاتِـلْـهُ، فَـاِنَّـمَـا هُـوَ شَـيْـطَـانٌ.

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন সে যেন কাউকে তার সামনে অতিক্রম করতে না দেয়। বরং কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তাকে সাধ্যমতো বাধা প্রদান করবে। যদি তাতেও কোন কাজ না হয় তা হলে তার সাথে প্রয়োজনে লড়াই করবে। কারণ, সে তো শয়তান। (মুসলিম)

www.pathagar.com

কোন সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে হাঁটা কত বড় মারাত্মক অপরাধ তা অনুমান করা যায় রাসূলে করীম ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে। আবূ জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ : لَا اَدْرِيْ قَالَ : اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً.

অর্থাৎ যদি নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে হাঁটা ব্যক্তি জানতে পারত তার কতখানি গুনাহ হচ্ছে তাহলে তার জন্য চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত। হাদীস বর্ণনাকারী আবুন নাযর বলেন : আমি সঠিকভাবে জানি না চল্লিশ দিন না কি মাস না কি বছর। (মুসলিম ৫০৭)

৯২

কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো

কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ্। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ .

অর্থাৎ সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ ওরা যারা জীবিত থাকতেই কিয়ামত এসে গেলো এবং ওরা যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করলো। (ইবনু খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৮৯ ইবনু হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ৬৮০৮; ত্বাবারানী/কাবীর ১০৪১৩)

'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা ও হযরত উম্মে সালামা (রা) ইথিওপিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলেন যাতে অনেকগুলো ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। তাঁরা তা রাসূল ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন–

اِنَّ اُوْلٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَاُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওরা তাদের মধ্যে কোন ওলী-বুযুর্গ ইন্তিকাল করলে তারা ওর কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং এ জাতীয় ছবিসমূহ টাঙ্গিয়ে রাখে। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

(বুখারী ৪২৭, ৪৩৪, ১৩৪১, ৩৮৭৩; মুসলিম ৫২৮ ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস ৭৯০)

নবী করীম ﷺ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন।

'আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন–

لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلٰى وَجْهِهٖ، فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهٖ، فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ : لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا.

অর্থাৎ যখন রাসূল ﷺ মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি চেহারা খুলে বললেন : ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত; তারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো। এ কথা বলে নবী ﷺ নিজ উম্মতকে সে কাজ না করতে সতর্ক করে দিলেন। (বুখারী ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪; মুসলিম ৫৩১)

নবী ﷺ কবরের উপর মসজিদ বানানোর ব্যাপারে শুধু লা'নত ও নিন্দা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধও করেছেন।

জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন–

اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، اَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুযুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি। (মুসলিম ৫৩২)

www.pathagar.com

৯৩

গুনাহ্ করে তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো

একাকীভাবে কোন গুনাহ্ করে অন্যের কাছে বলে বেড়ানো আরকটি কবীরা গুনাহ বা হারাম কাজ। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ، فَيَقُوْلُ : يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ.

অর্থাৎ আমার প্রতিটি উম্মতই নিরাপদ তথা ক্ষমার যোগ্য। তবে প্রকাশ্য গুনাহ্গাররা নয়। আর প্রকাশ্য গুনাহ্ বলতে এটাকেও বুঝানো হয় যে, কেউ রাতের বেলায় মানব সমাজের অলক্ষ্যেই গুনাহের কাজ করল। ভোর পর্যন্ত কারোর কাছে তা প্রকাশ হয়ে যায়নি; অথচ ভোর হতেই সে অন্যকে বলল : হে অমুক! আমি গত রাতে এমন এমন অপকর্ম করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তো তার উক্ত কর্মটি সকাল পর্যন্ত গোপন করে রাখলেন; অথচ সে ভোর হতেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিল। (বুখারী ৬০৬৯)

এছাড়াও কোন গুনাহের কাজ জনসম্মুখে বার বার হলে অথবা প্রকাশ্যে আলোচনা করা হলে মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করে নেয় এবং তা ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে। এ ভয়ঙ্করতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা অশ্লীল কাজ মুসলিম সমাজে প্রচলন হোক তা পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ইহকালে এবং পরকালেও। আল্লাহ তা'আলাই এর ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে ভালোই জানেন; অথচ তোমরা তা জানো না।

(সূরা নূর : আয়াত-১৯)

www.pathagar.com

৯৪

মুসল্লীদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে ইমাম পদে বহাল

শরয়ী কোন দোষের কারণে মুসল্লীরা কারোর ইমামতি অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার সেই ইমামতি পদে বহাল থাকা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ اٰذَانَهُمْ : اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ، وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ۔

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কানের উপরে যায় না তথা কবুল হয় না। মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া গোলামের সালাত যতক্ষণ না সে মালিকের নিকট ফিরে আসে। সে মহিলার সালাত যে রাতটি কাটিয়ে দিলো; অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট। সে ইমামের সালাত যে সালাত খানা পড়ালো; অথচ মুসল্লীরা তার সালাত পড়ানোটা পছন্দ করছে না।

(তিরমিযী ৩৬০; স'হীহুল জা'মি' ৩০৫৭)

'আমর ইবনে 'হারিস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর যুগে নিম্নোক্ত হাদীসটি বলা হতো–

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِثْنَانِ : اِمْرَاَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ۔

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব কঠিন শাস্তি পাবে দু'জন ব্যক্তি; তার মধ্যে এক জন হচ্ছে, যে মহিলা নিজ স্বামীর অবাধ্য এবং অপর জন হচ্ছে, যে ইমাম কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করছে; অথচ তারা তার ইমামতি করাটা পছন্দ করছে না।

(তিরমিযী ৩৫৯)

www.pathagar.com

৯৫

অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে উঁকি মারা

অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে উঁকি মারা কবীরা গুনাহ্ ও হারাম। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ يَّفْقَؤُوْا عَيْنَهُ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো গৃহে উঁকি মারল তাদের অনুমতি ব্যতীত তাহ্লে তার চোখটি গুঁটিয়ে দেয়া হালাল। (মুসলিম ২১৫৮)

সাহ্ল ইবনে সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি একদিন রাসূলে করীম ﷺ-এর দরোজার ফাঁক দিয়ে তাঁর ঘরে উঁকি দিচ্ছিল। তখন রাসূলে করীম ﷺ-এর হাতে ছিল একটি শলা যা দিয়ে তিনি নিজ মাথাখানি চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূলে করীম ﷺ তাঁর উঁকি মারার ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِىْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ. اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ.

অর্থাৎ যদি আমি ইতোপূর্বে জানতে পারতাম, তুমি আমাকে দরোজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছ্ তা হলে আমি এ শলা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। কারো ঘরে প্রবেশে তার অনুমতি নেয়ার ব্যাপারটি তো শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে একমাত্র অনাকাঙ্ক্ষিত কোন জায়গায় কারো চোখ পড়বে বলেই তো।

(মুসলিম ২১৫৬)

বর্তমান যুগে মানুষের ঘর-বাড়িগুলো একটার সাথে আরেকটা জড়ানো এবং ঘরের দরোজা-জানালাগুলো পরস্পর মুখোমুখী হওয়ার দরুণ একের পক্ষে অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া সহজ। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় প্রত্যেকের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহ্লেই এ গুনাহ্ থেকে সকলের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। উপরন্তু এতে করে অন্য মুসলিম ভাইয়ের সম্মানহানি এবং প্রতিবেশীর অধিকার ক্ষয় করা হয়।

www.pathagar.com

৯৬

পণ্যের দোষ-ক্রুটি ক্রেতাদের কাছে গোপন রাখা

পণ্যের দোষ-ক্রুটি ক্রেতাদের কাছে গোপন রাখা আরেকটি হারাম ও গুনাহের কাজ। উক্ববা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ .

অর্থাৎ একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সুতরাং কোন মুসলিম অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের কাছে ক্রুটিযুক্ত কোন কিছু বিক্রি করলে তার জন্য সে ক্রুটি গোপন রাখা কখনোই বৈধ নয়; বরং তা তাকে অবশ্যই অবগত করতে হবে।

(ইব্‌নে মাজাহ্ ২২৭৬ স'হীহুল, জামি' হাদীস ৬৭০৫)

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলে করীম ﷺ খাদ্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি উক্ত স্তূপে হাত ঢুকিয়ে দিলে ভেতরের খাদ্য ভেজা দেখতে পান। তখন তিনি বলেন–

مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ : اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

অর্থাৎ এটা কি, হে খাদ্যের মালিক? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! বৃষ্টি হয়েছিল তো তাই। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : তুমি কেন ভেজা খাদ্যগুলো উপরে রাখলে না। তাহলেই তো মানুষ তা দেখতে পেতো। যে কোন মুসলিমকে ধোঁকা দিল তার সাথে আমার কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে এ কথা জানতে হবে যে, ক্রয়-বিক্রিতে কাউকে ধোঁকা দিলে সে ব্যবসায় বরকত ও সত্যিকারের সমৃদ্ধি কখনোই আসে না। হঠাৎ দেখা যাবে কোন একটি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে দিল। হঠাৎ ব্যবসায় ধস নেমে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেল।

www.pathagar.com

হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا؛ وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বাধীন যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা এ ক্ষেত্রে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে উভয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দিবেন। আর যদি তারা এ ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটি একে অপর থেকে লুকিয়ে রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন। (বুখারী ২১১০)

৯৭

আযানের পর নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া

আযানের পর কোন ওযর ব্যতীত জামায়াতে সালাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া একটি হারাম কাজ। আবু শ'শা'সা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنَّا قُعُوْدًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِىْ، فَاَتْبَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

অর্থাৎ আমরা একদিন আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআয্যিন আযান দিল। তখন জনৈক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। আবু হুরায়রাহ্ (রা) তার দিকে অপলোক নেত্রে তাকিয়েই থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : এতো রাসূল করীম ﷺ এর বিরুদ্ধাচারণ করল। (মুসলিম ৫/১৬২)

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا يَخْرُجْ اَحَدٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ.

অর্থাৎ যখন মুআয্যিন আযান দিবে তখন তোমাদের কেউ (মসজিদ থেকে) বের হবে না যতক্ষণ না সে (উক্ত মসজিদে) সালাত পড়ে নেয়। (সহীহুল জা'মি ২৯৭)

www.pathagar.com

৯৮

পথে-ঘাটে, গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা

মানুষের চলাচলের পথে, গাছের ছায়ায় কিংবা পুকুর ও নদীর ঘাটে মল-মূত্র ত্যাগ করা আরেকটি হারাম কাজ অথবা কবীরা গুনাহ। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ، قَالُوْا : وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ : الَّذِىْ يَتَخَلَّى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ.

অর্থাৎ তোমরা সর্বদা অভিশাপের দু'টি কারণ থেকে দূরে থাক। সাহাবা (রা.) বললেন : অভিশাপের কারণ দুটি কি? তিনি বললেন : পথে-ঘাটে অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল–মূত্র ত্যাগ করা। (আবু দাউদ ২৫)

মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ : الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ.

অর্থাৎ তোমরা অভিসম্পাত তিনটি কারণ থেকে দূরে থাক। যেগুলো হচ্ছে, পুকুর ও নদীর ঘাট, রাস্তার মধ্যভাগ এবং গাছের ছায়ায় মল-মূত্র ত্যাগ করা।

(আবূ দাউদ ২৬ ইবনে মাজাহ্ হাদীস ৩২৮)

৯৯

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা

মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করা আরেকটি কবীরা গুনাহ্ ও হারাম কাজ।

রাসূলে করীম করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : اُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللّٰهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِىْ اِلَّا بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَبِيْعُ اِلَّا بِيَمِيْنِهِ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিন জাতীয় মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন (সুদৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, নির্ধন অহংকারী এবং এমন এক ব্যক্তি যার পণ্যের অবস্থা আল্লাহ তা'আলা এমন করেছেন যে, ক্রয় করতে গেলেও সে কসম খায় এবং বিক্রি করতে গেলেও সে কসম খায়।

(সহীহুল-জা'মি হাদীস ৩০৭২)

ব্যবসার ক্ষেত্রে কসম খেলে পণ্য দ্রুত বিক্রি করা যায় ঠিকই। কিন্তু তাতে সত্যিকারার্থে কোন উপকারিতা বা বরকত নেই। আবু ক্বাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

অর্থাৎ তোমরা বেচা-বিক্রিতে বেশি কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক। কারণ, তাতে পণ্য বাজারজাত হয় বেশি ঠিকই তবে তাতে কোন বরকত লাভ করা যায় না।

(মুসলিম ১৬০৭)

১০০

স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের ব্যাপারটি অন্যকে জানানো

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত সহবাসের ব্যাপারটি অন্য কাউকে জানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَعَلَّ رَجُلًا يَقُوْلُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ : إِيْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوْا فَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِيْ طَرِيْقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ .

অর্থাৎ হয়তোবা কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে যা করে তা মানুষের প্রকাশ করে বলে বেড়ায়। হয়তোবা কোন মহিলা তার স্বামীর সাথে যা করে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করে বেড়ায়? সাহাবায়ে কিরাম নীরব চুপ রইলেন। কেউ কোন কিছুই বললেন না। তখন আমি (বর্ণনাকারী) বললাম : হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা এমন করে থাকে এবং পুরুষরাও। তিনি বললেন : না, তোমরা এমন করো না। কারণ, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন যে কোন এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে পথে সহবাস করল। আর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। (আলবানী আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৪৪)

www.pathagar.com

১০১

কোন মহিলা তাঁর স্বামী থেকে তালাক চাওয়া

কোন মারাত্মক সমস্যা ব্যতীত কোন মহিলা তার স্বামী থেকে তালাক চাওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

অর্থাৎ, যে কোন মহিলা কোন মারাত্মক সমস্যা ছাড়া নিজ স্বামীর কাছে তালাক চাইলে তার উপর জান্নাতের সুগন্ধি চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।

(আবু দাউদ ২২২৬; তিরমিযী ১১৮৭; ইবনে মাজাহ ২০৫৫)

সাওবান (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلْمُخْتَلِعَاتُ؛ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

অর্থাৎ, (কোন মারাত্মক সমস্যা ব্যতীত) কোন কিছুর বিনিময়ে তালাক গ্রহণকারিণী মহিলারা মুনাফিক। (তিরমিযী ১১৮৬)

তবে কোন মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হলে কোন কিছুর বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করা যেতে পারে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা হাবীবা বিনতে সাহলকে তার স্বামী সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস মেরে তার একটি হাড় ভেঙ্গে ফেলে। ভোর বেলা রাসূলে করীম ﷺ-কে এ ব্যপারে জানানো হলে তিনি সাবিতকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর বললেন, তুমি তার (তার স্ত্রী) কাছ থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত (রা) বললেন : এমনকি চলে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, হ্যাঁ, চলে। এখন সাবিত বললেন, আমি তাকে দু'টি খেজুরের বাগান দিয়েছি। এখনো তা তারই দখলে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, বাগান দু'টি নিয়ে তাকে পরিত্যাগ কর। অতঃপর সাবিত তাই করলেন।

(আবু দাউদ ২২২৮)

www.pathagar.com

১০২

স্ত্রীকে মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা

যিহার তথা নিজ স্ত্রীকে আপন মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ، اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا اللَّائِيْ وَلَدْنَهُمْ، وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا، وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে যিহার তথা তাকে তার মায়ের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে উপমা দেয় বা তুলনা করে তারা যেন জেনে রাখে যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে গর্ভধারণ করেছে। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা ও নিকৃষ্ট কথা বলে। আর আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই পাপ মার্জনাকারী অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (সূরা মুজদালাহ : আয়াত-২)

উক্ত আয়াতে যিহারকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ। সুতরাং যিহার করাও কবীরা গুনাহ্।

১০৩

সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ব্যতীত প্রবেশ করা

সাধারণ শৌচাগারে নিম্নবসন ব্যতীত কারোর প্রবেশ করা অথবা নিজ স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেয়াও হারাম। কারণ, এ জাতীয় শৌচাগারে পর্দা রক্ষা করা অসম্ভবই বটে। রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهِ الْخَمْرُ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন নিম্নবসন ব্যতীত সাধারণ শৌচাগারে প্রবেশ না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন এমন খাবার টেবিলে না বসে যেখানে মদ বা মাদকদ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

(তিরমিযী ২৮০১ আল্‌বানী/ আ'দাবুয্ যিফাফ : ১৩৯)

রাসূলে করীম ﷺ আরো বলেন–

اَلْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلٰى نِسَاءِ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ সাধারণ শৌচাগার আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হারাম।

(সাহীহুল-জা'মি, হাদীস ৩১৯২)

১০৪

কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ (মুতা) করা

মুত'আ বিবাহ তথা কোন কিছুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ.

অর্থাৎ আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

(সূরা মা'আরিজ : আয়াত-২৯-৩১)

উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী যে মহিলার সাথে মুত'আ করা হচ্ছে সে প্রথমত: সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়মিত স্ত্রী নয়। কারণ, এ জাতীয় মহিলা বিধিসম্মতভাবে তার পক্ষ থেকে কোন মিরাসের অধিকারী হয়, চুক্তি শেষে তাকে তালাকও প্রদান করতে হয় না এবং তাকে ইদ্দতও পালন করতে হয় না। এমনকি সে তার

www.pathagar.com

অধিকারর্ভুক্ত দাসীও নয়। কাজেই তার সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করা সীমালংঘরেই নামান্তর। সাব্‌রাহ্ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

يَـٰٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ مِنْهُنَّ شَيْئٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهٗ، وَلَا تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে ইতোপূর্বে মহিলাদের সাথে মুত'আ করতে অনুমতি দিয়েছিলাম; অথচ আল্লাহ তা'আলা এখন তা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারোর কাছে এ জাতীয় কোন মহিলা থেকে থাকলে সে যেন তাকে নিজ ইচ্ছায় ত্যাগ করে। আর তোমরা যা তাদেরকে মোহর হিসেবে দিয়েছ তা থেকে একটুকুও ফেরত নিবে না।
(মুসলিম ১৪০৬)

উক্ত বিবাহ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরাম যখন নিজ স্ত্রীদের থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন তখন তাঁদেরই নিতান্ত প্রয়োজনে প্রচলন ছিল। যা মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেন এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত এ দীর্ঘকালে যে কোন সময় আর যতোই প্রয়োজন হোক না কেন তা আর চালু করা যাবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : اَلَا نَسْتَخْصِىْ، فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ اِلٰى اَجَلٍ.

অর্থাৎ আমরা রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলাম। তখন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ ছিল না। তাই আমরা রাসূলে করীম ﷺ-কে বললাম, আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তখন রাসূলে করীম ﷺ আমাদেরকে তা করতে বারণ করেন। বরং তিনি শুধুমাত্র একটি কাপড়ের বিনিময়ে হলেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ তথা মুত'আ করা আমাদের জন্য বৈধ করে দিলেন। (মুসলিম ১৪০৪)

www.pathagar.com

খাইবারের যুদ্ধ পর্যন্ত সাধারণভাবে এ নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর তা উক্ত যুদ্ধেই সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

অর্থাৎ রাসূলে করীম ﷺ খাইবারের যুদ্ধে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া এবং মহিলাদের সাথে মুত'আ করা নিষেধ করে দিয়েছেন। (মুসলিম ১৪০৭)

মক্কা বিজয়ের সময় তা আবার কিছু দিনের জন্য চালু করা হয়। অতঃপর তা আবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। সাবরাহ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ. ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتّٰى نَهَانَا عَنْهَا.

অর্থাৎ রাসূলে করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করে আমাদেরকে মুত'আ করতে নির্দেশ দেন। অতঃপর মক্কা থেকে বের হতে না হতেই তা আবার বারণ করে দেন। (মুসলিম ১৪০৬)

সাবরাহ আল-জুহানী (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলে করীম ﷺ এর সাথে মক্কায় পনেরো দিন অবস্থান করেছিলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ আমাদেরকে মুত'আ করতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়েই আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই মুত'আ করতে রওয়ানা হলাম। আমি ছিলাম তার চেয়ে একটু বেশি জোয়ান, ফর্সা ও সুন্দর দেহের অধিকারী। আর সে ছিল একটু কালো বর্ণের। আমাদের উভয়ের সাথে ছিল দু'টি চাদর। তবে আমার চাদরটি ছিল পুরাতন। আর তার চাদরটি ছিলো খুবই সুন্দর এবং নতুন। আমরা মক্কার উঁচু-নিচু ঘুরতে ঘুরতে বনূ আমির বংশের এক সুন্দরী মহিলা পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে বললাম : আমাদের কেউ কি তোমার সাথে মুত্'আ করতে পারবে? সে বলল : তোমরা আমাকে এর বিনিময়ে কি প্রদান করবে? তখন আমরা উভয়ে তাকে নিজ নিজ চাদর দেখালাম।

আমার সাথীর চাদর দেখে সে আকৃষ্ট হয়। তবে তাকে দেখে নয়। আবার আমাকে দেখে সে আকৃষ্ট হয়। তবে আমার চাদর দেখে নয়। আমার সাথী বলল : এর চাদরটি পুরাতন। আর আমার চাদরটি নতুন। তখন সে বলল : এর চাদরে কোন সমস্যা নেই। কথাটি সে দু' বার অথবা তিন বার বলল। অতঃপর আমি

www.pathagar.com

তার সাথে তিন দিন মুত'আ করি। ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ বললেন : যার কাছে মুত'আর মহিলা রয়েছে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়। (মুসলিম ১৪০৬)

সকল সাহাবায়ে কিরাম মুত'আ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলেন। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তা হালাল হওয়ার অভিমত পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে উক্ত মত পরিহার করেছেন। সুতরাং তা সাহাবাদের সর্বসম্মতিক্রমে হারামই প্রমাণিত হলো। নিম্নে সাহাবাগণের কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত হলো : আলী (রা.) বলেন : রমযানের রোযা অন্যান্য বাধ্যতামূলক রোযাকে রহিত করে দিয়েছে যেমনিভাবে তালাক, ইদ্দত ও মিরাস মুত'আ বিবাহকে রহিত করে দিয়েছে। (মুসান্নাফি আব্দির রায্যাক্ব ৭/৫০৫)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-কে উক্ত মুত্'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও বলেন : তা ব্যভিচার। (মুসন্নাফি ইব্নি আবী শাইবাহ্ ৩/৫৪৬)

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মুত'আ বিবাহ সম্পূর্ণভাবে হারাম। এর প্রমাণ সূরা মা'আরিজের উনত্রিশ থেকে একত্রিশ নম্বর আয়াত। (বায়হাক্বী ৭/২০৬)

জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তা হুবহু ব্যভিচার। (এতে কোন সন্দেহ নেই। (বায়হাকী ৭/২০৭)

ইমাম নববী (রা) বলেন : আল্লামাহ মাযিরী (রা) বলেন : মুত'আ বিবাহ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে বৈধ ছিল। যা পরবর্তী যুগে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা রহিত করা হয় এবং এর হারামের উপর সকল গ্রহণযোগ্য আলিম একমত।

আল্লামা ক্বাযী ইয়ায (রা.) বলেন : শুধু রাফিযী ব্যতীত সকল আলিম তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং সবাই এ ব্যাপারেও একমত যে, এখনো কোন ব্যক্তি তা সম্পাদন করলে সাথে সাথেই তা বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে উক্ত মহিলার সাথে সঙ্গম করুক বা নাই করুক।

(মুসলিম/ ইমাম নাওয়ায়ীর ব্যাখ্যা ৯-১০/১৮৯)

শিয়া সম্প্রদায় এখনো উক্ত মুত'আ বিবাহকে বৈধ মনে করে। যা কুরআন-সুন্নাহ'র সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন বর্ণনা মতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস্ (রা) ও তাঁর কিছু ভক্তরা উক্ত বিবাহ বৈধ বললে বা করলে তা জায়িয হয়ে যাবে না। কারণ, কুরআন-সুন্নাহ্'র সামনে কোন সাহাবার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু অন্যান্য সকল সাহবা তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত এবং তিনিও পরিশেষে উক্ত মত থেকে ফিরে এসেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলতঃ আজো যারা উক্ত অগ্রহণযোগ্য মতকে আঁকড়ে ধরে আছে তারা নিশ্চয়ই নিজ কুপ্রবৃত্তির অদৃশ্য পূজারী নতুবা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হওয়ার পরও একটি বিচ্ছিন্ন মতকে আঁকড়ে ধরার আর অন্য কোন মানে হয় না।

www.pathagar.com

১০৫

রমযান বা কুরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা

রমযান বা কুরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম। আবু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমি উমর (রা)-এর সাথে ঈদের সালাত আদায় করার জন্য হাজির হলাম। তিনি সালাত শেষে খুতবায় দাঁড়িয়ে বললেন–

إِنَّ هٰذَيْنِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْأٰخَرُ : يَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

অর্থাৎ এ দু'দিন রাসূলে করীম ﷺ রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন। এক দিন হচ্ছে যে দিন তোমরা রমাযানের রোযা শেষ করবে। আরেক দিন হচ্ছে যে দিন তোমরা কুরবানীর গোশত খাবে। (মুসলিম ১১৩৭)

আবু হুরায়রা, আবু সা'ঈদ ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

অর্থাৎ রাসূল করীম ﷺ দু'দিন রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন : কুরবানীর ঈদের দিন ও রমযানের ঈদের দিন। (মুসলিম ৮২৭, ১১৩৮, ১১৪০)

১০৬

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি প্রথা থাকবে। তারা তা কখনো পরিত্যাগ করে না। বংশ নিয়ে গৌরব, অন্যের বংশে আঘাত করা, কোন কোন নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস এবং বিলাপ করা।

(মুসলিম ৯৩৪ হাকিম : ত্বাবারানি/ কাবীর, হাদীস ৩৪২৬ বায়হাক্বী : ৪/৬৩; বাগাওয়ী ১৫৩৩)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

অর্থাৎ নিজেদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্বকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। কারণ, তারা তো মূলতঃ জাহান্নামের কয়লা। অন্যথায় তারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মলকীটের চেয়েও অধিক মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। আর মলকীটের কাজই তো শুধু নাক দিয়ে মলখণ্ড ঠেলে নেয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জাহিলী যুগের হঠকারিতা তথা নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্ব করা থেকে পবিত্র করেছেন। মূলতঃ মানুষ তো শুধুমাত্র দু'প্রকার : মুত্তাকী ঈমানদার অথবা দুর্ভাগা ফাসিক। সকল মানুষই তো আদম সন্তান। আর আদম (আ)-কে তো মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব এতে একের উপর অন্যের গর্বের কীই বা রয়েছে? (তিরমিযী ৩৯৫৫)

www.pathagar.com

অর্থাৎ তোমরা কবরের উপর বস না এবং এর দিকে ফিরে সালাতও পড় না।

(মুসলিম ৯৭২; আবূ দাউদ ৩২২৯ ইবনে খুযাইমাহ্, হাদীস ৭৯৩)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ.

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ কবরস্থানে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

(ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৪৫; আবূ ইয়া'লা ২৮৮৮ বায্যার/ কাশ্ফুল আস্তার, হাদীস ৪৪১, ৪৪২)

১০৮

পরিপক্ক হওয়ার আগে কোন ফল বা শস্য বিক্রি করা

শক্ত বা পরিপক্ক হওয়ার আগে কোন ফল-শস্য বিক্রি করা হারাম। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : حَتّٰى يَطِيْبَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تُطْعِمَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : حَتّٰى تُشْقِهَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : حَتّٰى تُشْقِحَ وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ.

অর্থাৎ রাসূল করীম ﷺ নিষেধ করেছেন কোন ফল বা শস্য বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, পাকে তথা লাল বা হলদে রং ধারণ করে কিংবা তা নষ্ট হওয়ার আশাঙ্কামুক্ত হয়। (মুসলিম ১৫৩৬ সা'হীহুল-জা'মি হাদীস ৬৯২৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيْ.

অর্থাৎ রাসূলে করীম ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা লাল বা হলদে রং ধারণ করে এবং শস্য বিক্রি করতে যতক্ষণ না তা সাদা রং ধারণ করে ও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হয়। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে তা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ১৫৩৫)

www.pathagar.com

১০৯

বিশেষ কয়েকটি হারাম উপার্জন

কুকুরের বিক্রিমূল্য

কুকুর বিক্রি করা ও তার অর্থ দ্বারা মুনাফা অর্জন করা সম্পূর্ণ হারাম। যা রাসূল ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত-

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

অর্থাৎ রাসূলে করীম ﷺ নিষেধ করেছেন কুকুরের বিক্রিমূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ অর্থ এবং গণকের গণনালব্ধ অর্থ গ্রহণ করতে। (মুসলিম ১৫৬৭)

ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ

ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ অর্থ এটাও সম্পূর্ণভাবে হারাম যা উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

গণকের গণনালব্ধ অর্থা

অনুরূপভাবে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা গণকের গণনালব্ধ উপার্জন সম্পূর্ণভাবে হারাম প্রমাণিত।

শিঙ্গা লাগানো

রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ.

অর্থাৎ কুকুরের বিক্রিলব্ধ সমাপ্তি, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারলব্ধ পয়সা এবং কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত অর্থ নিকৃষ্ট। (মুসলিম ১৫৬৮)

তবে পরবর্তীতে কারোর শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের করে উপার্জিত অর্থগুলো হালাল করে দেয়া হয়। রাসূলে করীম ﷺ একদা জনৈক দূষিত রক্ত বেরকারী গোলামকে তাঁর দূষিত রক্ত বের করার কাজ শেষে উক্ত কর্মের পয়সাগুলো দিয়ে দেন এবং তার জন্য টেক্স কমানোর সুপারিশ পেশ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِيْ بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

অর্থাৎ কোন একদিন বানী বায়াযা গোত্রের জনৈক গোলাম নবী করীম ﷺ-এর দূষিত রক্ত বের করে দিলে তিনি তাকে তার প্রাপ্য মুজরি দিয়ে দেন এবং তার মালিকের সাথে কথা বলে তার টেক্স কমানোর সুপারিশ করেন। যদি দূষিত রক্ত বেরকারীর উক্ত অর্থগুলো হারাম হতো তা হলে নবী করীম ﷺ তাকে তা দিতেন না। (মুসলিম ১২০২)

১১০

দানকৃত বস্তু ফেরত নেয়া

কাউকে কিছু স্বেচ্ছায় দান করে তা আবার ফেরত নেয়া হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُّعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ.

অর্থাৎ কারোর জন্য হালাল হবে না যে, সে কোন কিছু সেচ্ছায় দান করে তা আবার ফেরত নিবে। তবে পিতা কোন কিছু নিজ সন্তানকে দিয়ে তা আবার ফেরত নিতে পারে। যে ব্যক্তি কোন কিছু নিজের ইচ্ছায় দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত সে কুকুরের মতো যে পেট ভরে খেয়ে বমি করে দেয়। অতঃপর সে বমিগুলো আবার নিজে ভক্ষণ করে।

(আবু দাউদ ৩৫৩৯; নাসায়ী ৩৬৯২; ইব্‌নে মাজা ২৪৫৭, ২৪১৩, ২৪১৪, ২৪১৫)

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ.

অর্থাৎ আমাদের জন্য নিকৃষ্ট কোন উদাহরণ নেই, যেহেতু আমরা মু'মিন। যে ব্যক্তি কোন কিছু স্বেচ্ছায় দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার তুলনা সেই কুকুরের মতো যে বমি করে তা আবার নিজে ভক্ষণ করে।

(তিরমিযী ১২৯৮, নাসায়ী ৩৭০১)

কেউ কারোর কাছ থেকে নিজ দান ফেরত নিতে চাইলে সে হুবহু তাই ফেরত নিবে যা সে দান করেছে। এর চেয়ে একটুকুও সে আর বেশি নিতে পারবে না। যদিও তা তার দানেরই ফলাফল হোক না কেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَثَلُ الَّذِيْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ. فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু স্বেচ্ছায় দান করে তা আবার ফেরত নেয় তার উদাহরণ সে কুকুরের মতো যে বমি করে তা আবার নিজে ভক্ষণ করে। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু দান করে সে আবার তা ফেরত নেয় তাহলে তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে সে যা ফেরত নিয়েছে তা যেন তাকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে তাই দেয়া হয় যা সে দান করেছে।

(আবূ দাউদ ৩৫৪০)

www.pathagar.com

১১১

স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলার নফল রোযা রাখা অথবা তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হারাম। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِيْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ، وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَدِّى اِلَيْهِ شَطْرُهُ.

অর্থাৎ, কোন মহিলার জন্য বৈধ হবে না তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখা এবং তার অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া। কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার কোন সম্পদ ব্যয় করলে তার অর্ধেক তাকে ফেরত দিতে হবে। (বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬)

১১২

কাফিরদের সাথে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা

কাফিরদের সাথে যে কোনভাবে মিল ও সাদৃশ্য বজায় রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও কবীরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ، وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ .

অর্থাৎ মু'মিনদের কি এখনো আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নাযিলকৃত অহীর সত্য বাণী শুনে অন্তর বিগলিত হওয়ার সময় উপনীত হয়নি? উপরন্তু তারা যেন পূর্বেকার আহ্‌লে কিতাবদের মতো না হয় বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। মূলতঃ তাদের অধিকাংশই তো ফাসিক।
(হাদীদ : ১৬)

www.pathagar.com

উক্ত আয়াতে যদিও তাদের মতো অন্তরকে কঠিন বানাতে নিষেধ করা হয়েছে যা একমাত্র পাপেরই কুফল তবুও যে কোনভাবে তাদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। যা বিপুল সংখ্যক হাদীস ভাণ্ডার দ্বারা প্রমাণিত। যার কিয়দংশ বিষয়ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হলো :

সালাত সংক্রান্ত

শাদ্দাদ ইবনে আউস্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ.

অর্থাৎ, ইহুদিদের বিপরীত কর। (সুতরাং জুতো পরে সালাত পড়।) কারণ, ইহুদিরা জুতো ও মোজা পরে সালাত পড়ে না। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৫২)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا كَانَ لِاَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا، فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلْ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ.

অর্থাৎ, কারোর দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন উভয়টি পরেই সালাত পড়ে। আর যদি কারোর একটি মাত্র কাপড় থাকে তা হলে সে যেন কাপড়টিকে নিম্ন বসন হিসেবেই পরিধান করে। ইহুদিদের মতো সে যেন কাপড়টিকে পুরো শরীর পেঁচিয়ে না পরে। (আবূ দাউদ: হাদীস নং ৬৩৫)

রোযা সংক্রান্ত

বশীর খাসাসিয়াহ (রা)-এর স্ত্রী লাইলা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি দু'দিন লাগাতার রোযা রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্বামী বশীর তা আমাকে করতে দেয়নি; বরং তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন–

اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ النَّصَارٰى، صُوْمُوْا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ، وَاَتِمُّوا الصَّوْمَ كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهُ، وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ، فَاِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَاَفْطِرُوْا.

অর্থাৎ, এমন কাজ তো খ্রিস্টানরাই অহরহ করে থাকে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী রোযা রাখবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই তা সম্পূর্ণ করবে। সুতরাং রাত আসলেই তোমরা ইফতার কারে রাত পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।

হজ্জ সংক্রান্ত

আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা উমর (রা) মুয্দালিফায় ফজরের সালাত শেষে দাঁড়িয়ে বললেন–

إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لَا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتّٰى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلٰى ثَبِيْرَ، وَيَقُوْلُوْنَ : اَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْفَ نُغِيْرُ فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

অর্থাৎ, মুশরিকরা মুযদালিফা থেকে রওয়ানা করত না যতক্ষণ না সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্য উদিত হতো। তারা বলত: ঐটি সাবীর পাহাড়? তুমি সকালে উপনীত হও যাতে আমরা রওয়ানা করতে পারি। তখন রাসূল করীম ﷺ তাদের বিরোধিতা করেই সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা করেন। (বুখারী ১৬৮৪, ৩৮৩৮)

কবর সংক্রান্ত

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِاَهْلِ الْكِتَابِ.

অর্থাৎ, লাহ্দ তথা এক সাইড ঢালু করা কবর আমাদের জন্য আর (মধ্যভাগ গর্ত করা কবর আহলে কিতাবদের জন্য। (আহ্মদ ৪/৩৬৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

অর্থাৎ, লাহ্দ তথা এক সাইড ঢালু করা কবর আমাদের জন্য আর মধ্যভাগ গর্ত করা কবর অন্যদের জন্য। (আবূ দাউদ হাদীস, ৩২০৮; তিরমিযী ১০৪৫)

www.pathagar.com

জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন–

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

অর্থাৎ, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুযুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি। (মুসলিম হাদীস নং ৫৩২)

পোশাক ও সাজ-সজ্জা সংক্রান্ত

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تَشْرَبُوْا فِيْ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيْرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, তোমরা সোনা ও রূপার পেয়ালায় কোন কিছু পান কর না এবং মোটা ও পাতলা সিল্কের কাপড় পরিধান কর না। কারণ, তা তো ইহকালে কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে কিয়ামতের দিনে। (মুসলিম হাদীস-২০৬৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا، قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ : بَلْ أَحْرِقْهُمَا.

অর্থাৎ, রাসূলে করীম ﷺ আমার গায়ে দু'টি উসফুর নামের উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত লাল-হলুদ রঙ্গে রঙানো কাপড় দেখে বললেন, এগুলো কাফিরদের পোশাক। অতএব তুমি তা পরিধান করো না। আমি বললাম : আমি কি কাপড় দ্'টি ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন, না, বরং কাপড় দু'টি পুড়ে ফেলবে।

(মুসলিম হাদীস নং ২০৭৭)

আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَا يَصْبُغُوْنَ، فَخَالِفُوْهُمْ.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (মাথার চুল বা দাঁড়ি) কালার করে না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত করবে তথা কালার করবে। (আবু দাউদ হাদীস-৪২০৩)

অভ্যাস ও আচরণ সংক্রান্ত

আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَ بِالنَّصَارَى؛ فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى بِالْاَشَارَةِ بِالْاَكُفِّ.

অর্থাৎ, সে কখনো আমার উম্মত হতে পারে না যে অমুসলিমদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য রেখে চলে। তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখ না। কারণ, ইহুদিরা সালাম দেয় আঙ্গুলের ইশারায়। আর খ্রিস্টানরা সালাম দেয় হাতের ইশারায়। (তিরমিযী হাদীস নং ২৬৯৫)

এ ছাড়াও যে কোনভাবে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে যে কোনভাবে সাদৃশ্য বজায় রাখল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ হাদীস নং ৪০৩১)

১১৩

কারোর বিক্রি ও বিবাহ্ প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেয়া

কারোর বিক্রির উপর অন্যের বিক্রি অথবা কারোর বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ اِلاَّ اَنْ يَاْذَنَ لَهُ .

www.pathagar.com

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করবে না এবং কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দিবে না যতক্ষণ না তাকে পূর্ব ব্যক্তি উক্ত কাজের অনুমতি দেয়। (মুসলিম ১৪১২)

اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ.

অর্থাৎ এক মু'মিন তো আরেক মু'মিনেরই ভাই। অতএব কোন মু'মিনের জন্য হালাল হবে না তার অন্য কোন মু'মিন ব্যক্তির বিক্রির উপর দ্বিতীয় বিক্রি করা এবং তার জন্য অন্য কোন মু'মিন ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় প্রস্তাব দেয়া যতক্ষণ না সে উক্ত বিক্রি বা বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। (মুসলিম ১৪১৪)

১১৪

হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা

হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করাও হারাম। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ সৃষ্টি করেছেন এবং তার সাথে চিকিৎসাও। কাজেই রোগ হলে তোমরা তার চিকিৎসা কর। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা কর না। (সহীহুল- জা'মি, হাদীস ১৬৩৩)

আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে এ উম্মতের জন্য কোন চিকিৎসাই রাখেননি। উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ كُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা রাখেননি। (বাইহাক্বী, হাদীস ১৯৪৬৩, ইব্‌নে হিব্বান খণ্ড ৪; হাদীস ১৩৯১)

www.pathagar.com

১১৫

কোন গুনাহের কাজে মান্নত করে তা পূর্ণ করা

কোন গুনাহের কাজে মান্নত করেও তা পূর্ণ করা হারাম। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য (ইবাদত) করবে বলে মান্নত করেছে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে তথা মান্নত আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা তথা গুনাহের কাজ করবে বলে মান্নত করেছে সে যেন তাঁর অবাধ্য না হয় তথা মানত পূর্ণ না করে।

(আবূ দাউদ ৩২৮৯, তিরমিযী ১৫২৬; ইব্নে মাজাহ্ ২১৫৬)

আয়েশা (রা) আরো বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ؛ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

অর্থাৎ কোন গুনাহের ব্যাপারে মান্নত করা যাবে না। তবে কেউ অজ্ঞতাবশত: এ জাতীয় মান্নত করে ফেললে এর জন্য কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারা হিসেবে দিতে হবে। (আবূ দাউদ ৩২৯০; তিরমিযী ১৫২৪, ১৫২৫; ইবনে মাজাহ্ ২১৫৫)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اَلنَّذْرُ نَذْرَانِ : فَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيْهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

অর্থাৎ মান্নত দু'প্রকার। তার মধ্যে যা হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য তার কাফফারা হবে শুধু তা পূর্ণ করা। আর যা হবে শয়তানের জন্য তথা শরীয়ত বিরোধী তা কখনোই আদায় করতে হবে না। তবে সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। (ইবনে জারূদ, হাদীস ৯৩৫ বায়হাক্বী ১০/৭২)

সুতরাং কেউ যদি তার কোন আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে বলে মান্নত করে কিংবা কোন অপরিহার্য কাজ ছেড়ে দিবে বলে মান্নত করে অথবা কোন হারাম কাজ করবে বলে মান্নত করে তাহলে সে এ জাতীয় মান্নত পূর্ণ করবে না। বরং সে কসমের কাফ্ফারা তথা দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে অথবা তাদেরকে কাপড় কিনে দিবে। আর তা অসম্ভব হলে তিনটি রোযা রাখবে।

www.pathagar.com

১১৬

একে অপরের সতর দেখা

কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর দেখা এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা হারাম। আর কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সতর দেখা তো অবশ্যই হারাম এ ব্যাপারে আর বলার অপেক্ষাই রাখে না। সতর বলতে শরীয়তের দৃষ্টিতে মানব শরীরের যে অঙ্গ দেখা অন্যের জন্য হারাম তাকেই বুঝানো হয়।

বিশুদ্ধ অভিমতে কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন পুরুষের সতর তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর হাত, পা, ঘাড় ও মাথা ছাড়া তার বাকি অংশটুকু তথা গলা বা ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন বেগানা মহিলার পুরো শরীরটিই সতর। তবে কোন পুরুষের জন্য তার কোন মাহ্‌রাম (যাকে চিরতরে বিবাহ্ করা তার জন্য হারাম) মহিলার সতর ততটুকুই যতটুকু কোন মহিলার জন্য অন্য কোন মহিলার সতর। আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

অর্থাৎ কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সতরের দিকে কোনভাবে তাকাবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সতরের দিকে একেবারেই তাকাবে না। তেমনিভাবে কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে অবস্থান করবে না। (মুসলিম ৩৩৮)

www.pathagar.com

১১৭

মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের কাছে বিবাহ বসতে বাধ্য করা

স্বামীর মৃত্যুর পর কোন মহিলাকে তার মৃত স্বামীর কোন আত্মীয়ের কাছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে বাধ্য করা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তোমরা তাদেরকে প্রতিরোধ করো না। (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন– জাহিলী যুগে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার ওয়ারিশরা তার স্ত্রীর মালিক হয়ে যেত। তখন বিবাহের ক্ষেত্রে মহিলার নিজের উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকত না। ওয়ারিশ্দের কেউ চাইলে তাকে নিজেই বিবাহ্ করে নিত অথবা তাদের খেয়ালখুশি মতো কারোর নিকট উক্ত মহিলাকে বিবাহ দিয়ে দিত। নয়তো বা তাকে এভাবেই রেখে দিত। কারোর কাছে তাকে বিবাহ্ও দিত না। তখন উক্ত আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। (আবূ দাউদ ২০৮৯)

মাতা-পিতার অবাধ্যতার স্বরূপ

মাতা-পিতার অবাধ্যতা দু' ধরনের : হারাম ও মাকরূহ।

ক. হারাম অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত যেমন– মাতা-পিতা সন্তানের উপর কোন ব্যাপারে কসম খেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত কসমটি রক্ষা করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট প্রয়োজনীয় কিছু চেয়েছেন। অথচ সে তাদের উক্ত চাহিদা পূরণ করেনি।

মাতা-পিতা সন্তানের নিকট কোন কিছু আশা করেছেন। অথচ সে তাদের উক্ত আশা ভঙ্গ করেছে।

মাতা-পিতা সন্তানকে কোন কাজের আদেশ করেছেন। অথচ সে তাদের আদেশটি মান্য করেনি।

মাতা-পিতাকে মেরে, গালি দিয়ে বা কারোর নিকট তাদের গীবত বা দোষ চর্চা করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া সর্বোচ্চ নাফরমানি। তবে গুনাহর কাজে তাদের কোন আনুগত্য করা যাবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বস্তু বা ব্যক্তিকে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই তথা কুরআন ও হাদীসের কোন সাপোর্ট নেই তাহলে তুমি এ ব্যাপারে তাদের কোন আনুগত্য করবে না। তবে তুমি এতদ্‌সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এবং সর্বদা আমি (আল্লাহ্) অভিমুখী মানুষের পথ অনুসরণ করবে। কারণ, পরিশেষে তোমাদের সকলকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই অবগত করব।

(সূরা লুকমান : আয়াত নং ১৫)

খ. মাকরূহ অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত। যেমন– আপনার পিতা খাবার শেষ করেছেন। এখন তিনি হাত ধুতে চাচ্ছেন এবং তিনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাতও ধুয়েছেন। আপনি শুধু তা দেখেই আছেন। কিছুই করেননি। এতে আপনি পিতার অবাধ্য হননি। তবে কাজটি আরো ভালো হতো যদি আপনি আপনার কাজের ছেলেকে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতে বলতেন।

কাজটি খুবই ভালো হতো যদি আপনি স্বয়ং উঠে গিয়ে হাত ধোয়ার পানিটুকু আপনার পিতাকে এগিয়ে দিতেন। তবে আপনার পিতা যদি দাঁড়াতে না পারেন দাঁড়াতে কষ্ট হয় অথবা আপনার পিতা স্বয়ং আপনাকেই পানি উপস্থিত করতে আদেশ করলেন এবং আপনি আদেশটি পালন করলেন না। তখন কিন্তু আপনি আপনার পিতার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন।

অবাধ্যতার আরো কিছু দৃষ্টান্ত

১. মাতা-পিতার নিকট আপনি কখনো বসছেন না। তাদের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন না। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করছেন না এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু জানতেও চাচ্ছেন না।

২. তারা আপনার যে যে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারেন সে ব্যাপারে আপনি তাদের নিকট কোন পরামর্শও চাচ্ছেন না। কারণ, কিছু কিছু ব্যাপারে তো এমনো থাকতে পারে যে তারা সে ব্যাপারে আপনাকে কোন পরামর্শ

দেয়ারই যোগ্যতা রাখেন না। তখনো কিন্তু আপনি সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদের মতামত চাইতে পারেন। তখন অবশ্যই তারা এ পরামর্শ সমর্থন করবেন এবং আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

৩. কোথাও যাওয়ার সময় আপনি তাদের অনুমতি চাচ্ছেন না অথবা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আপনি তাদেরকে জানিয়ে বেরুচ্ছেন না।

৪. সহজভাবে তাদের যে কোন খিদমত আঞ্জাম দেয়া আপনার কোন সদিচ্ছাই নেই। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিকট অপারগতা প্রকাশ করতে আপনি খুবই তৎপর। আপনি কখনো এ কথা জানতে চাচ্ছেন না যে, তারা আমার এ অপারগতার কথা বিশ্বাস করছেন কি? নাকি আপনার অপারগতার কথা তারা প্রত্যাখানই করছেন। নাকি তারা শুধু আপনার কথা শুনেই চুপ থাকলেন। আপনার উপর অসন্তুষ্টির কারণে পরস্পর কিছু বলছেন না। কারণ, আপনি মনে করছেন, তারা আমার অপারগতার কথা শুনেই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথচ ব্যাপারটি অন্য রকমও হতে পারে।

৫. আপনার প্রয়োজনকেই আপনার মাতা-পিতা প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিলেন। যেমন : আপনার তারা কোন কাজের আদেশ করলেন। উত্তরে আপনি বললেন, তারা আমার অপারগতার কথা শুনেই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন । অথচ ব্যাপারটি অন্য রকমও হতে পারে।

৬. আপনার প্রয়োজনকেই আপনার মাতা-পিতার প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিলেন। যেমন : আপনাকে তারা কোন কাজের আদেশ করলেন। উত্তরে আপনি বললেন, এখন আমার একটুও সময় নেই। সময় পেলেই তা করে ফেলবে।

৭. নিজকে আপনার মাতা-পিতার চাইতেও বড় মনে করলেন। তা সাধারণত হয়ে থাকে যখন আপনি সামাজিক কোন সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন অথবা মাতা-পিতা অপেক্ষা আপনি বেশি নেককার। যেমন : আপনি সালাত পড়ছেন অথচ আপনার মাতা-পিতা সালাত পড়ছেন না। তখনই আপনার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবাধ্যতা পাওয়া যাওয়া খুবই সহজ।

৮. মাতা-পিতার মধ্যে কোন অপরাধ অবলোকন করে আপনি তাদের অবাধ্য হলেন। যেমন : আপনার মাতা-পিতা খুব কঠিন মেজাজের, অত্যন্ত কৃপণ, গোঁয়ার বা একগুঁয়ে। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, শিরকের আর বড় অপরাধ দুনিয়াতে নেই। যখন আপনার মাতা-পিতার সাথে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দুনিয়াতে ভালো ব্যবহার করতে

আদেশ করেছেন তখন এ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধের কারণে তাদের অবাধ্য হওয়া মারাত্মক অপরাধই বটে।

৯. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে আপনি তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে তর্ক ধরলেন। যেমনিভাবে আপনি তর্ক ধরে থাকেন আপনার সাথী-সঙ্গীদের সাথে। কারণ, আপনি তাদের সঙ্গে কোন দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে আদিষ্ট নন। বরং আপনি সর্বদা তাদের সঙ্গে নম্রতা দেখাতে একান্তভাবে বাধ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَ هُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

অর্থাৎ, আপনার প্রভু এ বলে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে বিরক্তিসূচক কোন শব্দ বলবে না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনাও করবে না। এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। দয়াপরবশ হয়ে তাদের প্রতি সর্বদা বিনয়ী থাকবে এবং সর্বদা তাদের জন্য এ দোআ করবে যে, হে আমার প্রভু! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন যেমনিভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতি অশেষ দয়া করে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(সূরা ইসরা/বানী ইসরাঈল-২৩-২৪)

তবে তারা আপনাকে কোন গুনাহের আদেশ করলে আপনি তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের বাণী শুনিয়ে সে আদেশ থেকে বিরত রাখবেন।

১০. মাতা-পিতার পারস্পরিক ঝগড়া দেখে আপনি তাদের যে কারোর পক্ষ নিয়ে অন্যজনকে কোন অপবাদ, কটু কথা বা বিরক্তিসূচক শব্দ বললেন। এমনকি তার অবাধ্য হলেন। যেমন : আপনি আপনার মাতা-পিতার মধ্যে কোন ঝগড়া হতে দেখলেন এবং আপনি বুঝতেও পারলেন যে, আপনার পিতা এ ব্যাপারে সত্যিকারই দোষী। সুতরাং আপনি এ পরিবেশে আপনার পিতাকে কোন গাল-মন্দ করতে পারেন না এবং তার সাথে কোন কঠোরতাও দেখাতে পারেন না। যাতে আপনি তার অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন। এবং আপনার কাজ হবে, সূক্ষ্মভাবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। তবে

www.pathagar.com

খেয়াল রাখবেন, মীমাংসা করতে গিয়ে আপনার পিতাকে আপনি কোন বিশ্রী শব্দ বলবেন না। যাতে তিনি আপনাকে আপনার মায়ের পক্ষপাতী বলে মনে না করেন। বরং আপনি আপনার পিতার প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপরও আপনার পিতা হঠকারিতা দেখালে আপনি তাকে কটু বাক্য শুনাতে পারেন না এবং তার প্রতি কঠোরও হতে পারেন না।

১১. আপনি বিবাহ করার পর আপনার মাতা-পিতা থেকে ভিন্ন হয়ে গেলেন। আপনি মনে করছেন, আমার মাতা-পিতার সঙ্গে আপনার মানসিকতার কোন মিল নেই। সুতরাং দূরে থাকাই ভালো অথবা আপনার স্ত্রী আপনাকে ভিন্ন হতে বাধ্য করেছে অথবা আপনি আপনার পরিবারের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চান অথবা আপনি মনে করেছেন, ঘরে এমন লোক রয়েছে যারা তাদের খিদমতের জন্য যথেষ্ট অথবা আপনি একাকী ভালো খেতে ও ভালো পরতে চান। কারণ, আপনার এমন সঙ্গতি নেই যে, আপনি আপনার মাতা-পিতাকে নিয়ে ভালো খাবেন ও ভালো পরবেন।

আপনার ধারণাগুলো সঠিক কিনা সে বিষয়ে আলোচনা না করে আমি উক্ত ব্যাপারে আপনাকে একটি মৌলিক ধারণা দিতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে আপনাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে :

ক. তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে তাদের অনুমতি চাইতে হবে। তারা আপনাকে ভিন্ন হওয়ার মৌখিক অনুমতি দিলেও আপনাকে এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা অনুমতিটুকু সুস্পষ্ট ভাষায় ও সন্তুষ্টি চিত্তে দিচ্ছেন না? নাকি এমনিতেই দিচ্ছেন।

খ. তাদের খিদমতের জন্য পছন্দসই যথেষ্ট লোক থাকতে হবে। সুতরাং ঘরের মধ্যে যদি তাদের খেদমতের জন্য কোন লোক না থাকে অথবা তারা আপনার ও আপনার স্ত্রীর খিদমতের মুখাপেক্ষী হন তাহলে এমতাবস্থায় আপনার জন্য ভিন্ন হওয়া জায়েয হবে না। যদিও তারা আপনাকে এ ব্যাপারে মৌখিক অনুমতি দিয়ে থাকে। কারণ, সে অনুমতি কখনো সন্তুষ্ট চিত্তে হবে না।

গ. তাদেরকে সর্বদা প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে হবে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন।

১২. তারা আপনাকে কোন সংবাদ জিজ্ঞেস করছেন। অথচ আপনি এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন উত্তর দিচ্ছেন না। যেমন আপনি কোন ব্যাপারে খুশি হয়েছেন অথবা নাখোশ। তখন এ ব্যাপারে আপনার মাতা-পিতা জানতে চাইলেন। অথচ আপনি কিছু বলছেন না।

www.pathagar.com

১৩. আপনি কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিলেন। অতঃপর সেও আপনার মাতা-পিতাকে গালি দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ এরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

অর্থাৎ, সর্ববৃহৎ অপরাধ হচ্ছে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কিভাবে নিজ মাতা-পিতাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন, তা এভাবেই সম্ভব যে, সে কারোর মাতা-পিতাকে গালি দিল। অতঃপর সে ব্যক্তি এর মাতা-পিতাকে গালি দিল। (বুখারী হাদীস নং ৫৩৭৩, মুসলিম হাদীস নং ৯০)

মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণসমূহ

১. সন্তান কখনো এমন মনে করে যে, আমার পিতা-পিতার এ আদেশটি মানার চাইতে অন্য কোন নেক আমল করা অনেক ভালো। যেমন : তার পিতা বলেছেন : অমুক বস্তুটি বাজার থেকে নিয়ে এসো। তখন তাকে বলেছেন দেখা যাচ্ছে, তার মন তা করতে চাচ্ছে না। কারণ সে মনে করছে, কুরআন হিফজ অথবা ধর্মীয় বিষয়ের কোন ক্লাসে বসা তার জন্য এর চাইতেও অনেক বেশি সওয়াবের।

তার এ কথা জানা উচিত যে, তার নেক আমলটি তো আর জিহাদের চাইতে উত্তম নয়। অথচ রাসূল ﷺ মাতা-পিতার খিদমতকে হিজরত ও জিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ، قَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ نَعَمْ؟ بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ : فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

অর্থাৎ, আল্লাহর নবীর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল : আমি সাওয়াবের আশায় আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বায়'আত করতে চাই। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমার মাতা-পিতার কোন একজন বেঁচে আছে কি? সে বলল : জি, উভয়জনই বেঁচে আছেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি সত্যিই সাওয়াব চাও? সে বলল : জি, তিনি বললেন, অতএব তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট চলে যাও। তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো।

(মুসলিম হাদীস ২৫৪৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ : اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ؟ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, আমি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি, কোন আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, সময় মতো সালাত আদায় করা। বর্ণনাকারী বলেন : আমি বললাম : অতঃপর। তিনি বললেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ। আমি বললাম : অতঃপর। তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (বুখারী হাদীস নং ৫৯৭০)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত আরো বর্ণিত, তিনি বলেন–

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : جِئْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ اَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ : اِرْجِعْ عَلَيْهِمَا ؛ فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا .

অর্থাৎ, জনৈক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে বলল; আমার মাতা-পিতাকে কাঁদিয়ে আমি আপনার নিকট হিজরতের বায়'আত করতে এসেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাদের নিকট ফিরে যাও। তাদেরকে হাসাও যেমনিভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ। (আবূ দাউদ হাদীস নং ২৫২৮)

اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمْهَا .فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا .

অর্থাৎ, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? নবী করীম ﷺ বললেন : তোমার মা জীবিত আছেন? সে বলল : হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বললেন : তাঁর খিদমতে লেগে যাও। কারণ, নিশ্চয়ই জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে। অর্থাৎ, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই জান্নাত পাবে। (সাহীহুল জামি' : ১/৩৯৫)

২. সন্তান কোন একটি নফল নেক আমল করতে যাচ্ছে এবং সে করতে গেলে তার মাতা-পিতার খিদমতে সমস্যা দেখা দিবে সত্যিই কিংবা সে আমল করতে তাকে বহু দূর যেতে হবে। তবুও সে তা করতে গিয়ে মাতা-পিতার অনুমতি নিচ্ছে না অথবা তাদেরকে এ ব্যাপারটি জানিয়েও যাচ্ছে না। কারণ, সে মনে করছে, যে কোন নেক আমল করতে মাতা-পিতার অনুমতি নিতে হয় না। অথচ এ মানসিকতা একেবারেই ভুল। কারণ, রাসূল ﷺ জনৈক সাহাবীকে জিহাদ করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি নিতে আদেশ করেন। তা হলে অন্য যে কোন নফল নেক আমলের জন্য তাদের অনুমতি চাওয়া আবশ্যকই বটে। বিশেষ করে যেন তার অনুপস্থিতিতে তাদের খিদমতে সমস্যা দেখা দেয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং যে আমল করতে বহু দূরে যেতে হয় না অথবা তা করতে গেলে মাতা-পিতার খিদমতে কোন ক্রুটি হয় না এমন আমল করার জন্য মাতা-পিতার অনুমতি আবশ্যকই নয়; বরং এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদেরকে জানিয়ে যাবে মাত্র।

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

هَاجَرَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ اَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ اَبَوَاىَ، قَالَ : اَذِنَا لَكَ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَاِلَّا فَبِرَّهُمَا.

৩. সাধারণত ক্লাসের শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে এ ব্যাপারে কমই নসীহত করে থাকেন। তারা এ ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণেই মাতা-পিতার অবাধ্যতা বেড়েই চলছে।

৪. অন্যান্য ব্যাপারে যেমন প্রচুর বাস্তব নমুনা পাওয়া যায় তেমননিভাবে মাতা-পিতার বাধ্যতার ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ছোটরা বড়দের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনুকরণীয় জ্বলন্ত আদর্শ খুঁজে না পাওয়ার দরুণ হাতে-কলমে কার্যকরী শিক্ষা পাচ্ছে না।

www.pathagar.com

৫. আদতেই মাতা-পিতারা নেককার সন্তানকে যে কোন কাজের জন্য বেশি বেশি আদেশ করেন। যা বদকার ছেলেকে বলেন না। কিন্তু এতে করে অনেক নেককার ছেলের মধ্যে এ ভুল মনোভাব জন্ম নেয় যে, আমার মাতা-পিতা তাকে খুব ভালোবাসে। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়; বরং তাঁরা আপনাকে বেশি ভালোবাসার দরুণই বার বার কাজের ফরমায়েশ করছেন। কারণ তারা জানেন, আপনি ভালো হওয়ার দরুণ তাদের সকল ফরমায়েশ আপনি ঠিক ঠিক মানবেন। আপনি তাদের একমাত্র নেক সন্তান হিসেবে অন্যদের পক্ষের ঘাটতিটুকু আপনারই পূরণ করা উচিত।

৬. সন্তানের মধ্যে আল্লাহর ভয় না থাকা অথবা মাতা-পিতার অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করা।

৭. পিতা-মাতার সন্তানকে ছোট থেকেই এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ না দেয়া অথবা সন্তান নেককার হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দোআ না করা।

৮. পিতা-মাতা তাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তবে তা তাদের সন্তান তাদের সঙ্গে দূরাচার করা জায়িয করে দেয় না। কারণ, তারা পাপ করলে আপনিও পাপ করবেন না? আপনি তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করলে আপনাকে সন্তানরাও আপনার সঙ্গে তেমন আচরণ করবে।

৯. অনেক মাতা-পিতা সন্তানদেরকে কিছু দেয়ার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখে না। যদ্দরুন যে কম পাচ্ছে সে নিজকে মাজলুম তথা অত্যাচারিত মনে করে। তখন সে মাতা-পিতার তাদের অবাধ্য হতে বাধ্য হয়।

১০. অনেক মাতা-পিতা কোন সন্তান তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার পরও তাকে ভুল বুঝে থাকে অথবা তার উপর যুলুম করে অথবা তারা তার কাছে থেকে এমন কিছু চায় যা তার পক্ষে দেয়া সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সন্তানটি তাদের সাথে আর ভালো ব্যবহার করতে চায় না। এমন করা ঠিক নয়; বরং আপনি ধৈর্যের সঙ্গে সাওয়াবের নিয়াতে তাদের খিদমত করে যাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত সাওয়াব দেয়া হবে।

(সূরা যুমার : আয়াত-১০)

www.pathagar.com

মাতা-পিতার অবাধ্যতার কিছু অপকার

১. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির রিযিক সংকট দেখা দেয় এবং তার জীবনে কোন বরকত হয় না। আবূ হুরায়রা (রা) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُّنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রিযিকে প্রশস্ততা ও বয়সে বরকত চায় তার উচিত সে যেন নিজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। (বুখারী হাদীস-২০৬৭; মসিলম হাদীস-২৫৫৭)

২. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا.

অর্থাৎ প্রভুর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে। (সাহীহুল জা'মি' : ৩/১৭৮)

৩. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির সন্তানও তার অবাধ্য হবে অথবা হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ কাজ করল সে তা তার ভালোর জন্যই করল। আর যে মন্দ কাজ করল সে অবশ্যই এর প্রতিফল ভোগ করবে। আপনার প্রভু তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেন না। (হা' মীম সাজদাহ আয়াত-৪৬)

৪. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি যখন তার অপরাধের কথা বুঝতে পারবে তখন সে চরমভাবে লজ্জিত হবে। তার বিবেক সর্বদা তাকে দংশন করতে থাকবে। কিন্তু তখন এ লজ্জা আর কোন কাজে আসবে না।

৫. কোন সন্তান তার মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তার মাতা-পিতা তাকে কোন বদদো'আ বা অভিশাপ দিলে তা তাঁর জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে।

www.pathagar.com

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ.

অর্থাৎ, তিনটি দো'আ কখনো না মঞ্জুর করা হয় না; মাতা-পিতার দো'আ তার সন্তানের জন্য, রোযাদারের দো'আ ও মুসাফিরের দো'আ। (সাহীহুল জামি-৩/৬৩)

যেমনিভবে মাতা-পিতার দোআ সন্তানের কল্যাণে আসে তেমনিভাবে তাদের বদদোআও তার সকল অকল্যাণ ডেকে আনে।

১১৮

টেলিভিশন দেখার কুফল

সিনেমা দেখা

এ কালের সিনেমা-থিয়েটার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কী, সিনেমা থিয়েটারে প্রবেশ করা ও দেখা মুসলমানদের জন্যে জায়েয কিনা, তা অনেকেই জানতে চান। সিনেমা-থিয়েটার ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস যে চিত্ত-বিনোদনের বড় মাধ্যম, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সাথে এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব আধুনিক মাধ্যমকে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে বলা যায়, সিনেমা বা ফিল্ম মূলত ও স্বত:ই কোনো দোষ বা খারাপী নেই। তা কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দিয়ে কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটাই আসল প্রশ্ন। এ কারণে এই গ্রন্থকারের মতে সিনেমা বা ফিল্ম ভালো ও উত্তম জিনিস। নিম্নোক্ত শর্তসমূহ সহকারে কাজে লাগালে তা খুবই কল্যাণকর হতে পারে।

প্রথমত : যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যকে তার দ্বারা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত করা হয় তা যেন নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা ও ফিস্‌ক-ফুজুরী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, শরীয়ত ও তার নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী না হয়। উপস্থাপিত কাহিনী যদি দর্শকদের মধ্যে হীন যৌন আবেগ জাগরণকারী, গুনাহের কাজে প্রবণতা সৃষ্টিকারী, অপরাধমূলক কাজে উদ্বুদ্ধকারী কিংবা ভুল চিন্তা-বিশ্বাস প্রচলনকারী হয়, তাহলে এ ধরনের ফিল্ম অবশ্যই হারাম। তা দেখা কোনো মুসলমানের জন্যে হালাল বা জায়েয নয় কিংবা অবশ্যই তা দেখার উৎসাহও দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

(আমাদের দেশে যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হয় তাতে এসব ভুল ও মারাত্মক উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত কোনো ফিল্ম হয় বলে মনে করা যায় না। সাধারণত যুবক-যুবতীদের প্রেম ও নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব-এ সবই ফিল্মের আসল প্রতিপাদ্য। পুরুষ নারীদের রূপ ও যৌবন প্রদর্শনই এগুলোর প্রধান উপজীব্য, চাকচিক্য ও আকর্ষণ। সেই সাথে থাকে চিত্তহীন নৃত্য ও সঙ্গীত। সিনেমার প্রেমভরা লজ্জা-শরম বিধ্বংসী ও চরিত্র হানিকর কথোপকথন ও গান গোটা পরিবেশকে পুতিগন্ধময় করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, বর্তমানে সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয়ের মূলে এ কালের এ ছবি-সিনেমার অবদান অনেক বেশি। কাজেই তা কোনোক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তবে কোনো ফিল্ম যদি বাস্তবিকই এসব কদর্যতা মুক্ত ও কল্যাণময় ভাবধারা সম্পন্ন হয়, তবে তাতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।)

সত্যি বলতে কী! আমাদের মহিলা সমাজের টিভি দর্শকদের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ মহিলা ইন্ডিয়ার বিভিন্ন চ্যানেলের সিরিয়াল দেখতে অভ্যস্ত। তারা টিভিতে অন্য কিছু দেখুক আর না দেখুক এই সিরিয়াল তাদের দেখতেই হবে। অন্য কিছু দেখার সময় না পেলেও অন্তত সিরিয়ালের সময় তারা হাতে কোনো কাজ রাখে না। আমার জানা মতে এই সিরিয়ালগুলোর মূল উপজীব্য বিষয় হলো সংসার ভাঙা। অর্থাৎ বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্বে কীভাবে একটি সুন্দর সংসারের যবনিকা ঘটে তাই এই সিরিয়ালগুলোতে স্পষ্ট। এসব সিরিয়াল আমাদের সহজ সরল মা-বোনদের উপর বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়ত: কোনোরূপ দ্বীনী ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয়। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায- যা সকল মুসলিমের ওপরই ফরয তা আদায় করতে কোনো বিঘ্ন দেখা না দেয়। ছবি দেখার কারণে নামায বিশেষ করে মাগরিবের নামায যেন বিনষ্ট না হয়। তাহলে তা দেখা কিছুতেই জায়েয হবে না। তাহলে তা কুরআনের এ আয়াতে মধ্যে পড়বে-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

ধ্বংস সেসব সালাতের জন্যে যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে গাফিল বা উপেক্ষা প্রদর্শনকারী।

এ আয়াতের سَاهُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সালাত সময়মত না পড়লেই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়।

তৃতীয়ত : সিনেমা দর্শকদের কর্তব্য ভিন্ ও গায়রে মুহাররম নারী-পুরুষদের সাথে সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ বা ঢলাঢলি পরিহার করে চলা, এ ধরনের স্থান বা

www.pathagar.com

অবস্থা এড়িয়ে চলা। কেননা তাতে মানুষের নৈতিক বিপদ ঘটতে পারে, সেজন্যে লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বিশেষত এ কারণে যে, সিনেমা সাধারণত অন্ধকারেই দেখা হয়। এ হাদীসটি স্মরণীয়–

لَأَنْ يُطْعَنَ فِىْ رَأْسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمَسَّ اِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ .

তোমাদের কারো সুঁচ বিদ্ধ হওয়া কোনো গায়রে মাহরিম নারীর স্পর্শ হওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। (বায়হাকী, তিবরানী)

বর্তমানে আমাদের দেশে অগণিত টিভি চ্যানেল আছে। এ চ্যানেল ২০ মিনিট করে দেখলেও টিভি দেখা শেষ হবে না। টিভির প্রোগ্রামগুলো আমাদেরকে সুশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষাই বেশি প্রদান করে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত টিভি চ্যানেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করা। হাতেগণা কয়েকটি চ্যানেল ছাড়া বাকিগুলো আপনি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন। আর কার্টুনগুলো আমাদের সন্তানদের না দেখালেই ভালো হয়। বাইরের চ্যানেলগুলোর মধ্যে পিস বাংলা এবং সৌদী আরবের আল মুবাশেরা চ্যানেলটি যাতে কাবার সালাত, জুমআ, তারাবী ও তাহাজ্জুদ সরাসরি দেখানো হয় এবং বেশির ভাগ সময় কুরআন তেলাওয়াত করে।

আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলোর মধ্যে ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টেলিভিশনের 'সরল পথ'সহ বেশ কিছু ইসলামী শিক্ষণীয় প্রোগ্রাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুফল বয়ে আনতে সক্ষম।

টিভি-র অপকারিতা ও অনিষ্ঠকারিতা প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষা নিম্নরূপ–

আকীদাগত অপকার :

১. কুফরী ও বাতিল ধর্মবিশ্বাস, প্রতীক, উপাস্য প্রদর্শন ও প্রচার করা হয়। যাতে মুসলিমের আকীদা ও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানে অথবা দুই আকীদার সংমিশ্রণ ঘটে।

২. বহু চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয় যে, একজন মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হচ্ছে। অথবা কোনো গাছ-পাথরে কারো জীবন অথবা মরণ দান করছে, কোনো কবরের নিকট সন্তান চেয়ে সন্তান হচ্ছে ইত্যাদি। যাতে অজ্ঞ মুসলিমরা জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ ও কবরবাদে বিশ্বাসী হয়ে বসে।

৩. অলীক ও অসার কর্মকাণ্ড, তেলেস্মাতি ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়, জাহেলিয়াতি, কুসংস্কার, জ্যোতিষ গণনা, কথায় কথায় গায়রুল্লাহর নামে কসম, আল্লাহ ও ধর্ম নিয়ে, তকদীর বা ভাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ ও পরিহাস প্রভৃতির প্রচার ও প্রদর্শন যা তাওহীদের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

৪. এমন ইসলামী পরিবেশ প্রদর্শিত হয় (যেমন গান-বাদ্য-মদ্য-নারীতে সরগরম) যাতে মনে হয় মুসলমানরা এ রকমই। অনেকে তার অনুকরণ করার চেষ্টাও করে।

৫. কাফের অভিনেতা ও অভিনেত্রীর তাযীম মুসলিমের মনে স্থান পায়। তারা তাদের নিয়ে গর্ব করে; বরং তাদের ছবি বাড়িতে টাঙ্গিয়ে রেখে পূজা করে এবং বিভিন্ন ফ্যাশন ও কাটিং-এ তাদের অনুকরণ করে। যেমন পুরুষেরা চুলে বচ্চন বা মিথুন কাট, নারীর চুলে কারিনা, প্রিয়াংকা কাট। তাছাড়া চলনে, বলনে, প্রেমেও তাদের অভিনয়ের অনুকরণ করা হয়।

৬. ধর্ম পরিত্যাগ করে একাকার হওয়ার আহ্বান, সব ধর্ম সমান হওয়ার শ্লোগান ইত্যাদি; যাতে মুসলিমের আকীদা ও তাওহীদ ধ্বংস হয়ে যায়।

৭. প্রচার হয় ভিন্ন ধর্ম ও বাতিল মতবাদ; কিন্তু মুসলিম তা দর্শন করে নিজের ধর্ম হারায়।

সামাজিক অপকার

১. অপরাধী অথচ সম্মানিত, মহাপরাধ করলেও সম্মান পাওয়া যায় তা প্রদর্শন।

২. খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মার-পিট প্রভৃতি প্রতি আহ্বান।

৩. চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, স্মাগলিং (অপানয়ন), ঘুষখোরী, মিথ্যাচারণে প্রভৃতি উপায় ও পদ্ধতির শিক্ষাদান।

৪. এরূপ ফিল্ম দর্শনে অনেক কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর মাস্তানি, গুণ্ডামি, ইতরামি, চৌর্য, ফাইটিং ইত্যাদির মানসিকতা গড়ে ওঠে।

৫. নারীকে পুরুষসুলভ আচরণ এবং পুরুষকে নারীসুলভ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধকরণ। যাতে রাসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন। অভিনয়ে একজন পুরুষ নারী সাজে, নারীর পরন, চলন ও বলন ধারণ করে, কৃত্রিম কেশ ও বক্ষোজ ব্যবহার করে, অলঙ্কারাদি এবং অঙ্গরাগ দ্বারা সুললিতা রঙ্গিনী সাজে। অনুরূপভাবে একজন নারী কৃত্রিম শ্মশ্রু ব্যবহার এবং পৌরুষ কণ্ঠস্বর নকল করে পুরুষ সাজে; যাতে সমাজে কেমন যেন একটা লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার হয়।

৬. রাসূল, সাহাবী আলেম বা মুজাহিদের পরিবর্তে কোনো হিরো বা হিরোইন এবং নর্তকী বা খেলোয়াড় দর্শকের আদর্শও অনুকৃত হয়।

৭. পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার অভাব দেখা দেয়। ফিল্ম বা কোনো চিত্তাকর্ষী প্রোগ্রাম চলাকালীন অসুস্থ পিতা-মাতা বা স্ত্রী-পুত্র কারো প্রতি খেয়াল থাকে না। এই উন্মাদনায় কখনো বা কেউ খেতেও ভুলে যায়।

৮. অনেক সময় প্রোগ্রাম দেখার জন্য ছেলে-মেয়ে, প্রতিবেশী বা আত্মীয়-কুটুম্বের প্রতি বিরক্তি ও অভক্তি প্রকাশ করা হয়। কারণ, তারা এ প্রোগ্রামের সময়ই তার ডিস্টার্ব করে তাই।

www.pathagar.com

৯. পর্দার সামনে বসে থেকে যে সময় নষ্ট হয় তাতে সমাজের বহু কাজে অলসতা ও মন্থরতা আনে। উন্নয়নের পথে এক বাধা পড়ে।

১০. ছবির কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর রূপ ও সৌন্দর্য বিচার নিয়ে কখনো কখনো দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়।

১১. অবিরাম চলচ্চিত্র দর্শনের আত্মসচেতনশীলতা এবং রুচিসম্পন্নতা অপসৃত হয়। যখন অভ্যাসগতভাবে স্ত্রীর পর্দাহীনতা, কন্যা ও ভগিনীর নগ্নতা দেখেও কিছু মনে হয় না। কারণ, পূর্বেই সে নারী ও স্ত্রী স্বাধীনতা এবং বল্গাহীন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।

১২. 'ফ্রি সার্ভিস' রঙ মহলে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীর ভিড় জমে। গ্রামে বা পাড়ায় একটি মহলে হলেই সেখানের পরিবেশ ঘোলাটে করার জন্য যথেষ্ট হয়।

চরিত্রগত অপকার

১. চলচ্চিত্রে নারী-পুরুষের নগ্ন রূপ প্রদর্শনে যৌনকামনা জাগরিত করা হয়।

২. ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং অপক্ক বয়সেই 'ইচরে পাকা' হয়ে যায়।

৩. এমন ভ্যারাইটিজ কাটিং-এর পোশাক পরিহিত মডেল যুবক-যুবতী প্রদর্শিত হয়, যাতে আধুনিকতা ও ফ্যাশানের নামে থাকে নগ্নতা, অশ্লীলতা। রুচিবান মানুষ যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লজ্জাবোধ করে। অথচ নির্লজ্জ দর্শক যুবক-যুবতীরা তাদের অনুকরণে সেই বেসামাল ও সেক্সী পোশাক সবার সামনে ব্যবহার করতে গর্ব অনুভব করে।

৪. ভালোবাসা ও প্রেম প্রশিক্ষণ। অবৈধ প্রণয় ও অন্যায় সম্পর্ক গড়ার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানদান। প্রেম বিনিময়, অভিমান, অভিসার, উপযাচকতা, টিস-কিস ইত্যাদির হাতে-কলমে শিক্ষাদান।

৫. বিবাহের পূর্বে দম্পতির একত্রে স্বাধীন আহার-বিহার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রদর্শন। যাতে প্রভাবিত হয়ে আজকাল অনেক ছেলে-মেয়েই নিজের বিবাহের জন্য আর মা-বাপের তোয়াক্কা করে না। বরং 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া, ছুপ-ছুপকে আহেঁ ভরনা কিয়া' বলেই উন্নাসিকতায় বিনা খরচে পিতামাতার ঘরে ইঙ্গবঙ্গীয়া বা হিনমুস বউ ঘরে নিয়ে আসে। তবে মজার কথা এই যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ এমন দাম্পত্য অধিকাংশই টিকে না। কারণ, প্রায়শঃ এসব পিরিত বা পিয়ারে কেবলমাত্র এক প্রকার যৌনপীড়া বা পিপাসা থাকে। সেই পীড়া বা পিয়াস দূর হলেই সব দূর হয়ে যায়।

www.pathagar.com

৬. অত্যাধিক ব্যভিচার সংঘটন। কারণ, এ সব দৃশ্য দেখে যুবক-যুবতীরা যে প্রেরণা পায় তাতে উভয়ের মনেই সঙ্গীর খোঁজ থাকে। কোনো সঙ্গী পেলে ছবির অনুকরণ চলে এবং সেই দর্শন স্মৃতি জাগরিত করে কামতৃষ্ণা নিবারণ করা হয়।

৭. এডাল্ট সীন বা নীল ছবি দর্শনের সময় যে অবস্থা হয় তা বলাই বাহুল্য। উত্তেজনায় উদভ্রান্ত হয়ে কত যে ব্যভিচার, সমকাম, মাহারেমের উপরও হামলা, হস্তমৈথুন এবং বহুবিধ অসঙ্গত যৌনাচার ঘটে থাকে এবং সর্বনাশী, চরিত্র বিধ্বংসী চিত্রে তা বহু মানুষই শুনে এবং পড়ে থাকবে!

৮. নির্লজ্জ ও প্রগলভ নৃত্যগীত যা রুচিবান মানুষকে লজ্জা দেয়। যা নীচতা ও হীনতায় যুবকদেরকে প্রবুদ্ধ করে অশ্লীলতা ও নোংরামীতে ফেলে।

৯. হাস্য-কৌতুক বা কমিডি ফিল্ম দর্শন মানুষের মনে গাম্ভীর্যহীনতা, কৌতুকতা ও টিটাকাকীর জন্ম হয়। তাছাড়া অধিক হাস্যতে অন্তরও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে।

১০. এক পরিবারে একই পর্দার সম্মুখে পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী একই স্থানে বসে একত্রে এ জাতীয় ছবি, এডাল্ট সীন, ডিস্কো ড্যান্স এবং প্রেম নিবেদনের অভিনয় দেখে থাকে! যা নেহাতই নির্লজ্জতা ও নীচ চরিত্রের পরিচায়ক এবং নিদারুন বেদনাব্যঞ্জক মুসলিম পরিবার ও সমাজের জন্য।

১১. ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের সাথে পড়াশুনারও প্রচুর ক্ষতি সাধন হয় এই প্রিয়তমার অভিসারে।

ইবাদতগত অপকার

১. সময়ে নামায পরিত্যাগ করা হয়, নামাযে অমনোযোগ আসে এবং প্রোগ্রামের প্রতি মন আকৃষ্টমান থাকে। প্রোগ্রাম দেখার পর নামায পড়লেও নামাযের মাঝেই প্রোগ্রাম সম্পর্কিত আন্তরিক পর্যালোচনা, বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিচার ও বিবেকে মানসিক আন্দোলন, ঘটনার বিভিন্ন প্রতিচ্ছবির প্রভাব ও প্রতিফলন ঘটে। ফলে তার নামায 'নামজ' হয়ে রয়ে যায়। আর এমন নামাযীর জন্য ওয়াইল (ধ্বংস)।

২. ফজরের নামায কাযা হয়। কারণ, টি, ভির প্রোগ্রাম দর্শনে অধিক রাত্রি জাগরণের ফলে কার সাধ্য ফজরে গাত্রোত্থান করে?

৩. রোযাদার দর্শকের রোযার ফল নষ্ট হয় এই অবৈধ অশ্লীল ফিল্ম দর্শনে।

৪. পর্দা, একাধিক বিবাহ, তালাক প্রভৃতি বর্বরতা ও কুসংস্কাররূপে প্রদর্শিত হয়। যাতে থাকে অসঙ্গত পরিহাস ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

৫. ধর্মীয় পণ্ডিত বা ধর্মপ্রাণ মানুষকে এমন মোল্লা ও গোঁড়ার চরিত্রে দেখানো হয়, যাতে সত্য সত্যই তাদের প্রতি দর্শকের মনে অভক্তি, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জন্মে।

www.pathagar.com

৬. বিজাতির চালচলন মুসলিমদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। দর্শনে চোখের ব্যভিচার হয়, মনের অবৈধ কামনা ও সাধ জাগে। নারীর পরপুরুষ এবং পুরুষের পরনারীর প্রতি কামদর্শন এবং তাদেরকে নিয়ে গর্ব করা হয়। চোখের তৃপ্তি ও মনের অবৈধ স্বাদ অনুভব করা হয়; যা শরীয়তে সম্পূর্ণ অবৈধ। তাছাড়া ছবির সাথে অবৈধ গান-বাজনাও শুনতে হয় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

ঐতিহাসিক অপকার

১. সাধারণত: অভিনীত নাট্য ও ফিল্মে অধিকাংশ অতিরঞ্জিত ও কল্পিত বিষয় হয়ে থাকে। কিন্তু কল্পনার ফলে কত যে ইতিহাস বিকৃত করা হয়, তা ঐতিহাসিক ছাড়াও যারা ইতিহাস পড়েন তাঁরা জানবেন।

২. ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা হয়। তার গর্বের ইতিহাসকে খর্ব করে অথবা ধামাচাপা দিয়ে কলঙ্কের ইঙ্গিতবহ ইতিহাস প্রচার ও প্রদর্শন করা হয়।

৩. প্রকৃত অত্যাচারীকে অত্যাচারিত এবং তার বিপরীত প্রদর্শিত হয়।

৪. কল্পনার কলে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা করা হয় এবং এই সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক ছবি দর্শনের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

৫. ঐতিহাসিক ফিল্মে সাহাবা, তাবেয়ীন ও উলামাগণের মহান চরিত্র অভিনয় করে দুশ্চরিত্র কাফের, ফাসেক অভিনেতা এবং সাধ্বী, মহীয়সী ও গরীয়সী মুসলিম নারীর চরিত্রাভিনয় করে একজন কাফের বা ভ্রষ্টা মেয়ে! যাতে তাঁদের সেই মহান চরিত্র ওদের অভিনয়ে অনেকাংশে কলঙ্কিত ও ক্রটিযুক্ত হয়! বিকৃত হয় তাঁদের আসল চরিত্র!

মানসিক অপকার

১. গোলাগোলি, কাটাকাটি, মারামারি, খুনাখুনি প্রভৃতি ফাইটিং চিত্র দর্শনে মনে নৃশংসতা, কঠোরতা, শত্রুতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম হয়।

২. ভৌতিক, হিংস্র ও কাল্পনিক জন্তু-সম্বলিত বা ইচ্ছাধারী নাগ-নাগিনীর ছবি দেখে মনে মনে অনেকের (বিশেষ করে শিশুদের) অত্যন্ত ভয় জন্মে। যার ফলে স্বপ্নে ও জাগ্রতাবস্থায়ও মানসিক কষ্ট ও ভয় পেয়ে থাকে।

৩. কাফেরদের বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ, অস্ত্রভাণ্ডার ও পরাশক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করে মুসলিমরা মানসিক পরাজয়ের স্বীকার এবং হীনাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে মনে

www.pathagar.com

মনে ভীতির সঞ্চার হলে নিজেদেরকে চিরদিনের জন্য পরাভূত এবং কাফেরদেরকে চিরপরাক্রান্ত ভেবে নিজেদের বিজয়কে সুদূরপরাহত ধারণা করে। মুসলিমদের দেশ ও সমাজ আভ্যন্তরীণরূপে বিদেশ ও বিজাতি কর্তৃক মানসিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে পড়ে।

৪. বিভিন্ন অবাস্তবিক কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র দর্শনে শিশুদের মনে কেমন এক অবাস্তব জগৎ রচিত হয়। অনেক সময় শিশুরা সেই অবাস্তব খেয়ালী জগতে বিচরণও করতে চায়।

স্বাস্থ্যগত ক্ষতি

১. চিত্রপটে অনিমিখ দৃষ্টি-নিক্ষেপে চক্ষুর ধারণাতীত ক্ষতি হয়। অথচ চক্ষু মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া এক বড় সম্পদ। যার সম্বন্ধে কিয়ামতে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

২. ভীতি সঞ্চারক, হৃদয়বিদারক ও রক্তক্ষয় বিষয়ক কাহিনীর ছবি দর্শনে হার্টের রোগীদের হার্টের চাপ বৃদ্ধি ও অন্যান্য স্নায়ুবিক রোগের সৃষ্টি হয়।

৩. অধিক রাত্রি জাগরণ ও অনিদ্রার ফলেও শারীরিক ক্ষতি হয়।

আর্থিক ক্ষতি

টিভি ও তার সাজ-সরঞ্জাম, এন্টেনা, বা ডিস এন্টেনা, ভিসিআর, ক্যাসেট ইত্যাদি খরিদ করতে এবং তা চালাতে ব্যাটারী বা বিদ্যুতের এবং অচল হলে তার মেরামতে যে অপরিমিত অর্থ ব্যয় হয় তা সকলের জানা। যে অর্থ ও মাল সম্পর্কেও কিয়ামতে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে। দূরদর্শনের প্রচার ও এ্যাডভার্টাইজম্যান্টে বহু অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র-বস্তু ক্রয় করতে মেয়েরা যে প্রতিযোগিতা লাগায়, তাতেও অনর্থক বহু পয়সা নষ্ট হয়ে থাকে।

কোনো গৃহস্বামী বলতে পারেন, 'আমি যদি এ সমস্ত ক্ষতি ও অপকারকে এড়িয়ে চলি, তবে কি অন্যান্য উপকারের জন্য তা ব্যবহার বৈধ হবে না?'

জি হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আপনার অবর্তমানে যদি আপনার পরিবার-পরিজনও আপনার মতো এড়িয়ে চলে তবে। কিন্তু দেখেন যেন, লাভ করতে গিয়ে পুঁজি হারিয়ে না ফেলেন। পাপের এ ছিদ্রপথে মহাপাপ গৃহে প্রবেশ না করে এবং তা পরিবারসহ প্রতিবেশীর আরো অনেকের ভ্রষ্টতার কারণ না হয়।

www.pathagar.com

১১৯

মুহরিমের জন্য সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা

কোন মুহরিমের (যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ করার জন্য মিক্বাত থেকে দু'টি সাদা কাপড় পরে ইহরামের নিয়ত করেছে) জন্য জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ও মোজা পরিধান করা হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيْلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَاِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ـ

অর্থাৎ, কোন মুহরিম জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি এবং এমন কাপড় পরিধান করবে না যাতে জাফরান অথবা ওয়ারস (সুগন্ধি জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ) লাগানো হয়েছে। তেমনিভাবে মোজাও পরবে না। তবে কারোর জুতো না থাকলে সে তার মোজা দু' গিঁটের নিচ পর্যন্ত কেটে নিবে। (বুখারী ৫৮০৬; মুসলিম ১১৭৭)

১২০

ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা

ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় কোন মহিলার সাথে সহবাস করা হারাম। ইদ্দত বলতে এখানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে কোন বিবাহিতা বান্দিকে ধরে আনার পর তার একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করা অথবা তার পেটে বাচ্চা থাকলে তার বাচ্চাটি প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাকে বুঝানো হয়েছে।

রুওয়াইফি' ইবনে সাবিক আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রাসূল করীম ﷺ-কে হুনাইন যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছি তিনি বলেন–

لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يَقَعَ عَلٰى امْرَاَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ، لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يَبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না অন্যের ক্ষেতে নিজের পানি সেচ দেয়া তথা গর্ভবতীর সাথে সহবাস করা। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না কাফিরদের সাথে যুদ্ধলব্ধ কোন বান্দির সাথে সহবাস করা যতক্ষণ না একটি ঋতুস্রাব অতিক্রম করে তার জরায়ু খালি থাকা নিশ্চিত হওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না বন্টনের পূর্বে কোন যুদ্ধলব্ধ মাল বিক্রি করা। (আবূ দাউদ ২১৫৮, ২১৫৯)

১২১

সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করে কথা বলা

সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে এমন কথা বলা হারাম। মূলতঃ মুনাফিকরাই এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে উসকানি দিয়ে থাকে।

জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা নবী ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন জনৈক মুহাজির ছেলে জনৈক আনসারী ছেলের সাথে দ্বন্দ্ব করে তার পাছায় আঘাত করে। তখন আনসারী ছেলেটি এ বলে ডাক দিল : হে আনসারীরা! তোমরা কোথায়? তোমরা আমার সহযোগিতা কর। এ আমাকে মেরে ফেলছে। মুহাজির ছেলেটি বলল : হে মুহাজিররা! তোমরা কোথায়? তোমরা আমার সহযোগিতা কর। এ আমাকে মেরে ফেলছে। তখন রাসূল করীম ﷺ বললেন : এ কি? জাহিলী যুগের ডাক শুনা যাচ্ছে কেন? সাহাবাগণ রাসূল করীম ﷺ-কে উক্ত ব্যাপারটি জানালে তিনি বলেন–

دَعُوْهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَلَا بَأْسَ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ.

অর্থাৎ, আরে এমন কথা ছাড়, এটি একটি বিশ্রী কথা! অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আরে ব্যাপারটি তো সাধারণ, তা হলে এতে কোন অসুবিধে নেই। তবে মনে রাখবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তার অন্য মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করে। চাই সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। জালিম হলে তাকে যুলুম করতে বাধা দিবে। এটিই হবে তার সহযোগিতা। আর মাজলুম হলে তো তার সহযোগিতা করবেই।

(বুখারী ৪৯০৫, ৪৯০৭; মুসলিম ২৫৮৪)

ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই কথাটি শুনে বলল : আরে তাদেরকে ছাড়া হবে না। তারা এমন করবে কেন? আমরা মদীনায় পৌঁছলে এ অধমদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেব। নবী করীমﷺ-এর নিকট কথাটি পৌঁছলে উমর রাসূল করীমﷺকে বললেন : আপনি আমাকে একটু সুযোগ দিন। মুনাফিকটির গর্দান উড়িয়ে দেব। নবী করীমﷺ বললেন : ক্ষান্ত হও, মানুষ বলবে : মুহাম্মদ তার সাথীদেরকে হত্যা করে দিচ্ছে। জাবির (রা) বলেন : হিজরতের পর মুহাজিররা কম থাকলেও পরবর্তীতে মুহাজিরদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

১২২

ইদ্দত চলাকালীন সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ করা

বিধবা মহিলার ইদ্দত চলাকালীন সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ করা হারাম।

উম্মে 'আত্বিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলﷺ ইরশাদ করেন–

لاَ تُحِدُّ امْرَاَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ۔

অর্থাৎ, কোন মহিলা যেন নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করা যাবে। উক্ত শোক পালনের সময় সৌন্দর্য বর্ধক কোন রঙিন কাপড় সে পরিধান করবে না। তবে স্বাভাবিক যে কোন কাপড় সে পরিধান করতে পারবে। রাসূলে করীম ﷺ-এর যুগে ইয়েমেন থেকে এ জাতীয় কিছু কাপড় তখন আমদানি করা হতো। চোখে সুরমা লাগাবে না। কোন সুগন্ধি সে ব্যবহার করবে না। তবে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতার পর স্রাবের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য এ জাতীয় সামান্য কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। রাসূলﷺ-এর যুগে "কুস্ত্ব" ও "আযফার" জাতীয় সুগন্ধি উক্ত কাজে ব্যবহৃত হতো। (মুসলিম ৯৩৮)

তিনি আরো বলেন–

اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ۔

www.pathagar.com

অর্থাৎ, যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে সে মহিলা 'উসফুর নামী উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত লাল-হলুদ রঙে রঙানো কাপড়, লাল মাটিতে রঙানো কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কার পরবে না। হাত পাও রঙাবে না এবং সুরমাও লাগাবে না।

(সহীহুল-জামি, হাদীস ৬৬৭৭)

১২৩

স্ত্রীর আপন খালা ও ফুফীকে বিবাহ্ করা

কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর সে স্ত্রী থাকাবস্থায় স্ত্রীর আপন খালা অথবা ফুফীকে বিবাহ করা হারাম। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

অর্থাৎ, কোন মহিলা ও তার (আপন) ফুফীকে এবং কোন মহিলা ও তার (আপন) খালাকে কারো বিবাহ্ বন্ধনে একত্রিত করা যাবে না। (মুসলিম, হাদীস নং ১৪০৮)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلٰى بِنْتِ الْاَخِ وَلَا ابْنَةُ الْاُخْتِ عَلٰى الْخَالَةِ .

অর্থাৎ, ফুফীকে তার ভাতিজির উপর এবং বোনঝিকে তার খালার উপর বিবাহ করা যাবে না। (মুসলিম, হাদীস নং-১৪০৮)

১২৪

মোবাইলে প্রেমালাপ করা

দূরালাপ ও দূরভাষের জন্য এটাও একটি পরিবারের পক্ষে বড় হিতকর যন্ত্র। যা সময় উদ্বৃত্ত করে, দূরকে নিকট করে এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে আপনজনের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেয়।

এক যন্ত্রকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়। যেমন, ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করা, দূরবাসী মুফতী সাহেবকে শরয়ী প্রশ্ন করা ও ফতোয়া গ্রহণ করা, আত্মীয়তা জাগরিত রাখা, উপদেশ দেয়া ও নেয়া, কত বিপদের সময় যথাস্থানে সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি।

www.pathagar.com

কিন্তু যথা সময়েই এ যন্ত্র আবার একাধিক ক্ষতি ও নোংরামীর মাধ্যম। এই টেলিফোনই কত লোকের সংসার ভেঙ্গেছে। কত লোকের গৃহে আপদ ডেকে এনেছে। কত নারী-পুরুষকে ফাসাদ ও কুকর্মের পথে নামিয়েছে, তা হয়তো (আমাদের দেশে) অনেকেই জানে না। দূরালাপের খুবই সহজলভ্য এই যন্ত্রখানিতে অনেক সর্বনাশ ঘটে। অজ্ঞাত-পরিচয় খল ব্যক্তি ও শত্রুরা এরই মাধ্যমে দাম্পত্যে ও পরিবারে ভাঙ্গন ধরায়। চুগলখোর ও গীবতকারীরা হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্যবশে সোনার সংসারে আগুন লাগায়।

এর সাহায্যেই অন্তঃপুরিকা অন্দর মহল হতেই প্রণয়ের বাঁশী বাজায়। এরই দ্বারা পরিচয়, প্রেমালাপন এটি সম্পূর্ণ কবিরা গুনাহ। কারণ একজন যুবক আর একজন বেগনা যুবতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে প্রেম আলাপ ও অশ্লীল বাক্যালাপ করে যা মুখের যিনা ও কানের যিনার সমতুল্য। কাজেই মোবাইলে বেগনা নারী ও পুরুষ কথা-বার্তা বলা সম্পূর্ণ হারাম ও কবিরা গুনাহ।

১২৫

যোগ্য পুরুষ থাকতে নারীর হাতে নেতৃত্ব অর্পন করা

রাসূল ﷺ বলেছেন : "যখন নারীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে তখন তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম হবে।"

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন–

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَاَةً .

ঐ জাতি কখনো সফল হবে না যে জাতি (পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের) তাদের নেতৃত্বের ভার কোন নারীর উপর অর্পন করেছে। (বুখারী)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ .

"পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।" (সূরা ৪–আন নিসা : আয়াত-৪৬)

www.pathagar.com

কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচার উপায় ও তাওবা

আল্লাহ্ বলেছেন : "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ্ সকল গুনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

বস্তুত: একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ্ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। তবে এ জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে–

১. আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া,

২. ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ না করার ওয়াদা করা,

৩. অবিলম্বে উক্ত গুনাহ্ একেবারেই ত্যাগ করা,

৪. গুনাহ্র সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান। আর গুনাহের সাথে যদি আল্লাহ্শ অধিকার জড়িত থাকে যেমন– নামায, রোজা, যাকাত, হজ্জ তাহ্লে তা কাফফারা ও কাযা আদায় করা।

এই চারটি শর্ত পালনপূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তওবা কেন ও কিভাবে–

আলেমগণ বলেন, সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব তথা অবশ্য করণীয়।

তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ-ফিরে আসা।

পরিভাষায় তওবা হলো : যে সকল কথা ও কাজ মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা থেকে ফিরে এসে ঐ সকল কথা ও কাজে লেগে যাওযা, যা দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

এক কথায় পাপ-কর্ম থেকে ফিরে এসে সৎকাজে মনোনিবেশ হওয়া। পাপ বা অপরাধ দুধরনের হয়ে থাকে।

এক. যে সকল পাপ শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের হক বা অধিকার। সম্পর্কিত। যেমন শিরক করা, নামায আদায় না করা, মদ্যপান করা, সুদের লেদেন করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দুই. যে সকল পাপ বা অপরাধ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত। যে পাপ করলে কোন না কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, জুলুম-অত্যাচার, চুরি-ডাকাতি, ঘুষ খাওয়া, অন্যায়ভাবে সম্পদক আত্মসাৎ ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার পাপ থেকে পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সাথে তিনটি শর্তের উপস্থিতি জরুরি।

শর্ত তিনটি হলো–

১. পাপ কাজটি পরিহার রা।

২. কৃত পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সৎকল্প গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে তাওবা করার শর্ত হলো মোট চারটি–

১. পাপ কাজটি পরিহার করা।

২. কৃত পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

৪. পাপের কারণে যে মানুষটির অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বা যে লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার পাওনা পরিশোধ করা বা যথাযথ ক্ষতিপুরণ দিয়ে তার সাথে সমঝোতা ক্ষমা চেয়ে দাবী ছাড়িয়ে নেয়া।

মানুষের কর্তব্য হলো, সে সকল প্রকার পাপ থেকে তাওবা করবে, যা সে করেছে। যদি সে এক ধরনের পাপ থেকে তাওবা করে, অন্য ধরনের পাপ তওবা না করে তাহলেও সে পাপটি থেকে তাওবা হয়ে যাবে। তবে অন্যান্য পাপ থেকে তওবা তার দায়িত্বে থেকে যাবে। একটি বা দুটো পাপ থেকে তাওবা করলে সকল পাপ থেকে তাওবা বলে গণ্য হয় না। যেমন এক ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, ব্যভিচার করে, মদ্যপান করে। সে যদি মিথ্যা কথা ও ব্যভিচার থেকে যথাযথভাবে তওবা করে তাহলে এ দুটো পাপ থেকে তওবা হয়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু মদ্যপানের পাপ থেকে তওবা হবে না। এর জন্য আলাদা তওবা করতে হবে। আর যদি তাওবার শর্তাবলী পালন করে সকল পাপ থেকে এক সাথে তাওবা করে তাহলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

তওবা করে আবার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে আবারও তাওবা করতে হবে। তাওবা রক্ষা করা যায় না বা বারবার তওবা ভেঙ্গে যায় এ অজুহাতে তওবা না করা শয়তানের এটি ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তর দিয়ে তওবা করে তার উপর

www.pathagar.com

অটল থাকতে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওফীক কামনা করতে হবে। এটা তাওবার উপর অটল থাকতে সহায়তা করে।

কুরআন, হাদীস ও উম্মতের ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাপ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা- আন-নূর : আয়াত-৩১)

তিনি আরো বলেন–

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ -

আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালরে কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অত:পর তাওবা কর। (সূরা-হূদ : আয়াত-৩)

তিনি আরো বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধভাবে তাওবা কর।

(সূরা-আত-তাহরীম : আয়াত-৮)

এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা যা শিখতে পারি–

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ঈমানদারকে তাওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. তাওবা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভের মাধ্যম।

৩. তাওবার আগে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তারপর তাওবা। ভবিষ্যতে এমন পাপ করব না বলে তাওবা করলাম কিন্তু অতীতে যা করেছি এ সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম না। মনে মনে ভাবলাম যা করেছি তা করার দরকার ছিল, ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন কি? তাহলে তাওবা কবুল হবে না। যেমন দ্বিতীয় আয়াতটিতে আমরা দেখি, আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাওবা কর।

www.pathagar.com

৪. তওবা ইস্তেগফার হল পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি-লাভের একটি মাধ্যমে যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى ـ

আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত তাওবা কর, তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত-সুখ-সম্ভোগ দান করবেন। (সূরা হুদ : আয়াত-৩)

নূহ (আ) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا ـ

আমি বললাম, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধি দান করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (সূরা-নূহ : আয়াত-১০-১২)

৫. আল্লাহ তায়ালা বিশুদ্ধ তাওবা করতে আদেশ করেছেন। বিশুদ্ধ তাওবা হল যে তাওবার মধ্যে আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পর্কিত ৩টি আর বান্দার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত ৪টি শর্ত আদায় করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। আমি দিনের মধ্যে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তেগফার) করি ও তাওবা করি। (বুখারী)

www.pathagar.com

হাদীসটি থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মাসূম অর্থাৎ সকল পাপ থেকে মুক্ত। তারপরও তিনি কোন ইস্তেগফার ও তওবা করেছেন? উত্তর হলো–

ক. তিনি উম্মতকে ইস্তেগফার ও তাওবার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য নিজে তা আমল করেছেন।

খ. পাপ না থাকলেও তাওবা ইস্তেগফার করা যায়। এটা বুঝাতে তিনি এ আমল করেছেন। আর তখন তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

গ. ইস্তেগফার ও তওবা হলো ইবাদত। পাপ না করলে তা করা যাবে না এমন কোন নিয়ম নেই। কেউ যদি তার নজরে কোন পাপ নাও দেখে তবুও সে যেন ইস্তেগফার ও তওবা করতে থাকে, হতে পারে অজান্তে কোন পাপ তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেছে বা কোন পাপ করে সে ভুলে গেছে।

২. সত্তর সংখ্যাটি আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাতে নয়।

৩. ইস্তেগফার ও তওবা আমলটি সর্বদা অব্যাহত রাখা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত।

عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ يَسَارِ الْمَزَنِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ، فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ.

আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে মানব সকল তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর আমি দিনে একশত বাবের বেশী তাওবা করে থাকি। (মুসলিম)

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. রাসূল্লাহ ﷺ ছিলেন মাসূম অর্থাৎ সকল পাপ থেকে মুক্ত। তারপরও তিনি সর্বদা ইস্তেগফার ও তাওবা করেছেন। কারণ, তিনি উম্মতকে ইস্তেগফার ও তাওবার গুরুত্ব অনুধাবন করাতে চেয়েছেন। পাপ না থাকলেও তাওবা ইস্তেগফার করা যায়, এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, এটা উম্মতকে শিখিয়েছেন।

www.pathagar.com

২. ইস্তেগফার ও তওবা হল ইবাদত। পাপ না করলে তা করা যাবে না এমন কোন নিয়ম নেই। কেউ যদি তার নজরে কোন পাপ নাও দেখে তবুও সে যেন ইস্তেগফার ও তাওবা পরিহার না করে। হতে পারে তার দ্বারা অজান্তে-কোন পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে বা কোন পাপ করে সে ভুলে গেছে।

৩. হাদীসে একশ সংখ্যাটি আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝতে ব্যবহার করা হয়নি। তাইতো দেখা যায় কোন হাদীসে সত্তর বারের কথা এসেছে, আবার কোন হাদীসের একশ বাবের কথা এসেছে।

৪. ইস্তেগফার ও তাওবার আমলটি সর্বদা অব্যাহত রাখা রাসূলুল্লহ ﷺ সুন্নত।

عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيِّ خَادِمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرَةٍ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ .

وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ؛ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ، فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاسْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا وَقَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهٗ، فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِهِ وَاَنَا رَبُّكَ، اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাদেম আবু হামযা আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন। তোমাদের তাওবায় আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যে ব্যক্তি তার উট জনমানবহীন প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার তা ফিরে পেয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যার উট খাদ্য ও পানীয়সহ জনমানবহীন

মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। এ কারণে সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে কোন এক গাছের নীচে শুয়ে পড়ল। এমন নৈরাশ্য জনক অবস্থায় হঠাৎ তার কাছে উটটিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে এর লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলল, হে আল্লাহ! তুমি আবার বান্দা, আমি তোমরা প্রভু। অর্থাৎ সে এ ভুলটি করেছে আনন্দের আধিক্যে।

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. আল্লাহ্ তাআলা কত বড় মেহেরবান যে, তিনি বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন ও তাওবাকারীকে ভালোবাসেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২২২)

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতকে তাওবা করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

৩. অনিচ্ছাকৃত পাপ বা ভুলের শাস্তি আল্লাহ্ দেবেন না। যেমন উল্লেখিত ব্যক্তি অনিচ্ছায় আল্লাহকে বান্দা বলে ফেলেছে।

৪. ওয়াজ-নসীহতে ও শিক্ষা দানে বিভিন্ন উদাহরণ, উপমা দেয়া দোষের কিছুর নয়; বরং উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে এক ব্যক্তির উপমা দিয়েছেন।

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىْ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আশআরী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তায়ালা রাত্রি বেলা তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যেন দিনের বেলা পাপ করেছে তারা তাওবা করে নেয়। দিনের বেলাও তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের পাপীরা তাওবা করে নেয়। এমনিভাবে (তার তাওবার দরজা) উন্মুক্ত থাকলে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হয়। (মুসলিম)

www.pathagar.com

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত সকল সময় ব্যাপী। কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। যদিও কোন কোন সময়ের আলাদা ফজিলত রয়েছে।

২. দেরি না করে তাড়াতাড়ি তাওবা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. তাওবার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। যে কোন সময় তাওবা করা যেতে পারে। তবে মৃত্যু বা কেয়ামতের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাওবার দ্বার বন্ধ হয়ে যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

আবু হুরায়রা (র), থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাওবা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার তাওবা গ্রহণ করবেন। (মুসলিম)

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. চূড়ান্ত মুহুর্তের অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিক তওবা করা কর্তব্য।

২. এ হাদীসে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. কেয়ামতের একটি বড় আলামত হল সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হওয়া।

৪. তওবা কবুলের সময়টা ব্যাপক বিস্তৃত। এমনকি তা কেয়ামতের পূর্বক্ষণে হলেও তওবা গ্রহণ করা হবে।

عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَ جَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ ـ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন যে, তিনি বলেছেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন গড়গড়া করার (মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ্যে) পূর্ব পর্যন্ত। (তিরমিজী)

www.pathagar.com

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. তাওবার একটি শর্ত হলো, তাওবা করতে হবে মৃত্যুর আলামত প্রকাশের পূর্বে। মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করলে তাওবা কবুল হবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন–

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ .

তাদের জন্য তাওবা নেই, যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে, যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করলাম।

(সূরা আন-নিসা : আয়াত-১৮)

২. সুস্থ জীবন তওবার উপযুক্ত সময়। জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার পর তওবার উপযুক্ত সময় আর থাকে না। এমনিভাবে পাপ করার সামর্থ থাকাকালীন সময়টা হল তওবার উপযুক্ত সময়। পাপ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেলে তওবা করা যথোপযুক্ত নয়। তবুও তওবা করা উচিত।

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (رضى) قَالَ : اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ (رضى) اَسْاَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. فَقَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَطْلُبُ ..... يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ، لاَ يَغْلِقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ.

যরিব ইবনে হুবাইশ বলেন : মোজার উপর মাসেহ্ সম্পর্কে জানার জন্য আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) এর কাছে আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে যুরিব তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছ? আমি বললাম জ্ঞান অর্জনের জন্য এসেছি। তিনি বললেন, ফেরেশতাগণ জ্ঞান অর্জনকারীর জ্ঞান অন্বেষণে সন্তুষ্ট হয়ে তার সম্মানে তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আমি বললাম, মল-মুত্র ত্যাগের পর মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে আমার মনে খটকা লাগে। আপনিতো নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী। তাই এ ব্যাপারে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি কি এ ব্যাপারে তাঁর থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ,

www.pathagar.com

যখন আমরা সফরে থাকতাম তখন তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত মল-মুত্র ত্যাগের পর নিদ্রা থেকে জাগার পর মোজা না খোলার জন্য বলেছেন। তবে গোসল করছ বললে অন্য কথা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভালোবাসা সম্পর্কে তাকে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ একজন বেদুইন এসে উঁচুস্বরে ডাক দিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স) তার মত উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বললেন : এগিয়ে এসো! আমি তাকে বললাম, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার আওয়াজ নীচু করা। তুমি তো নবীর দরবারে এসেছ। তার দরবারে আওয়াজ বড় করতে নিষেধ করা হয়েছে। বেদুইন লোকটি বলব, আমি আমার আওয়ায ছোট করতে পারছি না। কোন ব্যক্তি যখন কোনো দলকে ভালোবাসে অথচ এখনও তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারেনি? (সে অস্থির হতেই পারে, এতে দোষের কি?)

তার কথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, যে যাকে ভালোবাসসে কেয়ামতের দিন সে তার সাথে থাকবে। এভাবে তিনি বলতে বলতে পশ্চিম দিকের একটির দরজার কথা বললেন। যার প্রস্থের দূরত্ব অতিক্রমে পায়ে হেটে গেলে বা যানবাহনে গেলে চল্লিশ বা সত্তর বছর সময় লাগলে। হাদীস বর্ণনাকারী সুফিয়ান এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, যে দিন আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে শাম (সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্দান) অঞ্চলের দিক দিয়ে এ দরজা তাওবার জন্য উম্মুক্ত রেখেছেন। (তিরমিজী)

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে এ হাদীস। যারা ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত ফেরেশতাগণ তাদের সম্মান করে থাকেন।

২. মোজার উপর মাসেহ করার সুন্নাত প্রমাণিত। কিছু শর্ত সাপেক্ষে অজু করার সময় মোজা না খুলে মোজার উপর মাসেহ করা যায়। পা ধৌত করার প্রয়োজন হয় না। মোজার উপর মাসেহ করা শর্তসমূহ হল।

ক. অজু থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে।

খ. মোজা পায়ের গোড়ালী ঢেকে রাখে এমন হতে হবে।

গ. পায়ে পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করে এমন সোজা হতে হবে।

ঘ. দীর্ঘ সময় হাটা-চলা করলেও মোজা ফেটে যায় না বা ছিড়ে যায় না, এমন ধরনের মোজা হতে হবে।

ঙ. অজুর সময়ে মোজার উপর মাসেহ করার বিধান সীমিত। ফরজ গোসল নয়।

www.pathagar.com

চ. মুকীম অর্থাৎ নিজ বাড়ীতে অবস্থানরত ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধানের পর থেকে একদিন ও এক রাত সময় পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করার সুযোগ লাভ করবে না। আর মুসাফির তিন দিন তিন রাত মাসেহ করার সুযোগ পাবেন।

৩. আলেম ও বিদ্বানদের সম্মান করা। তাদের মজলিসে উচ্চস্বরে কথা না বলা।

৪. অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষাদানে বিনম্র পন্থা অবলম্বন করা ও কঠোরতা পরিহার ককরা।

৫. আলেম-ওলামাদের ভালোবাসা ও তাদের সম্মান করা এবং তাদের সাহচর্য লাভ করার চেষ্টা করা।

৬. ভালোবাসার দাবী হল, যাকে ভালোবাসবে তার আদর্শের অনুসরণ করবে।

৭. এমন লোকদের ভালোবাসা উচিত যার সাথে হাশর হলে সে ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হবে। এমন কাউকে ভালোবাসা উচিত নয় যে আখেরাতে হতভাগা বলে বিবেচিত হবে।

৮. ইসলামের কোন বিষয়ে মনে সংশয় সৃষ্টি হলে বা খটকা লাগলে তা আলেমদের কাছে যেয়ে বা প্রশ্ন করে নিরসন করা দরকার। যেমন সফওয়ান বলেছেন আমার মনে খটকা লাগে। তিনি তার সংশয় দূর করতে দীর্ঘ সফর করেছেন।

৯. তাওবার দরজা সর্বদা খোলা আছে। এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণে হাদীসটি তাওবা অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ، فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ. فَاَتَاهُ فَقَالَ : اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : ....

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا

www.pathagar.com

يَكْسِبُوْنَ . يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَانْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ .

قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ اَمْرِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ

....

আবু সাঈদ সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের পূর্বের এক যুগে এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করল। এরপর সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেমের অবস্থান সম্পকের্ক জিজ্ঞাসা করল। তাকে এক পাদ্রীকে দেখিয়ে দেয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বলল, সে নিরানব্বই জন মানুষকে খুন করেছে তার তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি না? প্রাদ্রী উত্তর দিল, নেই। এতে লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাদ্রীকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পূরণ করলো। এরপর আবার সে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আলেম সম্পর্কে জানতে চাইল। তাকে এক আলেমকে দেখিয়ে দেয়া হলো। সে আলেমের কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে একশত মানুষকে খুন করেছে, তার তাওবা করার কোন সুযোগ আছে কিনা? আলেম বললেন, হ্যাঁ তাওবার সুযোগ আছে। এ ব্যক্তি আর তাওবার মধ্যে কি বাধা থাকতে পারে? তুমি অমক স্থানে চলে যাও।

সেখানে কিছু মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী করছে। তুমি তাদের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকো। আর তুমি দেশে ফিরে যেও না। সেটা খারাপ স্থান। লোকটি নির্দেশিত স্থানের দিকে পথ চলতে শুরু করল। যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল তখন তার মৃত্যুর সময় এসে গেল। তার মৃত্যু নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও শাস্তির ফেরেশতাদের মধ্য ঝগড়া শুরু হলো। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন- এ লোকটি আন্তরিকভাবে তাওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসেছে। আর শাস্তির ফেরেশতাগণ বললেন, লোকটি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। তখন এক ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে তাদের কাছে এল। উভয় দল তাকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নিল। সে বলল, তোমরা উভয় দিকে স্থানের দূরুত্ব মেপে দেখা। যে দূরুত্বটি কম হবে তবে সে দিকের লোক

www.pathagar.com

বলে ধরা হবে। দূরুত্ব পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেলে। এ কারণে রহমতের ফেরেশতাগণই তার জান কবজ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে সে ভাল মানুষদের স্থানের দিকে মাত্র অর্ধহাত বেশি পথ অতিক্রম করেছিল, তাই তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ যমীনকে নির্দেশ দিলেন, যেন ভাল দিকের অংশটা নিকটতর করে দেয়। আর খারাপ দিকের অশটার দুরত্ব বাড়িয়ে দেয়। পরে সে বলল এখন তোমরা উভয় দরুত্ব পরিমাপ করা। দেখা গেল সে মাত্র অর্ধহাত পথ বেশী অতিক্রম করেছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

শিক্ষা ও মাসায়েল

১. ওয়াজ, বক্তৃতা ও শিক্ষা প্রদান বাস্তব উদাহরণ পেশ করার দৃষ্টান্ত-রেখেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ

২. যার ইবাদত কম কিন্তু ইলম বেশি সে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তির চেয়ে, যার ইবাদত বেশী ইলম কম। যেমন এ হাদীসে দেখা গেল যে ব্যক্তি ফতোয়া দিল যে তোমার তাওবা নেই সে আলেম ছিল না, ছিল একজন ভাল আবেদ। তার কথা সঠিক ছিল না। আর যে তাওবার সুযোগ আছে বলে জানাল, সে ছিল একজন ভাল আলেম। তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হল।

৩. বিভিন্ন ওয়াজ, নসীহত, বক্তৃতা, লেখনীতে পূর্ববর্তী জাতিদের ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে। তবে তা যেন কুরআন সুন্নাহ বা ইসলামী কোন আক্বীদার পরিপন্থি না হয়।

৪. গুনাহ বা পাপ যত মারাত্মকই হোকনা কেন, তা থেকে তাওবা করা সম্ভব।

৫. দাঈ অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত কর্মীদের এমন কথা বার্তা বলা দরকার যাতে মানুষ অশান্বিত হয়। মানুষ নিরাশ হয়ে যায়, এমন ধরনের কথা বলা ঠিক নয়।

৬. সর্বদা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা আর নৈতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করা আলেম ও দায়ীদের একটি বড় গুণ।

৭. অসৎ ব্যক্তি ও অসুস্থ সমাজের সঙ্গ বর্জন করা। এবং সৎ ব্যক্তি ও সৎ সমাজের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করা কর্তব্য।

www.pathagar.com

৮. ফেরেশতাগণ বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন।

৯. যে আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা করে আল্লাহর রহমত তার দিকে এগিয়ে আসে। তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং পথ চলা সহজ করে দেন।

১০. আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেয়ার দিকটা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

১১. আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও আদল ও ইনসাফ পছন্দ করেন। তাই দু'দল ফেরেশতার বিতর্ক একটি ন্যায়ানুগ পন্থায় ফয়সালা করার জন্য অন্য ফেরেশতা পাঠালেন।

১২. হাদীসটি দিয়ে বুঝে আসে, যে মানুষ হত্যা করার অপরাধের অপরাধী আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি সে তাওবা করে। অথচ অন্য অনেক সহীহ হাদীস স্পষ্টভাবে বল দিচ্ছে যে, আল্লাহ মানুষের অধিকার হরণকারীকে ক্ষমা করেন না। অতএব যে কাউকে হত্যা করল সে তো অন্য মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করে নিল। আল্লাহ তাকে কিভাবে ক্ষমা করবেন।

এর উত্তর হলো : যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করল সে তিন জনের হক (অধিকার) ক্ষুন্ন করল।

১. আল্লাহর অধিকার বা হক। কারণ আল্লাহ মানুষ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। মানুষকে নিরাপত্তা দিতে আদেশ করেছেন। হত্যাকারী আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে সে তাঁর অধিকার ক্ষুন্ন করেছে।

২. নিহত ব্যক্তির অধিকার। তাকে হত্যা করে হত্যাকারী তার বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করেছে।

৩. নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও সন্তানদের অধিকার। হত্যাকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে তার পরিবারের লোকজন থেকে ভরণ-পোষণ, ভালোবাসা-মুহাব্বত, আদর-স্নেহ পাবার অধিকার থেকে চিরতরে বঞ্চিত করেছে।

হত্যাকারী এ তিন ধরনের অধিকার হরণের অপরাধ করেছে। আল্লাহ কাছে তাওবা করলে আল্লাহ শুধু প্রথম অধিকার- যা তাঁর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট- নষ্ট করার অপরাধ ক্ষমা করবেন। কথা বলা হয়েছে। (শরহু রিয়াদিস সালেহীন মিন কালামে সাইয়েদিল মুরসালীন : মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল উসাইমীন (রহ) ।

www.pathagar.com

তাওবা কবুলের একটি চমৎকার ঘটনা

আব্দুল্লাহ ইবনে কাআব ইবনে মালেক (রা) থেকেবর্ণিত। সাহাবী কাআব (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার ছেলেদের মধ্যে আব্দুল্লাহ তাকে পথ চলতে সাহায্য করতেন। এই আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতা কাআব ইবনে মালেকের রাসূলুল্লাহﷺএর সথে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। কাআব (রা) বলেছেন, তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত রাসূলুল্লাহﷺএর সাথে আমি অন্য কোন যুদ্ধে পশ্চাতে থাকিনি।

অবশ্য বদরের যুদ্ধে আমি অংশ নেইনি। কিন্তু এ যুদ্ধ যারা অংশ নেয়নি তাদের তিরস্কার করা হয়নি।কারণ, সে যুদ্দ রাসূলুল্লাহﷺ কুরাইশ কাফেলাকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন (যুদ্ধ ঘোষণা হয়নি) অবশেষে আল্লাহ তায়ালা অনির্ধারিতভাবে তাদের শত্রুদের সাথে লড়াই করার সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার শপথের রাতে যখন ইসলামে অটল থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম, তখন আমিও রাসূলুল্লাহ এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। যদিও বদর যুদ্ধ মানুষের কাছে অধিক আলোচিত বিষয়, তবুও আমি আকাবার শপথে উপস্থিতির পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিতি সর্বাধিক প্রধান্য দেয়া উত্তম মনে করি না।

রাসূলুল্লাহﷺএর সাথে তাবুক যুদ্ধে আমার অংশ না নিতে পারার কারণটা হচ্ছে এই যে, এ যুদ্ধের সময় আমি যতটা শক্তিশারী ও ধনী ছিলাম এতটা ইতোপূর্বে ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এ যুদ্ধের সময় আমার দুটো উট ছিল। এর পূর্বে আমার দুটো উট কখনো ছিল না। রাসূলুল্লাহﷺ কোথাও অভিযানে বের হবার ইচ্ছা করলে অন্য স্থানের কথা বলে গন্তব্যের কথা গোপন রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যাধিক গরমের সময়এ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সফর ছিল অনেক দূরের সাথে।

পথিমধ্যে অনেক মরুভূমি অতিক্রম করা ছিল অনিবার্য। আর শত্রু পক্ষের সংখ্যাও ছিল বেশি। তাই তিনি এ যুদ্ধের কথা মুসলমানদের কাছে খোলাখুলিভাবে বলে দিলেন। যেন তারা যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি তাদেরকে তার গন্তব্যের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেনবহু মুসলিম যোদ্ধা এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স) এর সহযাত্রী হলেন। তখন তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য কোন রেজিষ্টার বই ছিল না। কাআব (রা) বলেন, অনেক কম লোকই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে অনুপস্থিত থাকত। যে ব্যক্তি অংশ গ্রহণ না করে নিজেকে গোপন করে রাখতে চাইত, সে অবশ্যই মনে করত যে,

যতক্ষণ পর্যন্ত-তার সম্পর্কে অহী অবতীর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভূমিকা গোপন থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ অভিযানের বের হচ্ছিলেন তখন খেজুর ফলে পাক ধরছিল। গাছ পালার ছায়া শান্তি দায়ক হয়ে উঠছিল।

আর আমি এ সবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। সে যাই হোক, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাথে মুসলিমগণ যুদ্ধে বের হবার প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। আমিও তার সাথে বের হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভোরে যেতাম আর কোন কিছু সম্পন্ন না করেই ফিরে আসতাম। আর মনে মনে আমি ভাবতাম, ইচ্ছা করলেই এ কাজ (যুদ্ধ থেকে পালিয়ে থাকা) সহজেই করতে পারব। এভাবে আমি গড়িমসি করতে থাকলাম। লোকেরা যুদ্ধ সফরের জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনদের নিয়ে একদিন সকালে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অথচ আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি।

আমি আবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগালাম। কিন্তু কিছুই করলাম না। আমার এ দো-টানা ভাব অব্যাহত থাকল। এ দিকে লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকলে। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম যে, রওয়ানা হয়ে দিয়ে তাদের সাথে মিলে যাব। আহ! আমি যদি তা করতাম। এরপর আর তা আমার ভাগ্যে জুটলনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযানে বের হবার পর আমি যখন মানুষদের মধ্যে চলাফেরা করতাম, তখন যাদেরকে মুনাফিক বলে ধরা হত এবং যাদেরকে আল্লাহ্ অক্ষম ও দুর্বল বলে গণ্য করেছিলেন, সে রকম লোক ব্যতীত আর কাউকে আমার ভুমিকায় দেখতে পেতাম না।

এ অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। তাবুক পৌছা পর্যন্ত রাসূলুল্লা ﷺ আমার কথা মনে করেননি। তাবুকে তিনি লোকজনের মাঝে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, কাব ইবনে মালেক কি করল? বনি সালেম গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে তার চাদর ও দু পার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে। মুআজ ইবনে জাবাল (রা) বললেন, তুমি যা বলেছে তা খুবই খারাপ কথা আল্লাহ কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। এমন সময় সাদা পোশাক পরিহিত একক ব্যক্তিকেক মরুভুমির মরিচিকার ভিতর দিয়ে আসতে দেখে বললেন, তুমি যেন আবু খাইসামা হও! দেখা গেল সত্যিই সে আবু খাইসামাআনসারী। আর আবু খাইসামা হলো সেই ব্যক্তি যে, এক সা খেজুর ছদকাহ করারয় মুনাফিকরা যাকে তিরস্কার করেছিল।

কাআব (রা) বলেন, যখন জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক থেকে আসছেন, তখন আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। তাই মিথ্যা অজুহাত

পেশ করার প্রস্তুতি নিলাম। কিভাবে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পারব, চিন্তা করতে লাগলাম। আমার পরিবারের বুদ্ধিমান লোকদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শীঘ্রই এসে পড়বেন বলে খবর পেলাম তখন মিথ্যার বলার ইচ্ছা উধাও হয়ে গেল। এমনকি কোন কিছু দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না বলে বুঝতে পারলাম, তাই সত্য কথা বলার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ পরদিন সকালে পৌছে গেলেন।

আর তিনি সফল থেকে ফিরে মসজিদে দু'রাকাআত নামাজ আদায় করতেন। এরপর লোকজনের সামনে বসতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন বসলেন, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তারা তখন কসম করে যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ বলতে শুরু করল। এরূপ লোকেকর সংখ্যা আশি জনের কিছু বেশি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মুখের বক্তব্য গ্রহণ করলেন। তাদের বাইআত (শপথ) গ্রহণ করালেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করলেন। এরপর আমি উপস্থিত হয়ে যখন সালাম দিলাম, তিনি রাগের ক্রোধের সাথে মুচকি হাসলেন। এরপর বললেন, আস, আমি তার সামনে গিয়ে বসলাম।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, কি কারণে তুমি পিছনে রয়ে গেলে। তুমি কি তোমার জন্য যানবাহন কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির কাছে বসতাম, তাহলে এ ব্যাপারে কোন অজুহাত পেশ করে এর অসন্তোষ থেকে বেঁচে থাকার পথ দেখতে পেতাম। এবং এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি, যদি আজ আমি আপনার াকছে মিথ্যা কথা বলি তাহলে আপনি আমার প্রতি খুশী হবেন, কিন্তু মহান আল্লাহ আমার প্রতি আপনাকেক অতি শ্রীঘ্রই অসন্তষ্ট করে দেবেন। আর যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার প্রতি অসন্তষ্ট হলেও আমি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে শুভ পরিণতির আশা করি।

আল্লাহর শপথ! আমার কোন সমস্যা ছিল না। (আমি অভিযানে অংশ নিতে পারতাম) আল্লাহর কসম! এ যুদ্ধে আপনার সথে না গিয়ে পিছনে থেকে যাবার সময় আমি যতটা শক্তিমান ও শক্তিশালী ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না। কাআব বলেন,রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কোন ফয়সালা না করার পর্যন্ত দেখা যাক। বনী সালামার কয়েকজন ব্যক্তি আমার পিছনে পিছনে এসে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! ইতোপূর্বে তুমি কোন অন্যায় করেছ বলে আমরা জানি না। তুমি অন্যদের মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অজুহাত পেশ করতে পারলেন না কেন? তোমার পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

www.pathagar.com

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	মা -মুহাম্মদ আল-আমীন	২০০
২.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন) -আব্দুল করীম পারেখ	২২৫
৩.	আর-রাহেকুল মাখতূম -আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)	৭৫০
৪.	আল কুরআনে নারীদের ২৫ সূরা -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৬৫০
৫.	মুক্তাফাকুকুন আলাইহি -শায়খ মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী	১০০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ -মো: রফিকুল ইসলাম	৪৫০
৭.	বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামীন -ইকবাল কিলানী	৫০০
৮.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	২০০
৯.	বুলুগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১০.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	৩০০
১১.	Enjoy your life -ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৪৫০
১২.	অর্থবুঝে নামাজ পড়ুন -মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	১৩৫
১৩.	মাতা নাসরুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে) -মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার	৩০০
১৪.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২৫০
১৫.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
১৬.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল কৃরনী	৪৫০
১৭.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি	২২৫
১৮.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	২২৫
১৯.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মোয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২৫০
২০.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২০
২১.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	৩০০
২২.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	৩০০
২৩.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান -আব্দুল হামীদ ফাইজী	২০০
২৪.	রাসূল (স)-এর প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূল (স)-এর জবাব	৩৫০
২৫.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
২৬.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মো: রফিকুল ইসলাম	১৩০
২৭.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	১২০
২৮.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	১২০
২৯.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল কৃরনী	২০০
৩০.	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাও: আ: ছালাম মিয়া	৩০০
৩১.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৩২.	সহীহ আমলে নাজাত -আবদুল হামীদ ফাইযী	২৫০
৩৩.	ধৈর্য ধরুন জান্নাত পাবেন -ইবনে কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ	১৩৫
৩৪.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ -ইমাম বায়হাকী	১৪০
৩৫.	পীর ফকির ও মাজার -ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	২২৫
৩৬.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান	২২৫
৩৭.	নির্বাচিত ৫০টি হাদীস -ড. মুহাম্মদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ	১২০

www.pathagar.com

৩৮.	ফাযায়েলে কুরআন	-আব্দুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ	২৫০
৩৯.	ভাল মৃত্যু হওয়ার উপায়	-মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	২০০
৪০.	চাবো যখন আল্লাহর কাছেই চাবো	-মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	১৫০
৪১.	প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন	-ড. খ ম আবদুর রাজ্জাক	৩০০
৪২.	নারী মুক্তির উপায়	-ড. মুহাম্মদ শওকত আলী	২০০
৪৩.	চার খলিফা সম্পর্কে ৬০০টি শিক্ষণীয় ঘটনা	-আহমাদ আবদুল আত তাহতাভী	৫০০
৪৪.	আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি (পরিবেশক)	-মোঃ নাঈম মিয়া	৫০০
৪৫.	মহাপ্রলয় (পরিবেশক)	-ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৪০০
৪৬.	পরকাল (পরিবেশক)	-ড. আব্দুর রহমান বিন আরিফী	৪০০
৪৭.	৫২ সপ্তাহের দারসুল কুরআন (পরিবেশক)	-মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	৪০০
৪৮.	৫২ সপ্তাহের জুমআর খুতবা (পরিবেশক)	-মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	৫০০
৪৯.	ইসলামে মানবাধিকার	-আবু সালমান দিয়াউদ্দীন ইবারলী	২০০
৫০.	উস্তাদ নুমান আলী খান লেকচার সমগ্র-১ (পরিবেশক)	-নূর মোহাম্মদ আবু তাহের	৪০০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৫০	১৬. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
৩. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২০. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৬. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০	২১. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. বাংলার তসলিমা নাসরিন	৫০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৫০	২৩. পোশাকের নিয়মাবলি	৫০
৯. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০	২৪. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১২. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০	২৭. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৩.ক. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১৩. খ. কুরআন কি আল্লাহর বাণী	৫০	২৯. ইসলামে ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩০. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৫০
১৫. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৫০		

www.pathagar.com

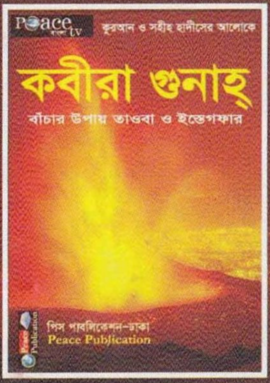

Peace Publication

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq@yahoo.com